বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

বহুমুখী জ্বালানি
সমৃদ্ধ আগামী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance-1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল কার্যক্রম। বিশেষ করে গ্যাস অফুরন্ত নয়। তাই দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে অমূল্য জাতীয় সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।

-শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

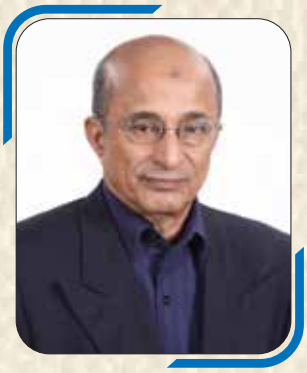

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা বিস্তৃত। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয়, The ESSO Undertaking Acquisition Ordinance, 1975-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ এবং পেট্রোবাংলার মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান এবং জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল রাষ্ট্র), রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত রাষ্ট্র), সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ১৫ বছরে গ্যাসক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ৬টি, গ্যাস সরবরাহ বেড়ে দাড়িয়েছে ৩০০০ এমএমসিএফডি'র উপরে, গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫২৩ কিলোমিটার। দেশের উন্নয়নের চাহিদা মেটানোর জন্য এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে ভাসমান তরলীকৃত জ্বালানি (FSRU) প্রতিষ্ঠাসহ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত ১৫ বছরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশিতে দাড়িয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২৪ কিলোমিটার জ্বালানি তেল সরবরাহ পাইপলাইন স্থাপন কাজ অব্যাহত রয়েছে। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্পসময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সকল প্রাথমিক জ্বালানির নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধে আমি সকলকে আরও দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ আগস্ট ২০২৩

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে গ্যাস খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertaking Acquisition Ordinance, 1975-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের Eastern Inc-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। সেই যুগান্তকারী পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসাবে জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল রাষ্ট্র), রূপকল্প ২০৪১ (উন্নত রাষ্ট্র), সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন পেট্রোবাংলা ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জ্বালানি খাতের এক যুগে এ পর্যন্ত গ্যাসক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ৬টি, গ্যাস উৎপাদন দাড়িয়েছে ৩০০০ এমএমসিএফডি'র উপরে, গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫২৩ কিলোমিটার। বর্তমানে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় ৫২% বৃদ্ধি করা হয়েছে যা দেশের প্রায় ৪৫-৫০ দিনের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সক্ষম। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্পসময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য Single Point Mooring with Double Pipelines (SPM) প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দেশের জ্বালানি তেলের পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইআরএল (ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড) ইউনিট-২ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য ইতোমধ্যে ১৩১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্নসহ মোট ৬২৪ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পরিবহন পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রম অবশ্যই দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়াসিকা আয়শা খান
সংসদ সদস্য
৩০৭ মহিলা আসন-৭, চট্টগ্রাম
সভাপতি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের সার্বিক কাজের সংকলন 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিনে নেয়ার দুরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশজ জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতির সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎপাদক হিসেবে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি 'এনার্জি ডিপ্লোমেসি'-কে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। ভারতের নুমালীগড় থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুর পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন স্থাপন এই পলিসির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পরিবেশবান্ধব টেকসই জ্বালানি শক্তি উন্নয়নে নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ খুঁজে বের করে উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণার জন্য সরকার নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করছে। নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪,১০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে সরকার। কক্সবাজারের মহেশখালীতে প্রায় ৮,৩৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষায়। এর মাধ্যমে বছরে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত তেল খালাস করা যাবে ৯ মিলিয়ন টন। দ্রুততম সময়ে, কম খরচে ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে জ্বালানি তেল খালাস করতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সরকার। ইতোমধ্যে সাগরের তলদেশে পাইপলাইনের মাধ্যমে দেশের প্রথম ভাসমান টার্মিনাল থেকে জ্বালানি তেল খালাস শুরু হয়েছে। সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান, যেমন- ২০২৫ সালের মধ্যে ৪৬টি কূপ ওয়ার্কওভার, উন্নয়ন ও খননের মাধ্যমে দৈনিক ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩টি কূপ (টবগি-১, ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশা-১) খননের মাধ্যমে গ্যাস পাওয়া গেছে এবং ২টি কূপ (বিয়ানীবাজার-১ এবং তিতাস-২৪) ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে দৈনিক ৭৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে।

২০১৪ সালে সমুদ্র বিজয়ের ফলশ্রুতিতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুযোগ সৃষ্টিসহ সমুদ্র ব্লকসমূহে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে আগ্রহী করে তোলার জন্য Offshore Model PSC- ২০২৩ কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এলএনজি আমদানির উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির অংশ হিসেবে ওমান ও কাতারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী পরিস্থিতি এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব জ্বালানি পরিস্থিতি আজ সংকটময়। এমতাবস্থায়, জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার পাশাপাশি নিজস্ব জ্বালানি উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও বিকল্প জ্বালানির উৎস অনুসন্ধানের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আমি বিনীত আহ্বান জানাই।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের সংকলন 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় শেখ হাসিনা,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি)
সভাপতি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ নূরুল আলম
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটান। বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছর ধরে দেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে চলেছে। সরকার দেশীয় জ্বালানি সম্পদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান, আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কূপ খনন, পরিত্যক্ত কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন ও ক্রমাগত গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গত এক বছরে পাঁচটি নতুন গ্যাস কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে। দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পাশাপাশি গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসও আমদানি করা হচ্ছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস আহরণের লক্ষ্যে প্রণীত অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৩ চূড়ান্ত হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১,২৫৬ এমএমসিএফডি এবং নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপিত হয়েছে ১,৫২৩ কিলোমিটার। এছাড়া গ্যাস পাইপলাইন আধুনিকীকরণ, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, তেলের পাইপলাইন স্থাপন, জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় স্কাডা সিস্টেমসহ জ্বালানি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অটোমেশনসহ বিভিন্ন ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২০২৩ সালে ১৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হওয়ার ফলে দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানোর সময়কাল ৩০ দিন থেকে ৪০-৪৫ দিনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরও ৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে যার ফলে জ্বালানি তেল মজুদের সক্ষমতা প্রায় ৪৫-৫০ দিনে উন্নীত হবে। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারির শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রে Single Point Mooring with Double Pipeline (SPM) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ২৪৯.৫৭ কিলোমিটার তেল পাইপলাইন নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

(মোঃ নূরুল আলম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

০১	জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ	১৫-১৮
০২	ব্লু-ইকোনমি সেল	১৯-২০
০৩	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন সংস্থা, সেল, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও কোম্পানীসমূহ	২১-২২
০৪	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম	২৩-২৮
০৫	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)	২৯-৪১
০৬	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড	৪২-৪৭
০৭	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড	৪৮-৫৩
০৮	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৫৪-৬০
০৯	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৬০-৬৩
১০	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৬৩-৭০
১১	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৭০-৭৬
১২	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	৭৬-৮০
১৩	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	৮১-৮৭
১৪	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পনী লিমিটেড	৮৮-৯৮
১৫	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড	৯৮-১০৬
১৬	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড	১০৬-১১১
১৭	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড	১১১-১১৩
১৮	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	১১৪-১২৪
১৯	পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	১২৫-১৩২
২০	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	১৩৩-১৩৭
২১	যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	১৩৭-১৪৩
২২	ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড	১৪৪-১৬০
২৩	এলপি গ্যাস লিমিটেড	১৬০-১৬২
২৪	স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	১৬২-১৬৫
২৫	ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড	১৬৬-১৬৮
২৬	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	১৬৯-১৭২
২৭	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট	১৭৩-১৭৭
২৮	হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৭৮-১৮৩
২৯	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন	১৮৪-১৮৯
৩০	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)	১৯০-১৯৪
৩১	বিস্ফোরক পরিদপ্তর	১৯৪-১৯৮

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

বহুমুখী জ্বালানি
সমৃদ্ধ আগামী

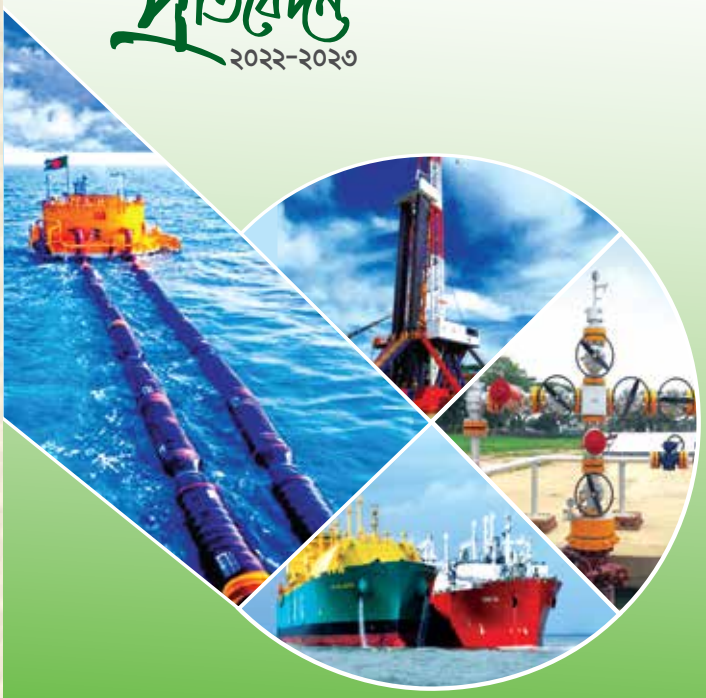

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫ টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারি ভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানির চাহিদাপূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেড় দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হলেও প্রতিষ্ঠিত অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো রয়েছে।

গত ১৫ বছরে জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিবরণ	২০০৯	জুন ২০২৩	বৃদ্ধি
দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ	১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট	৩০০০ মিলিয়ন ঘনফুট	১২৫৬ মিলিয়ন ঘনফুট
এলএনজি আমদানির সক্ষমতা	০	১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট	১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট
গ্যাস ক্ষেত্র	২৩ টি	২৯টি	৬টি
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ	২১০২ কিঃমিঃ	৩৬২৫ কিঃমিঃ	১৫২৩ কিঃমিঃ
খনন রিগ সংগ্রহ	---	৪টি ক্রয় ও ১ টি পুনর্বাসন	৫ টি
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ	২,৬৮০ লাইন কিঃমিঃ	৩২,৮৯০ লাইন কিঃমিঃ	৩০,২১০ লাইন কিঃমিঃ
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ	৭৬৬ বর্গ কিঃমিঃ	৬,৯১২ বর্গ কিঃমিঃ	৬,১৪৬ বর্গ কিঃমিঃ
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	৫৫৭ লাইন কিঃমিঃ	১৯,৮৬৮ লাইন কিঃমিঃ	১৯,৩১১ লাইন কিঃমিঃ
জ্বালানি তেল পাইপলাইন (সম্পূর্ণ নতুন)	---	৬২৪ কিঃমিঃ	৬২৪ কিঃমিঃ
সরকারিভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ	৩৩.২৬ লক্ষ মেঃ টন	৭৩.৪২ লক্ষ মেঃ টন	৪০.১৬ লক্ষ মেঃ টন
জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা	৩০ দিন (৯ লক্ষ মেঃ টন)	৪০-৪৫ দিন (১৩.০৯ লক্ষ মেঃ টন)	১০-১৫ দিন (৪.০৯ লক্ষ মেঃ টন)
এলপিজি সরবরাহ	৪৫ হাজার মেঃ টন	১৪.২৮ লক্ষ মেঃ টন	৩১ গুণ

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক ২,২০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। এদিকে, আগস্ট, ২০১৮ থেকে ১ম FSRU এবং এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ২য় FSRU কমিশনিং এর ফলে বর্তমানে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ৩০০০ মিলিয়ন ঘনফুট। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

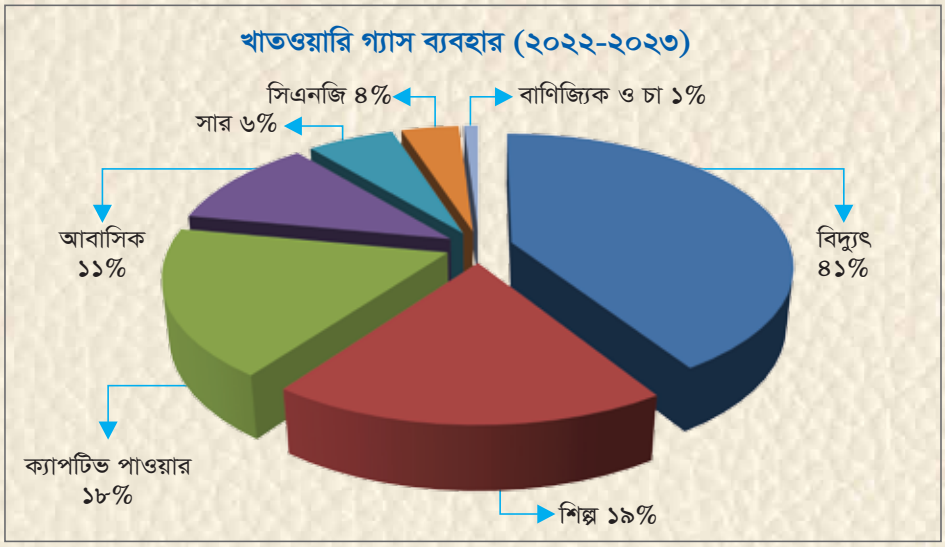

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার চিত্র

গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম

- বর্তমান সরকারের সময়ে (২০০৯-২০২৩) সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা নামে মোট ৬টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি শাহবাজপুর ইস্ট, টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। ২০০৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ১৩২টি কূপ খনন করা হয়েছে। অনশোরে দেশীয় কোম্পানি বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে ৪৬টি কূপ (অনুসন্ধান, উন্নয়ন/মূল্যায়ন, কূপের ওয়ার্কওভার) খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি প্রকল্পের আওতায় ১৬টি কূপ খনন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিয়ানিবাজার-১ ও তিতাস-২৪ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের পর গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসনসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম

- ২০০৯-২০২৩ সময়ে ১৫২৩ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৬০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- কূপ হতে সঠিক চাপে গ্যাস সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ১৬টি কমপ্রেসর স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সারা দেশে সম্প্রসারণ এবং আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও ৭টি প্রকল্পের অধীনে মোট ৭৮০ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ৪ (চার) লক্ষ গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপিত হয়েছে এবং আরও গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- ব্যাপকভিত্তিতে 2D/3D সাইসমিক জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে।
- মহেশখালির মাতারবাড়িতে ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য টার্মিনাল ডেভেলপার নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- জি টু জি ভিত্তিতে কাতার ও ওমানের সাথে বিদ্যমান এলএনজি সরবরাহ চুক্তির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে আরও অতিরিক্ত এলএনজি আমদানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

- মহেশখালি'তে Excelerate Energy কর্তৃক পরিচালিত এলএনজি FSRU এর রি-গ্যাসিকেশন সক্ষমতা আরও ১০০ এমএমসিএফডি বৃদ্ধির জন্য নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে।
- রি-গ্যাসিফিকেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মহেশখালীতে তৃতীয় FSRU এবং পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরের গভীর সমুদ্রে চতুর্থ FSRU স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- দীর্ঘ মেয়াদে এলএনজি আমদানির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলমান রয়েছে।
- ক্রসবর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে Re-gasified LNG আমদানির লক্ষ্যে আলোচনা চলমান রয়েছে।

এলএনজি যুগে বাংলাদেশ

- কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন করে আগস্ট, ২০১৮ হতে জাতীয় গ্রীডে আরএলএনজি/প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে।
- ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি FSRU স্থাপনের কাজ শেষ করে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরাবরাহ করা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট আর-এলএনজি জাতীয় গ্রীডে যোগ করার সক্ষমতা হয়েছে।
- এছাড়া, কক্সবাজার জেলার মহেশখালির পায়রায় Excellerate Energy Bangladesh Limited কর্তৃক নির্মিত FSRU এর মাধ্যমে আরও দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানি সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, মাতারবাড়ী এলাকায় ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ডবেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে শর্টলিস্টেড করা হয়েছে।

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

- বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ২টি ব্লক SS-০৪ এবং SS-০৯ এ স্বাক্ষরিত ২টি পিএসসির আওতায় ২টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি ONGC Videsh Ltd. (OVL) এবং Oil India Ltd. (OIL) যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে।
- বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় ২২টি ব্লকে মোট ৩২,০০০ লাইন কিলোমিটার 2D Non-Exclusive Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার জন্য TGS-Schlumberger JV এবং পেট্রোবাংলার মধ্যে গত ১১ মার্চ, ২০২০ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশক্রমে আন্তর্জাতিক পরামর্শকের সহায়তা নিয়ে অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৩ চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে শীঘ্রই বিডিং রাউন্ড আহবান করা হবে।

কয়লা ও কঠিনশিলা উত্তোলন এবং ব্যবহার

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হয়।
- উৎপাদিত সম্পূর্ণ কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।
- মধ্যপাড়া খনির পাথর/কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাব হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন কার্যক্রম সম্পন্ন রয়েছে।

তরল জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রম

- গত ২০০৯ সাল হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত গত ১৫ বছরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৯ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টনে অর্থাৎ ৪.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা দেশের প্রায় ৪০-৪৫ দিনের জ্বালানি চাহিদা পূরণে

সক্ষম। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ৩,০৪,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে জ্বালানি তেল মজুদের সক্ষমতা প্রায় ৪৫-৫০ দিনে উন্নীত হবে।

- জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২৪ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৫৯০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের কমিশনিং কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করত: যথাসম্ভব দ্রুত প্রকল্প উদ্বোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত পাইপলাইন দিয়ে তেল পরিবহন কার্যক্রম গত ১৮/০৩/২০২৩ তারিখে দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে 'ইন্ডিয়ান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন' শুভ উদ্বোধন করেন

- প্রধান স্থাপনা পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম হতে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় নিরবছিন্ন, দ্রুত ও সাশ্রয়ী পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ২৪৯.৫৭ কি:মি: তেল পাইপলাইন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত ২২৮ কি:মি: পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এর পরিশোধন ক্ষমতা আরো ৩০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির জন্য ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক Engineering Design সম্পাদন করা হয়েছে। জ্বালানি তেল সেক্টরের অপারেশন, বিক্রয় ও হিসাব ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে বিপিসি কর্তৃক "সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা (Integrated Automation System) চালু করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি তেল অপারেশন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
- জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে পরিশোধিত তেল এর ৫০% তেল জিটুজি (G to G) পদ্ধতিতে ৭টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে।
- গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট থেকে দেশের পেট্রোল এবং অকটেনের অধিকাংশ চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।

ব্লু ইকোনমি সেল
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) ব্লু ইকোনমি সেলের পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল (International Tribunal of the Law on the Sea) কর্তৃক ২০১২ সালে মায়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই বিশাল সমুদ্র অঞ্চলের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে দেশের সমুদ্র সংক্রান্ত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য গত ২৯ জুন, ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেল গঠনের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেন। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ব্লু ইকোনমি সেল এর লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের অধীনে ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করা হয়।

সেলের কার্যপরিধি

ক) ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করা;
খ) প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিয়ে সভা করা;
গ) প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা;
ঘ) স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা; এবং
ঙ) একটি পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী সেল গঠনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

জনবল কাঠামো

১।	অতিরিক্ত সচিব	- ১ জন
২।	যুগ্ম-সচিব	- ১ জন
৩।	কমডোর পর্যায়ের কর্মকর্তা	- ১ জন
৪।	উপসচিব	- ২ জন
৫।	ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা	- ১ জন
৬।	উপ-পরিচালক, জিএসবি	- ১ জন
৭।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	- ৪ জন
৮।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	- ৩ জন
৯।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	- ৪ জন
১০।	অফিস সহায়ক	- ৭ জন

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, ব্লু ইকোনমি সেলের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সেলে বর্তমানে একজন যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, একজন উপসচিব, পেট্রোবাংলার একজন মহাব্যবস্থাপক, জিএসবি'র একজন উপপরিচালক ও বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড হতে একজন সহকারী ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য পদে মোট ১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

(২) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সমন্বয় সভা

এ সেল সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে প্রতি তিন মাস অন্তর ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া, অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব এর সভাপতিত্বে নিয়মিত ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক তাদের প্রাধিকার/প্রাধান্য বিবেচনাপূর্বক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় এই কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। নিম্নে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

- ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সমন্বয় সভাঃ ব্লু ইকোনমি সেল ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট ০১ টি সমন্বয় সভা আয়োজন করেছে।
- ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে বিভিন্ন মতবিনিময় সভা এবং প্রতিবেদন প্রণয়নঃ ব্লু ইকোনমি সেল এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। এ সকল সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ তাদের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা ব্লু ইকোনমির বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নের জন্য অবদান রাখছেন।
- ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাঃ ০১টি ক্রোড়পত্র প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি/প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণঃ একাদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৫তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর-এর ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় গৃহীত সকল প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি/প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছে।

(৩) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক প্রকল্প

ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক	প্রকল্পরে নাম	অগ্রগতি
১।	"Development of the Marine Spatial Planning (MSP) for Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	"Estimation of blue carbon sequestration in the Bay of Bengal and the Coastal region of Bangladesh." শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	সমীক্ষা প্রকল্পের খসড়া ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩।	"বঙ্গবন্ধু সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন ফান্ড"	"বঙ্গবন্ধু সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন ফান্ড" গঠনের বিষয়ে একটি খসড়া ধারণাপত্র জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৪) ব্লু ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

ব্লু ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হলো

- নিয়মিতভাবে ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য ভাণ্ডার তৈরী করা;
- বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা স্থাপন করা;
- নিয়মিতভাবে সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- জাতীয় স্বার্থে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেলকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- ব্লু ইকোনমি সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ব্লু ইকোনমি সেল, বেসরকারি বিনিয়োগকারী ও একাডেমিয়া এর আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন সংস্থা, সেল, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

- বাংলাদেশ তেল,গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
  - বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)
  - বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
  - সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
  - গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড
  - তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
  - বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
  - জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড
  - পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
  - কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
  - সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
  - রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
  - বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
  - মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
- ব্লু ইকোনমি সেল
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিআইআরসি)
- বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)
- খনিজ সম্পদ উন্নয়ন বুরো (বিএমডি)
- বিস্ফোরক পরিদপ্তর
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)
  - পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
  - মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড
  - যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
  - ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড
  - এল পি গ্যাস লিমিটেড
  - ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড
  - স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

PETROBANGLA

BAPEX

TGTDCL

RPGCL

SGFL

BCMCL

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম

BGFCL

MGMCL

SGCL

GTCL

PGCL

KGDCL

JGTDSL

BGDCL

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার পরিচিতি

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করপোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১-কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই করপোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক তার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়। তদপ্রেক্ষিতে, সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে মহান জাতীয় সংসদে ২০ নভেম্বর ২০২২ সালে ১৯ নং আইন দ্বারা Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, ১৯৮৫ রহিতপূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২ প্রবর্তন করা হয়।

উক্ত আইন অনুযায়ী পেট্রোবাংলার কার্যাবলি নিম্নরূপ

ক) তেল, গ্যাস এবং খনিজ বিষয়ে সকল প্রকার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ও গবেষণা পরিচালনা;

(খ) খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা;

(গ) গ্যাস এবং খনিজসম্পদ উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়;

(ঘ) তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি, বিপণন, রপ্তানি ও ব্যবস্থাপনা;

(ঙ) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গ্যাস উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত তরল পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিভাজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রসেস প্লান্ট স্থাপন ও বিক্রয়;

(চ) তেল, গ্যাস এবং খনিজসম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভূ-তাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক এবং অন্যান্য জরিপ কার্য পরিচালনা;

(ছ) জরিপ, খনন ও অন্যান্য অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে তেল, গ্যাস এবং খনিজসম্পদ এর উপস্থিতি যাচাই করা, উহার মজুদ প্রাক্কলন করা এবং খনিজসম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত আহরণ ও খনন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;

(জ) তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ শিল্প স্থাপন এবং আহরিত পেট্রোলিয়াম ও খনিজপণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় অব্যাহত রাখা;

(ঝ) কর্পোরেশনের কার্যের সহিত সম্পর্কিত এবং কর্পোরেশনের স্বার্থে অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি কর্তৃক গৃহীত বা কৃত সমীক্ষা, নিরীক্ষা ও কারিগরি গবেষণার ব্যয় নির্বাহে অবদান রাখা;

(ঞ) কর্পোরেশনের কার্যের সহিত সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, বুলেটিন এবং মনোগ্রাফের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশনার কার্যক্রম গ্রহণ, সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান;

(ট) কর্পোরেশনের অধীন কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ, বদলি ও পদায়ন;

(ঠ) কর্পোরেশনের এবং উহার অধীন কোম্পানিসমূহের উপমহাব্যবস্থাপক এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে কর্পোরেশনে এবং ইহার অধীন অন্য কোম্পানিতে বদলি বা পদায়ন;

(ড) বিশেষ ক্ষেত্র বা প্রকল্পে বা কারিগরি প্রয়োজনে কর্পোরেশনের এবং উহার অধীন কোম্পানিসমূহের উপযুক্ত কর্মকর্তাকে কর্পোরেশনে এবং ইহার অধীন অন্য কোম্পানিতে বদলি বা পদায়ন;

(ঢ) কর্পোরেশনের অধীন কোম্পানিসমূহের সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) সরকারের অনুমোদনক্রমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দেশি, বিদেশি কোম্পানির সহিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদন; এবং

(ত) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

পেট্রোবাংলার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল কাঠামো

	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্যপদ
(ক) কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি):	৩১০	১৭৭	১৩৩
(খ) কর্মচারী			
৩য় শ্রেণি	২০৭	(৯১+২০*)=১১১	৯৬
৪র্থ শ্রেণি	১৩৫	(৩৪+১৩*)=৪৭	৮৮
মোট (কর্মচারী):	৩৪২	১৫৮	১৮৪
সর্বমোট :	**৬৫২**	**৩৩৫**	**৩১৭**

*৩য় শ্রেণির ২০ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৩ জন মোট ৩৩ জন কর্মচারী আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কর্মরত।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

একটি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কাজের গুণগত মান ও উদ্ভাবনী চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পেট্রোবাংলায় ১০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২৮ জন অংশগ্রহণকারী এবং ২৪ টি ইনহাউজ কর্মসূচির আওতায় ৯৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ০৭ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আওতায় ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্য অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ২৫ জন ।

পরিবেশ সংরক্ষণ

- পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের প্রতিটি উন্নয়ন এবং অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর প্রাক্কালে তার IEE ও EIA সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনশোর ও অফশোরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করার সময় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় কূপ খনন চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ এবং অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে

থাকে। পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর অগ্নিনির্বাপনের মহড়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অগ্নিনির্বাপনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

- পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিআরএস, টিবিএস, আরএমএস ও সিএমএসগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য পানি-বালি ভর্তি বালতি এবং ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা হয়। সঞ্চালন পাইপ এবং ভাল্বগুলো নির্দিষ্ট কালার কোড অনুযায়ী রং করা হয়। স্থাপনাগুলোতে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে Emergency Shutdown (ESD) Valve, Relief Valve, Slum Shut Valve আছে। স্থাপনাতে Pressure Gauge, Explosion Probe Light, বজ্রপাত নিরোধে Thunder Arrester ও গ্যাস ডিটেক্টর থাকে এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইনে লিকেজ সনাক্তকরণে অডোরেন্ট চার্জ করা হয়। স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকেন। এছাড়া, পাইপলাইনে Cathodic Protection (CP) ব্যবস্থা চালু রয়েছে যা নিয়মিত মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।
- পেট্রোবাংলার আওতাধীন সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের পাইপলাইন হতে লিকেজ সনাক্ত ও মেরামত কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সমাধান করা হয়। পেট্রোবাংলার ০৫টি বিতরণ কোম্পানিসমূহ যথাক্রমে টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, জেজিটিডিএসএল, কেজিডিসিএল এবং পিজিসিএল কর্তৃক পরিচালিত পাইপলাইন হতে গ্যাস লিকেজের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পের আওতায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার পরিদর্শনপূর্বক গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ, পরিমাপকরণ ও মেরামতের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা হয়েছে।
- কোম্পানিসমূহের স্থাপনাগুলিতে শব্দের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়। প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন ও ট্যাংক এলাকা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এছাড়া, সবুজের সমারোহ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ঘাসের পরিচর্যা ও আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। প্রতিটি স্থাপনায় নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার রয়েছে। গ্যাস ফিল্ডের কূপ হতে উৎপাদিত পানি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়।
- বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহৃত মবিল, মবিল ফিল্টার ও লুব অয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।
- কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে Condensate সংগ্রহের সময় Spillage প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়। কনডেনসেট লোডিং এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় তরল পেট্রোলিয়াম যাতে কোন অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনা না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্জ্য পদার্থ এবং Solid Waste সংরক্ষণ ও অপসারণ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে করা হয়ে থাকে।
- বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি, ডকুমেন্টস, বিভিন্ন মূল্যবান রিপোর্ট ইত্যাদি সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিডিফায়ারের সাহায্যে সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে এবং পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনকালে উক্ত প্যানেলের পরিবেশ কার্য উপযোগী রাখার জন্য সর্বদা পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখাসহ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বিভিন্ন টক্সিক গ্যাস (CO, CO_2, CH_4 ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর বছরে চার বার নিয়মিতভাবে বাতাসের বায়ুমান এবং ভূগর্ভস্থ পানি (পরিশোধন পূর্ব এবং পরিশোধন পরবর্তী) পরীক্ষা করে যা ECR'৯৭ সীমার মধ্যে রয়েছে। খনির ভূগর্ভে কর্মরত খনি কুশলী ও শ্রমিকবৃন্দের নিরাপত্তা বিধানে পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যেমন হেলমেট, গামবুট, মাস্ক, মাইন ল্যাম্প ও রেসকিউয়ার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া লংওয়াল ফেইস থেকে নিরাপদে কয়লা উত্তোলনের জন্য রক বাম্প নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে রুফ স্ট্রেস মনিটরিং, বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণে মিথেন পরিমাপ, CO পরিমাপ ও তাপমাত্রা পরিমাপসহ বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা হয়। সম্ভাব্য দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কয়লা থাকা সাপেক্ষে সারফেসে কোল ইয়ার্ডে নিয়মিত পানি স্প্রে করা হয়। বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপন সরঞ্জামাদি স্থাপনসহ ফায়ার ফাইটিং কার সবসময় প্রস্তুত রাখা হয়। ভূগর্ভে রক স্ট্রেস মনিটরিং, সীল ওয়াল মনিটরিং, মিথেন পরিমাপ, CO পরিমাপ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা, প্রয়োজনীয় স্থানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফায়ার হাইড্রেন্ট, স্যান্ড বাকেট, ওয়াটার বাকেট/ব্যাগ, নাইট্রোজেন প্লান্ট, মাড গ্রাউটিং স্টেশন এর ব্যবস্থা করাসহ দূর্ঘটনা এড়িয়ে কাজ করার জন্য সকল ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে স্টিকার/নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

যেকোন সময়ে সংঘটিত দূর্ঘটনায় উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য সার্বক্ষনিক রেসকিউ টিম প্রস্তুত রাখা হয়। এছাড়াও সম্ভাব্য দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বাস্তব জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত প্রতি বছর "অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার তৎপরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা" এর আয়োজন করা হয়। কয়লা খনিতে কর্মরত খনি কুশলী ও শ্রমিকবৃন্দের পেশাগত স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে সার্বক্ষনিক কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে নিয়োজিত ডাক্তার এবং বিসিএমসিএল-এর এমবিবিএস ডাক্তার ও নার্স নিয়োজিত আছে।

- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড'র নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ গ্রানাইট আহরণ এবং ভান্ডার পর্যন্ত পরিবহনকালে Dust নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Dust Collector এবং পানি স্প্রে করা হয় ফলে Dust পরিবেশে ছড়িয়ে পরতে পারে না। Fine Dust particle সমূহ Precipitation pool এর Sedimentation pond-এ জমা হয়। বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ অনুসরণ করে Explosive, Detonator, Power Gel সহ অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হ্যান্ডেল করা এবং Lightning Arrestor ও অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। ওয়েলফেয়ার ভবনে অত্র কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং খনি কর্মী (আউট সোর্স) ভূ-গর্ভের কাজ শেষে ডাস্ট, তেল, মবিল ও গ্রীজ সম্বলিত কাপড় ও শরীর ওয়াস রুমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। ওয়াস রুমের এই অপরিচ্ছন্ন পানি Bath Water Treatment Plant এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মেইন ড্রেইনে নিষ্কাশন করা হয়। খনিতে কর্মরত সবাই Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে। ভূ-গর্ভে অবস্থিত মেডিকেল সেন্টারে খনির কাজ চলাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক একজন মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট অবস্থান করে। মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ঔষধ সংগৃহিত থাকে। ভূ-গর্ভস্থ এলাকায় নির্দেশনাবলী বিষয়ক ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাইনবোর্ড যথাযথ স্থানে প্রদর্শন করা হয়।
- এছাড়া, পেট্রোবাংলা তার কোম্পানিসমূহের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং খনিজাত পদার্থের পরিবেশ বান্ধব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে জ্বালানির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ফলে জ্বালানি খাতে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দেশে এ যাবৎ আবিষ্কৃত ২৯ টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে ৬টি বর্তমান সরকারের সময় আবিষ্কৃত হয়েছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, যা বর্তমানে প্রায় দৈনিক ২২০০ মিলিয়ন ঘনফুট। পাশাপাশি দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানি সক্ষমতার বিপরীতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৮০০-৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হচ্ছে।

গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে দেশের একমাত্র অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্স-কে অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে শক্তিশালী করা হয়েছে। বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ২টি খনন রিগ ও ২টি ওয়ার্কওভার রিগসহ মোট ৪টি রিগ ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও ১টি রিগ পুনর্বাসন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা জানুয়ারি, ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

ভবিষ্যতের গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০২৫ এর মধ্যে মোট ৪৬টি কূপ (বাপেক্স-১৯ টি, বিজিএফসিএল-১২টি এবং এসজিএফএল-১৫টি) খননের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নাধীন আছে। সকল কূপ খনন শেষে দৈনিক ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় জুন, ২০২৩ নাগাদ ৭৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে এবং ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে ২০০৯ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১২৩৪.৭৩ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে; যার মধ্যে ১৫০ কিলোমিটার বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন গ্যাস দ্বারা কমিশনিং কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। এলএনজি আমদানির মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্যাস পরিবহনের লক্ষ্যে ৩৮৮ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, গ্যাস সঞ্চালন লাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় তিনটি কম্প্রেসর স্টেশন (মুচাই, আশুগঞ্জ, এলেঙ্গা) স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া, ২০২৬ সালের মধ্যে গ্যাস সঞ্চালনের জন্য লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাজিরা-গোপালগঞ্জ ১১০ কি.মি, পাইপলাইন শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড-ভোলা নর্থ গ্যাস ফিল্ড-লাহারহাট-বরিশাল ৬২ কি.মি পাইপলাইন, কুয়াকাটা-পায়রা ৩০ কি.মি পাইপলাইন, পায়রা-বরিশাল-গোপালগঞ্জ ১৫৩ কি.মি পাইপলাইন এবং খুলনা-গোপালগঞ্জ ৪৮ কি.মি পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পেট্রোবাংলার ছয়টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির আওতায় আবাসিক শ্রেণীতে মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪৩ লক্ষ। গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার ও অপচয় রোধকল্পে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত আবাসিক শ্রেণির মোট ৪,০৮,০০০ টি গ্রাহক আঙ্গিনায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি'র অন্তর্ভুক্ত ৩টি প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২,৫০,০০০ টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র অর্থায়নে সর্বমোট ১৮,৭৮,০০০টি প্রি-পেইড গ্যাস মিটার (তিতাস: ১৭,৫০,০০০ এবং পশ্চিমাঞ্চল: ১,২৮,০০০) স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। আরও ১০,৭৩,০০০ টি প্রি-পেইড গ্যাস মিটার (কর্ণফুলী: ৪,৩৫,০০০, বাখরাবাদ: ৪,৮৮,০০০ এবং জালালাবাদ: ১,৫০,০০০) স্থাপনের লক্ষ্যে এআইআইবি এর সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে।

সঠিক পরিমাপে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সকল বিতরণ কোম্পানির আওতাধীন শিল্প ও সিএনজি গ্রাহকদের Electronic Volume Corrector (EVC)-যুক্ত মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ছয়টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির আওতাধীন মোট ৩,২৩৩টি গ্রাহকের ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। তম্মেধ্যে টিজিটিডিসিএল ২,৪৩৩টি, বিজিডিসিএল ১৯৭টি, কেজিডিসিএল ৪০৮টি, জেজিটিডিএসএল ৯০টি, পিজিসিএল ৯৫টি এবং এসজিসিএল ১০টি।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন থেকে বায়ুমণ্ডলে মিথেন নিঃসরিত হয় যা বায়ুমণ্ডল কে দুষিত করে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। এ নিঃসরণ হ্রাসকরণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Technical Assistance for Carbon Abatement of the Oil and Gas Value Chain-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবং এডিবি'র অনুদানে Technical assistance for the Promoting Energy Transition, Safety and Energy Efficiency in the Energy Sector-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনসমূহ-কে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার (Automation) আওতায় আনার লক্ষ্যে বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ করার নিমিত্ত পেট্রোবাংলা হতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া আওতাধীন সকল কোম্পানির কার্যক্রম Enterprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য একটি Unified ERP বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পেট্রোবাংলা হতে ২০৪১ সাল পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইনের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯-কে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে একটি স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থাকে নিয়োজিত করে Offshore Model PSC ২০১৯-এর আর্থিক ও অন্যান্য শর্তাবলি আরও আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী প্রণীত "Bangladesh Offshore Model PSC 2023" অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানিকে নিয়োগের জন্য বিড রাউন্ড ঘোষনা শীঘ্রই করা হবে।

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ

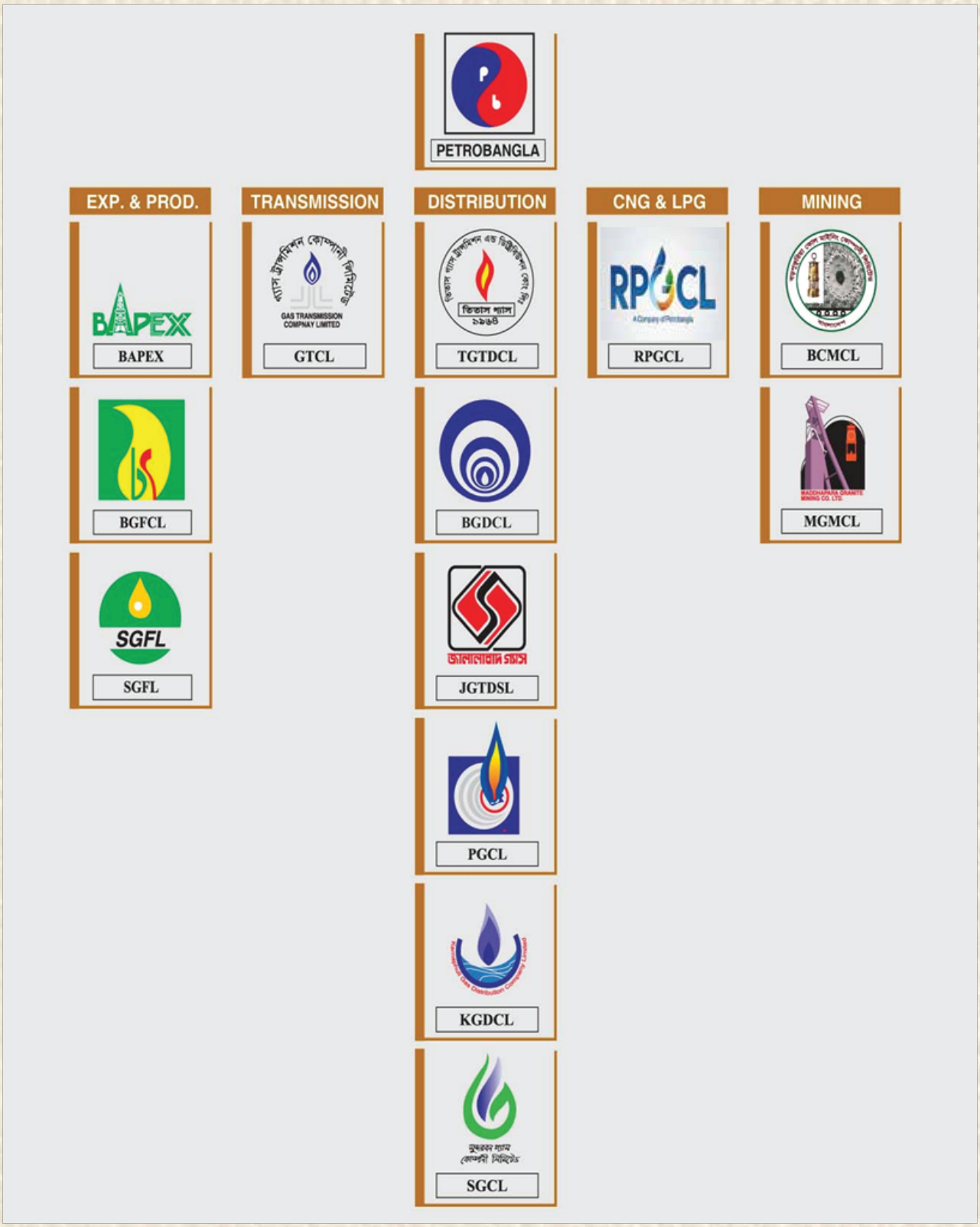

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)

কোম্পানির পরিচিতি

বাপেক্স গঠন	:	১ জুলাই ১৯৮৯
বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানী হিসেবে)	:	২৩ এপ্রিল, ২০০২
রেজিস্টার্ড অফিস	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৭ ইমেইল: secretary@bapex.com.bd ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd
মোট খননকৃত অনুসন্ধান কূপ	:	২২ টি
মোট খননকৃত উন্নয়ন কূপ	:	১৬ টি
মোট সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কূপ	:	৫০ টি
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	:	১১ টি
উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র	:	৭ টি
মোট গ্যাস মজুদ	:	৩৪১৮.৫৩ বিসিএফ (উত্তোলনযোগ্য ২৩৭৯.৬২ বিসিএফ)
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	:	১৪৮.৬৫ মিলিয়ন ঘনফুট (গড় উৎপাদন)
মোট গ্যাস উৎপাদন (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	:	৬০৬.৯১ বিসিএফ
মোট কনডেনসেট উৎপাদন	:	৫,৪১,৪৩৬.৮৪৩ ব্যারেল
মোট ভূতাত্ত্বিক জরীপ	:	৩,৩৮৪ লাইন-কিলোমিটার
মোট দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	১৯,০২৭ লাইন-কিলোমিটার
মোট ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	৪,২৭০ বর্গ কিলোমিটার
খনন রিগের সংখ্যা	:	৪ টি (২ টি রিগ একইসাথে ওয়ার্কওভার কাজের উপযোগী)
ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা	:	২ টি
মাড ল্যাবরেটরি	:	৪ টি
মাডলগিং ইউনিট	:	৩ টি
সিমেন্টিং ইউনিট	:	২ টি

বাপেক্স-এর কর্মপরিধি

১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান পরিদপ্তর বিলুপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানী (বাপেক্স) গঠন করা হয়। এর মূল কার্যক্রম ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরীপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। মূলতঃ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে ওজিডিসি অব পাকিস্তান এর মাধ্যমে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওজিডিসি (বাংলাদেশ) ও তৈল সন্ধানী এর অধীনে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বিওজিএমসি (পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান পরিদপ্তরের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে বাপেক্স কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিগত ২০০০ সালে সরকার বাপেক্স-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রমও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল মূল কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ/সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বাপেক্স তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরীপসহ উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, পূর্ত উন্নয়ন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ, খনন, ওয়ার্কওভার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

বাপেক্স আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে পিএসসি এর অধীন উন্নয়ন কূপ চুক্তিভিত্তিতে খননের কাজ লাভ করেছে। বর্তমানে বাপেক্স সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সালদানদী, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, শাহাজাদপুর-সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপুল পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ - ৯৫ লাইন কিঃ মিঃ

২) দ্বিমাত্রিক জরিপ - ১,৩০৬ লাইন কিঃ মিঃ

৩) ত্রি-মাত্রিক জরিপ ২০০ লাইন কি.মি.

৪) অনুসন্ধান কূপ খনন- ৩ টি

৫) উন্নয়ন কূপ খনন - ১ টি

৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম - ৩ টি

৭) গ্যাস উৎপাদন ৪৮.২৮ বিসিএফ

৮) কনডেনসেট উৎপাদন - ৯.৯৯ মিলিয়ন লিটার।

৯) প্রশিক্ষণ গ্রহণ - ১২০২ জন।

১০) আভ্যন্তরীণ শিখন সেশন - ৪টি।

১১) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আহ্বানকৃত - ১৪.০৭.২০২২।

১২) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ - ২০.০১.২০২৩ ও ২৭.০১.২০২৩।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপেক্স সীমিত সম্পদ এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও স্বকীয় কর্মযজ্ঞ দ্বারা দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে প্রভূত অবদান রেখে চলেছে। বিশেষায়িত এ কর্মকান্ড পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দিন-রাত পালাক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত কর্মকান্ডে অন্যান্য সকল কাজের চেয়ে অনেক বেশী ঝুঁকি বিদ্যমান। বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদি ব্যবহার, ভারী মালামাল স্থাপন-বিয়োজন, উচ্চ চাপযুক্ত গ্যাস/পানি, উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ, দুর্ঘটনা ও ব্লোআউট জনিত অগ্নিকান্ডসহ যে কোন ধরণের দুর্ঘটনার ঝুঁকি সার্বক্ষণিক বিদ্যমান। এতসব প্রতিকূলতার মাঝেও বিপুল কর্মযজ্ঞ দ্বারা দেশের চলমান জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বাপেক্স কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রতিনিয়ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন যা বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

ভূতাত্ত্বিক বিভাগের কার্যক্রম

আলোচ্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর, ভোলা, শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে ভোলা এলাকায় শাহবাজপুর-৫ ও ৭ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, সুন্দলপুর # ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, জকিগঞ্জ-২ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ ও শ্রীকাইল নর্থ # ১ এ অনুসন্ধান কূপের প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিরসনে বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রের অধিকতর গভীর জোনে গ্যাসের উপস্থিতি অনুসন্ধানের লক্ষ্যে শ্রীকাইল ডিপ # ১ অনুসন্ধান কূপ, ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ-১ এবং মোবারকপুর ডিপ # ১ অনুসন্ধান কূপের প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কূপ প্রস্তাবনা, বাপেক্স কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সংগৃহিত টু-ডি ও থ্রি-ডি সাইসমিক ডাটা এবং বিদ্যমান কূপের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাপেক্সের শ্রীকাইল গভীর কূপ-১, মোবারকপুর গভীর কূপ-১, শ্রীকাইল নর্থ-১এ, শরীয়তপুর-১ এবং সুন্দলপুর-৩ কূপসমূহের Geological Technical Order (GTO) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাপেক্স এর বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট), জকিগঞ্জ-২ কূপ এর GTO তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। গত ১৯.০৮.২০২২ তারিখ টবগী-১ , ০৫.১২.২০২২ তারিখে ভোলা নর্থ-২ এবং ০৯.০৩.২০২৩ তারিখে ইলিশা-১ কূপের খনন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপে বাপেক্স-এর রিফারবিস ও আপগ্রেডকৃত ওএফআই মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। কূপটির খনন কাজ ৩২৫০ মিটার গভীরতায় সমাপ্ত করা হয় এবং খনন চলাকালীন সময়ে মাডলগিং ইউনিটে প্রাপ্ত লগ ডাটার ভিত্তিতে পরবর্তী কূপ খনন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া টার্ন কী ভিত্তিতে টবগী-১ কুপের খনন কাজ ৩৫২৪ মিটার গভীরতায় সমাপ্ত করা হয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক গ্যাসের উপস্থিতিসহ ২০(±) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ফ্লো নিশ্চিত হয়। পরবর্তীতে টার্ন কী ভিত্তিতে ভোলা নর্থ-২ কুপের খনন কাজ ৩৪২৮ মিটার গভীরতায় সমাপ্ত করা হয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক গ্যাসের উপস্থিতিসহ ২০(±) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ফ্লো নিশ্চিত হয়। সর্বশেষ টার্ন কী ভিত্তিতে ইলিশা-১ কুপের খনন কাজ ৩৪৭৫ মিটার গভীরতায় সমাপ্ত করা হয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক গ্যাসের উপস্থিতিসহ ২০(±) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ফ্লো নিশ্চিত হয়। ইলিশা-১ কূপে বাণিজ্যিকভাবে নতুন স্তরে লাভজনক গ্যাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ায় সেটিকে দেশের ২৯তম গ্যাসক্ষেত্র হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষণা করা হয়।

তিতাস গ্যাসক্ষেত্রের একটি ওয়েলহেড

ভূপদার্থিক বিভাগের কার্যক্রম

তেল/গ্যাস অনুসন্ধান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত দেশের একটি। বাংলাদেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম মূলত দেশের পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরীপ এবং সম্প্রতি পরিচালিত জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, দেশের মধ্যাঞ্চল তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা ভূতাত্ত্বিকভাবে বেঙ্গল ফোরডিপ ও হিঞ্জজোন নামে পরিচিত। ২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ মাঠ মৌসুমে ১,৮৯৪ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০০ লাইন কি.মি.)।

প্রস্তাবিতব্য "২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৭ ও ব্লক-৯" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত Liquidity Certificate প্রাপ্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। International Seismic Service Provider নিয়োগের লক্ষ্যে EOI এর সংক্ষিপ্ত তালিকা বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদে অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তাবিতব্য "২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ব্লক-৬বি সাউথ ও ব্লক-১০" শীর্ষক প্রকল্পটি ৬ জুন ২০২২ তারিখ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে। বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদে Engagement of International Seismic Service Provider এর প্রেক্ষিতে EOI অনুমোদিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান আছে।

পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম

কোম্পানীর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, তদানুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত অত্র উপবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্পের কাজের ভৌতিক ও আর্থিক অগ্রগতি তদারকী এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত, উৎপাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া রুটিন কাজ হিসেবে কোম্পানীর বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ পেট্রোবাংলা, মন্ত্রণালয় ও প্লানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন নতুন প্রকল্পের পিসিপি, পিডিপিপি, ডিপিপি, টিএপিপি প্রণয়ন করতঃ কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা এ বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইসিটি উপবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আইসিটি উপবিভাগ নিজস্ব কারিগরি জনবল দ্বারা বাপেক্স এর ওয়েব ও মেইল সার্ভার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। অতি সম্প্রতি বাপেক্স ওয়েবসাইট রি-ডিজাইন ও তথ্যবহুল করা হয়েছে। এ ছাড়া ডেডিকেটেড ইন্টারনেট লাইন এর সাহায্যে অনলাইন মাড লগিং ইউনিট, ডিজিটাল ড্রিলিং এবং সাইসমিক ও জিওলজিক্যাল ডাটা মনিটরিং সিস্টেম সচল রাখা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সকল খনন ও গ্যাস ক্ষেত্র স্থাপনাকে রিমোট সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। সর্বোপরি প্রধান কার্যালয়ের সাথে বিভিন্ন স্থাপনার সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, রিয়েল টাইম ডাটা মনিটরিং সিস্টেম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রম

বাপেক্স পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের বিভিন্ন অনুসন্ধান, মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও উৎপাদন কূপ হতে সংগৃহীত কোর, কাটিং, গ্যাস, কনডেনসেট, তেল, পানি, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। এর পাশাপাশি এ বিভাগে দেশের বিভিন্ন ভূগঠন/স্থান থেকে সংগৃহীত আউটক্রপ/শিলা নমুনা এবং সী-পেজ গ্যাস/তেল নমুনা বিশ্লেষণ করা হয় যা তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও এ বিভাগে পেট্রোবাংলার বিভিন্ন কোম্পানী, আইওসি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত শিলা, তেল-গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু পরীক্ষাগার বিভাগ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ,ইন্টার্ণশীপ ও নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের গবেষণা কর্মে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম

খনন কার্যক্রম

শ্রীকাইল নর্থ-১ এ অনুসন্ধান কূপ খনন

বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা কুমিল্লার শ্রীকইল নর্থ-১এ অনুসন্ধান কূপটির খনন কার্যক্রম ২৭ জুন ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে ৩৫৮৪ মিটার খনন সহকারে কেসিং ও সিমেন্টিং, ওয়ার লাইন লগিং ও ডিএসটি সম্পন্ন করা হয়। রিগ ডাউন ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ শেষে কেটিএল-২ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে স্থানান্তর কাজ চলমান রয়েছে।

শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন

শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় পূর্ত কাজ এবং দেশী-বিদেশী মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহ করতঃ ৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে খনন শুরু করে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ মিটার পর্যন্ত খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ওয়্যার লাইন লগিং, VSP, ইমেজ লগ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কূপে কাঙ্খিত গ্যাস পাওয়া না যাওয়ায় বাপেক্স এর কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭" কেসিং স্থাপন ও সিমেন্টেশন জব না করে কূপ 'প্লাগ এন্ড অ্যাবানডান' করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বিজয়-১০ রিগ ডাউন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ওয়ার্কওভার কার্যক্রম

সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভার

বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও XJ650T (Bijoy-18) রিগ দ্বারা সেমুতাং-৫ ওয়ার্কওভার কাজ ১০ মে, ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে গত জুলাই ২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটি হতে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।

কৈলাশটিলা-৭ ওয়ার্কওভার

বাপেক্স ও এসজিএফএল এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল ও ZJ40 DBT (Bijoy-11) রিগ দ্বারা কৈলাশটিলা-৭ ওয়ার্কওভার কাজ ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে ০৭ মে, ২০২২ তারিখে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে কূপটি হতে দৈনিক ১২ মিলিয়ন গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। কূপের গভীরতা ৩৫৫০ মিটার।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড এর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ড. মো: খায়েরুজ্জামান মজুমদার ও বিজিএফসিএল এর কর্মকর্তাবৃন্দ

উৎপাদন বিভাগের কার্যক্রম

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২২-২৩) উৎপাদনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২২-২৩) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরিন চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০২১-২২) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	গ্যাস (বিসিএফ)	৪৪.০০	৪৮.২৮	১১০	৬.৮৯	৫০.০১
	কনডেনসেট (মি.লি.)	৪.০০	৯.৯	২৪৭	-	১১.১৩৫

প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম

প্রকৌশল বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

- বিজয়-১০ (ZJ70DBS) রিগটি দ্বারা শরীয়তপুর-১ কূপের খনন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজয়-১১ (ZJ40DBT) রিগটি দ্বারা তিতাস-২৪ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজয়-১২ (ZJ50DBS) রিগটি দ্বারা শ্রীকাইল নর্থ- ১ কূপের খনন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজয়-১৮ ওয়ার্কওভার (XJ650T) রিগটি দ্বারা রশিদপুর-২ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে।
- আইপিএস কার্ডওয়েল ও আইডিকো এইচ-১৭০০ রিগ দুটিকে সচল করার লক্ষ্যে "বিজয়-১০, ১১, ১২ ও আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ওয়েল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ হতে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) ধরনের কারিগরি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মাড ইঞ্জিনিয়ারিং

মাড ইঞ্জিনিয়ারিং উপ-বিভাগ খননতব্য কূপের Drilling Fluid Program তৈরী করে এবং সে মোতাবেক খনন ও ওয়ার্কওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান করে থাকে। কূপের Wellbore stability, safety, formation pressure balance এবং কূপ থেকে কাটিংস তুলে আনা ইত্যাদি কাজে এই Drilling Fluid ব্যবহার করা হয়। Drilling Fluid Program তৈরীর কাজে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং উপ-বিভাগ ভূ-ত্বাত্তিক বিভাগ কর্তৃক প্রণীত GTO ও খনন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Drilling Program হতে কূপের তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ড্রিলিং ফ্লুইড প্রোগ্রাম অনুসারে ড্রিলিং প্রক্রিয়ার সময় স্ট্যান্ডারাইজেশন টেস্টিং পরিচালনা করে এবং রাসায়নিক উপাদান সমন্বয়সহ ফ্লুইড রিওলজি যেমন Viscosity, Yield Point, Specific Gravity, pH, Gel Strength, Fluid loss, Solid Content, Oil Content ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং উপ-বিভাগ বাপেক্সের নিজস্ব শরীয়তপুর-১ কূপ, শ্রীকাইল নর্থ- ১ কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান করেছে।

ওয়েল সিমেন্টেশন

অনুসন্ধান, এপ্রেইজাল কাম উন্নয়ন, উন্নয়ন এবং ওয়ার্কওভার কূপ খননকালে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে কূপের পর্যায়ভিত্তিক কেসিং সিমেন্টেশন জবের জন্য সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস নির্বাচনপূর্বক Cement Slurry প্রস্তুতকরতঃ কূপের সিমেন্টেশন জব সম্পাদন করা হয়। পাশাপাশি Cement Plug Setting, Cement Squeezing Job, Injectivity Test, leak-of Test/FIT, BOP & Surface Equipment Pressure Testing, DST Services with Surface & Down Hole Equipment Test, Well Control/Killing, Pipe Stuck Free Fluid Preparation & Placing ইত্যাদি কাজে সিমেন্টিং ইউনিট ব্যবহার করে সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান করা হয়। এছাড়া সকল ধরণের কূপ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শরীয়তপুর-১ কূপ, শ্রীকাইল নর্থ- ১, তিতাস-২৪ কূপসমূহে সফলতার সহিত সিমেন্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

কূপ পরীক্ষণ সার্ভিস

তেল/গ্যাস আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কূপ পরীক্ষণ উপ-বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কূপে মাডলগ এবং ওয়্যার লাইন লগ বিশ্লেষন ও মূল্যায়নপূর্বক সম্ভাব্য হাইড্রোকার্বন মজুদ জোন সনাক্ত করা হয়। সনাক্তকৃত এ জোনগুলোতে Perforation করে DST & Production/Flow Test সম্পাদন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সারফেস টেস্টিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে রিজার্ভার ফ্লুইড প্রবাহের মাধ্যমে কূপে উৎপাদনযোগ্য গ্যাস/কনডেনসেট এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং Fluid Properties & AOF/Optimum Flow নিরূপন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কূপ পরীক্ষণ উপ-বিভাগ কর্তৃক শরীয়তপুর-১ কূপ, শ্রীকাইল নর্থ- ১, তিতাস-২৪ কূপে সাফল্যজনকভাবে DST, Well Test Ges Slick Line Operation সম্পাদন করা হয়েছে।

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলা সৃষ্টির পরে ১৯৮২ সালে USAID-এর পরামর্শক্রমে পেট্রোবাংলার কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ/ ভূপদার্থবিদ এর একান্ত প্রচেষ্টায় ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে বাপেক্স সৃষ্টির পূর্বে পেট্রোবাংলার লোকবল দিয়ে ডাটা ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে ২০০২ সালে তা পেট্রোসেন্টার ভবনে স্থানান্তর করা হয় যার কার্যক্রম বাপেক্স'র লোকবল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বাপেক্সের ডাটা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাপেক্স ২০২১ সালে পুণঃগঠিত অর্গানোগ্রামে ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপবিভাগসহ ০৪ (চার) টি উপবিভাগ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই বিভাগটিকে ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক এবং প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত ০৪ (চার) টি উপবিভাগ: ১। পেট্রোলিয়াম এন্ড রিজার্ভয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং উপবিভাগ ২। ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স উপবিভাগ ৩। ডাটা ম্যানেজমেন্ট উপবিভাগ ৪। জিএন্ডজি এক্সপ্লোরেশন উপবিভাগ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বিভাগটি বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের মূল্যায়নপূর্বক কার্যকর পদ্ধতি চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি আন্তজার্তিকভাবে ব্যবহৃত উন্নত পদ্ধতি বাপেক্সে অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অবকাঠামো

Upcoming plan/Proposal from Research & Development Division, BAPEX

- 19 Research Project Proposals
- Proposal on International Industry Advisory board
- Proposal on International Research Advisory Board
- 1 International Seminar
- 1 International Summit
- Others

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাপেক্সের আওতাধীন বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্র, কূপ খননকালিন সময়ে প্রাপ্ত ও প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত প্রতিবেদন এবং পরীক্ষাগার বিভাগ হতে প্রাপ্ত সেডিমেন্টোলজিক্যাল, মাইক্রোপ্যালিয়েন্টোলজিক্যাল ও পানির নমুনা বিশ্লেষণ-প্রতিবেদন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্মকান্ড

জনবল সম্পর্কিত

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রারম্ভে কোম্পানীর মোট জনবল ছিল ৫৯১ জন। এ অর্থবছরে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবসর গ্রহণ, চাকুরীতে ইস্তফা ও মৃত্যুজনিত ইত্যাদি কারণে জনবলের সংখ্যা ৩০ জুন ২০২৩ শেষে দাড়ায় ৫৮৭ জনে যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩৬১ জন এবং কর্মচারী ২২৬ জন। উল্লেখ্য পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানী হতে ০৩ জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৯ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মোট জনবল ১৯৯৯ জন (কর্মকর্তা ৭৩১ জন এবং কর্মচারী ১২৬৮ জন) এর মধ্যে ৯১৯ জন কর্মচারীর পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম

কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে সাফল্যজনক ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে প্রবর্তিত ''শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচী" অব্যাহত রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় আলোচ্য অর্থবছরে প্রাথমিক ও জুনিয়র পর্যায়ে বৃত্তি প্রাপ্তি এবং এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য মাসিক আর্থিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানী পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানীতে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কোম্পানীর সকল বিভাগ, গ্যাসক্ষেত্রসমূহের এফআইসিগণ, প্রকল্প ও অন্যান্য স্থাপনা প্রধানগণের সমন্বয়ে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। কোম্পানীতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে।

আইওসি কার্যক্রম

Kris Energy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এর সাথে অংশীদার হিসেবে PSC Block-৯ এর বাঙ্গুরা গ্যাসক্ষেত্রের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বাপেক্স এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-এর মধ্যে-Bhola Island Evaluation-এর জন্য স্বাক্ষরিত Memorandum of Understanding (MoU) Ges Confidentiality Agreement এর আলোকে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং বর্তমানে রাশিয়ায় বিশ্লেষণের কাজ চলছে। বাপেক্স এর আওতাধীন ব্লক ২২এ/২২বি ব্লকের নির্ধারিত কয়েকটি ভূগঠনে Joint Venture Partner সিলেকশন করার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত আগ্রহপত্রসমূহ মূল্যায়ন চলছে।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট (ইকসিড)-এ নাইকো দুর্নীতি সংক্রান্ত চলমান মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা/বাপেক্স-এর পক্ষে ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক কাউন্সেল Foley Hoag প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চলমান আছে এবং এ বিষয়ে বাপেক্স সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ mmcfd ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প

শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ mmcfd ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্লান্টের দ্বারা গ্যাস প্রক্রিয়াকরত: দৈনিক ৫৫-৬০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর মাধ্যমে ভোলা জেলায় স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহসহ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প

প্রকল্পের আওতায় টগবী-১ কূপ খনন শেষে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে, নর্থ-২ খনন শেষে ২০.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং ইলিশা-১ কূপ খনন শেষে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইলিশা কূপ স্থাপনাকে দেশের ২৯ তম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে সফলভাবে ৩টি কূপের খনন এবং চূড়ান্ত কমপ্লিশন কার্যক্রম সম্পন্ন পরবর্তী উক্ত কূপসমূহ হতে গ্যাস ফ্লো সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিজয়-১০, ১১, ১২ ও আইডেকো রিগ মেরামত এবং আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন ও রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প

Canrig Facilities এ ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহলিং-এর নিমিত্ত ১ম ধাপে বিজয়-১০ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং কাজ শেষ হয়েছে। বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং এর জন্য LC স্থাপন করা হয়েছে এবং Export এর প্রস্তুতি চলছে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে LC স্থাপন করা হয়েছে। সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট এর LC স্থাপন করা হয়েছে। রিগ জেনারেটর এর LC স্থাপন করা হয়েছে। আরএফকিউ পদ্ধতিতে মেরামত ও ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (৩০০০ লাইন কি.মি)

প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও উপাত্ত বিশ্লেষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সমুদয় Raw data, final processed data, সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার সিনোপেক, চায়না কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Technical Presentation বাপেক্সের ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক বিভাগে review এর জন্য এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প

আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের নিমিত্ত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে পিপিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় S. C Euro Gas System S R L- Romania এর মূল্যায়িত দর ১৭১,২৪,৮৫,৬৮৯.০৬ (একশত একাত্তর কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শত উননব্বই দশমিক শূন্য ছয়) টাকা বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় (ইউএস ডলার) চুক্তি সম্পাদনের জন্য ডিপিপি সংশোধনপূর্বক সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান করা হয়।

১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) ও ২টি উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩, বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) কূপ খনন প্রকল্প।

শ্রীকাইল নর্থ-১এ ৩৫৮৪ মি. গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন ও Well testing কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) কুপ খননের নিমিত্তে মালামাল সংগ্রহ কাজ চলমান আছে। পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) কূপের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে পাশাপাশি কিছু দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বিপরীতে বৈদেশিক পণ্যের ১২ টি প্যাকেজের এলসি স্থাপন সম্পন্ন শেষে ০৫ টি প্যাকেজের মালামাল চট্টগ্রাম বন্দর হতে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট মালামালসমূহ দ্রুতই বন্দরে পৌছাবে এছাড়াও ০১ টি প্যাকেজের এলসি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন এবং পুন: দরপত্র আহবান শেষে ০২ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েষ্ট (৫৮০ বর্গ.কি.মি.)।

সংগৃহীত ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাপেক্সের APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জকিগঞ্জ ভূগঠনে ২০০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রিলিং মেশিনারিজ এন্ড এক্সেসরিজ মালামাল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ফিল্ড প্ল্যানিং/ডিজাইন/ফিল্ড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ৩ডি সাইসমিক ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ৩ডি ডাটা একুইজিশন সিস্টেম ক্রয়ের নিমিত্ত সরবারহকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর ঋণপত্র খোলা সম্পন্ন হয়েছে। বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরবর্তী মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ চলমান রয়েছে।

২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৬বি সাউথ এন্ড ১০।

চলতি শুষ্ক মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি নিম্নরূপ

টপো সার্ভে-২৮৩.৯৫ লাইন কি.মি., ড্রিলিং-২৬৫ লাইন কি.মি., রেকর্ডিং-২৬২.৯৭৫ লাইন কি.মি। বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৬৫ তম সভায় RFP অনুমোদিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। RFP মূল্যায়নের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ এবং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরবর্তী মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ চলমান রয়েছে।

বাপেক্সের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পমূহ (২০২২-২০২৩)

ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	১ জুলাই, ২০২০ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২২	৯৬০৩.০০ (৭১৫০.০০)
২	২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প	১ জানুয়ারি ২০২১- ৩০ জুলাই ২০২৩	৬৯৪৬৩.০০ (৫৪৯২১.০০)
৩	শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	০১ জুলাই ২০২১- ৩০ জুন ২০২৩	১০৪২৩.০০ (৫৮৭৫.০০)
৪	বিজয়-১০, ১১, ১২ ও আইডেকো রিগ মেরামত এবং আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন ও রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প	১ জুলাই ২০২১ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	১৯৯৫২.০০ (১৫৬২০.০০)
৫	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (৩০০০লা.কি.মি)	১ জুলাই ২০২১ - ৩০ জুন ২০২৪	১৪৮৩৮.০০ (১১৪৬৮.৫০)
৬	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	১ জুলাই ২০২১ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	১৯২৪০.০০ (১৫৯২০.০০)
৭	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) ও ২টি উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩, বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) কূপ খনন প্রকল্প	১ মার্চ ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৪	২৮৪১৯.০০ (১৮৫০০.০০)
৮	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েষ্ট (৫৮০ বর্গ.কি.মি.)	১ মার্চ ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৪	১১১০৪.০০ (৪৬৫৬.০০)
৯	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৬বি সাউথ এন্ড ১০	১ জুলাই ২০২২-৩০ জুন ২০২৫	১৫১৯৫.০০ (৮৪৯৬.০০)

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	
১	২	৩	
শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প।	৯.৯৭	৯.৯৬৯২	৯৯.৯৯%
২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প।	৩৯৫.৬৪	৪৬৩.১০৭৫	১১৭.০৫%
বিজয়-১০, ১১, ১২, আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প	৪.৭০	৪.৬৩৫৭	৯৮.৬৩%
শরিয়তপুর-১ কূপ খনন প্রকল্প	৫৭.০২	৫০.৩৮১৫	৮৮.৩৬%
শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন	০.৪০	০.৪০	৯৯.৭৪%
২ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এন্ড ২২	৭০.৭৫	৭০.৭৫	১০০%
১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) ও ২টি উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩, বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) কূপ খনন প্রকল্প	১৪৬.২৮	১৪৪.৩২৩৬	৯৮.৬৬%
৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েষ্ট (৫৮০বর্গ.কি.মি.)	৬১.৮৮	৪০.০০	৬৪.৬৪%
২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৬বি সাউথ এন্ড ১০	৭.০০	৭.০০	১০০%
মোট ৯টি প্রকল্প	**৭৫৩.৬৪**	**৭৯০.৫৭**	**১০৪.৯০ %**

মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন এইচআরএম উপবিভাগ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এ উপবিভাগের কাজের পরিধিও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়টিতে বাপেক্স বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান অর্জন, মেধা বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৪টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার-এর মাধ্যমে মোট ২২৮৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১২ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ বাবদ রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

বাপেক্স কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প, ভূত্বাত্তিক জরিপ এলাকা, কূপ খনন ও গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বিবেচনায় Environment Impact Assessment (EIA) সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সে মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক উল্লেখিত শর্তাদি পূরণ করে ভূত্বাত্তিক জরিপ, কূপ খনন, গ্যাস উত্তোলন ও বাই-প্রোডাক্ট ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হয়।

গ্যাস ক্ষেত্রে উৎপাদিত গ্যাসের সাথে উপজাত দ্রব হিসেবে কনডেনসেট ও পানি উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত পানি তিনটি ধাপে সাব-সারফেস সয়েলে গ্রাউন্ডিং করা হয়ে থাকে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্টে সেপারেটরের মাধ্যমে আলাদা করে প্রোডাকশন ট্যাংকে উৎপাদিত লিক্যুইড সংরক্ষণ করা হয়। প্রোডাকশন ট্যাংক হতে কনডেনসেট আলাদা করে ডেলিভারী ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয় এবং পানি ও তৈলাক্ত পদার্থ এপিআই সেপারেটরে স্থানান্তর করা হয়। এপিআই সেপারেটরে তিনটি ধাপে পানি, গাদ ও তৈলাক্ত পদার্থ আলাদা করা হয়। এরপর পানি স্কীম পিট/সোক পিটের মাধ্যমে সাব-সারফেসে গ্রাউন্ডিং এর ব্যবস্থা করা হয় এবং তৈলাক্ত গাদসমুহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর এপিআই সেপারেটর হতে সংগ্রহ করে গ্যাসক্ষেত্রের অভ্যন্তরে গর্ত করে মাটি চাপা দেয়া হয়। উল্লেখ্য, সকল প্রকার লিকুইড স্থানান্তরে প্রসেস প্রেশার, আগুন প্রতিরোধী পাম্প ও ষ্ট্যান্ডার্ড মেটাল পাইপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন প্রকার লিকেজ বা ওপেন সোর্স স্থানান্তর ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় না। এভাবে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে বর্জ্য পদার্থ ও Solid Waste সংরক্ষণ ও অপসারণ করা হয়ে থাকে। ফলে, পানি বা বহিরাগত কোন বস্তু পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

বাপেক্সের বিভিন্ন স্থাপনা/প্রকল্প/খনন কূপ/ভূত্বাত্তিক জরিপ এলাকা/গ্যাস ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ফায়ার ফাইটিং সিষ্টেম স্থাপন করা আছে। গ্যাস ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ও পরিবর্তনকৃত লুব্রিকেটিং অয়েল ড্রামে সংরক্ষিত থাকে এবং ফিল্টারসমুহ নিজস্ব স্টোরে সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবহৃত মেশিনারীসমুহ শব্দের সহনীয় মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন করা তারপরও অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য মুভিং পার্টসের জন্য ভাইব্রেশন এলার্ম ও অটো সাটডাউন সিস্টেম সংযোজন করা আছে। এছাড়া লিকেজ গ্যাস সনাক্তের জন্য গ্যাস ডিটেক্টর, ফায়ার এলার্ম, অগ্নি নির্বাপনে বহনযোগ্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার এর ব্যবস্থা করা আছে।

বাপেক্সের HSE প্রোগ্রাম কার্যকরভাবে সমন্বয় করার জন্য নিয়োজিত বাপেক্সের কর্মীরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। HSE সংশ্লিষ্ট কর্মীদের তাদের নির্ধারিত HSE দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। নতুন কর্মীদের HSE সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান নিশ্চিত করার জন্য বাপেক্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। বাপেক্স বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত HSE ম্যানুয়ালে বর্ণিত procedure মোতাবেক বাপেক্সের বিভিন্ন স্থাপনা/প্রকল্প/খনন কূপ/ভূত্বাত্তিক জরিপ এলাকা/গ্যাসক্ষেত্রে বিপদ সনাক্তকরণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে থাকে। কোম্পানীর Emergency Response Team যে কোন দূর্যোগ মূহুর্তে (Operational incidents, Natural disasters, Fire, Security events, Pandemic) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলা থেকে আগত HSE বিষয়ক দাপ্তরিক আদেশ ও ডাকসমূহের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা (২০২২ হতে ২০৪১ পর্যন্ত)

ক্র. নং	প্রস্তাবিত কর্মসূচির ধরণ	২০২১-২০৩০		২০২১-২০৩০		মোট (২০২১-২০৪১)	
		প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ	প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ	প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ
১	তেল-গ্যাস অনুসন্ধান						
	(ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ	০২	১৫৯০ লাইন কি.মি.	-	-	০২	১৫৯০ লাইন কি.মি.
	(খ) দ্বিমাত্রিক জরিপ	০৩	১০৭২০ লাইন কি.মি.	০৩	১০০০০ লাইন কি.মি.	০৬	২০৭২০ লাইন কি.মি.
	(গ) ত্রিমাত্রিক জরিপ	০৪	৪৩৮০ বর্গ কি.মি.	০১	২৫০০ বর্গ কি.মি.	০৫	৬৮৮০ বর্গ কি.মি.
২	অনুসন্ধান কূপ	০৬	২০ টি কূপ	০৫	২০ টি কূপ	১১	৪০ টি কূপ
৩	উন্নয়ন কূপ	০৫	১১ টি কূপ	০২	১০ টি কূপ	০৭	২১ টি কূপ
৪	ওয়ার্কওভার	০৩	১০ টি কূপ	-	চূড়ান্ত নয়	০৩	১০ টি কূপ
৫	প্রসেস প্লান্ট স্থাপন	০২	২ টি প্রসেস প্লান্ট	-	চূড়ান্ত নয়	০২	২ টি প্রসেস প্লান্ট
৬	ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন	০১	৩ টি কম্প্রেসর	-	চূড়ান্ত নয়	০১	৩ টি কম্প্রেসর
৭	রিগ ক্রয়/ পুনর্বাসন/ আপগ্রেডশন	০৪	রিগ আপগ্রেডশন ও পুনর্বাসন	১	রিগ ক্রয়	০৫	রিগ ক্রয়/ পুনর্বাসন/ আপগ্রেডশন

ক্র. নং	প্রস্তাবিত কর্মসূচির ধরণ	২০২১-২০৩০		২০২১-২০৩০		মোট (২০২১-২০৪১)	
		প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ	প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ	প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা	মূল কাজ
৮	অন্যান্য কার্যক্রম:						
	ক) Hill Tract JVA কার্যক্রম (এলাকা: চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি)	১	অনুসন্ধান ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তেল/গ্যাস উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে EOI আহ্বানের মাধ্যমে Joint venture partner সিলেকশন করা।	-	-	১	অনুসন্ধান ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তেল/গ্যাস উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে EOI আহ্বানের মাধ্যমে Joint venture partner সিলেকশন করা।
	খ) শুষ্ক, পরিত্যক্ত ও স্থগিতকূপ এলাকায় অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই (এলাকা: চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা)	১	অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই।	-	-	১	অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
	গ) ৮ ও ১১ নং ব্লকে MoU সম্পাদন (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা)	১	সম্ভাব্য প্রস্পেক্ট চিহ্নিতকরণ এবং অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।	-	-	১	সম্ভাব্য প্রস্পেক্ট চিহ্নিতকরণ এবং অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।

অন্যান্য কার্যক্রম

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকার গণখাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) প্রবর্তন করে। এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) পদ্ধতি চালু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলার সাথে বাপেক্স এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইনোভেশন কার্যক্রম

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানী পর্যায়ে বাপেক্সে ইনোভেশন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানীতে একটি ইনোভেশন কমিটি গঠন করা আছে। উক্ত কমিটি কোম্পানীর সকল বিভাগ, গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের এফআইসি-গণ, প্রকল্প ও অন্যান্য স্থাপনা প্রধানগণের সমন্বয়ে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। কোম্পানীতে সেবা সহজীকরণ, ইনোভেশন চর্চা ও কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে। ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিগত সময়ে অনলাইন ইনভেন্টরী আধুনিকায়ন, কনফারেন্স রুমের ডিজিটাইজেশন করা, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন, দৈনিক গ্যাস-কনডেনসেট রিপোর্ট ডিজিটাল প্লাটফরমে সম্পন্ন করাসহ বিভিন্ন সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

এ অর্থবছরে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে বাসাক্রীপের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, দোয়া মাহফিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং পেট্রোবাংলার অধীনস্থ সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানী। এ কোম্পানী ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন ব্রিটিশ কোম্পানী শেল অয়েল বা পিএসওসি এর উত্তরসূরী। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের দায়িত্ব এ কোম্পানীর উপর ন্যস্ত। বিজিএফসিএল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের স্মৃতিময় অংশীদার। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের গ্যাস সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পিএসওসি-র নিকট থেকে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাসটিলা-এ ৫টি গ্যাস ফিল্ড নামমাত্র মূল্য ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ১৭.৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করেন। জাতির পিতার এ সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের গ্যাস সম্পদ জাতীয় সম্পদে পরিণত হয় এবং দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। ফলশ্রুতিতে, ১৯৭৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর শেল অয়েল কোম্পানীর নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে "বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড" বা "বিজিএফসিএল" প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কার্যাবলী

বিজিএফসিএল দৈনিক প্রায় ৫৯০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ২০% এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৭২%। তাছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারিভাবে নির্মিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টে কর্তৃপক্ষীয় বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কোম্পানী ভ্যাট, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জনবল কাঠামো

কোম্পানীর অনুমোদিত সাংগঠনিক অবকাঠামোতে মোট ১৬১৫ জন লোকবলের সংস্থান আছে। তন্মধ্যে বর্তমানে ৭৭৩ জন কর্মকর্তার বিপরীতে ৩৩০ জন এবং ৮৪২ জন কর্মচারীর বিপরীতে ৫২৫ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৮৫৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

বিজিএফসিএল এর গ্যাস ফিল্ডসমূহের সার্বিক অবস্থা

বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড উৎপাদনে রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস প্রক্রিয়াজাত করার জন্য গাইকল, সিলিকাজেল, এলটিএস ও এলটিএক্স ডিহাইড্রেশন টাইপের মোট ২৯টি গ্যাস প্রসেস প্লান্ট রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জেজিটিডিএসএল, পিজিসিএল ও এসজিসিএল গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহে সরবরাহ করা হয়।

নিম্নের সারণীতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উৎপাদনশীল ৫টি ফিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো:

ক) বিজিএফসিএল এর আওতাধীন ফিল্ডসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক তথ্য

ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)		কনডেনসেট উৎপাদন		
			দৈনিক গড়	মোট	(লিটার)	(ব্যারেল)	মন্তব্য
তিতাস	২৭	২৩	৩৯২	১৪৩,১৩৯.৪০৬	১৮,১১৩,২৮০	১১৩,৯৩৯	উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারিভাবে নির্মিত ফ্রাকশনেশন প্লান্ট সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিঃ এ সরবরাহ করা হচ্ছে।
হবিগঞ্জ	১১	০৭	১৪৩	৫২,৩৭৭.৪৬৪	৩৭৯,৭৬০	২,৩৮৯	
বাখরাবাদ	১০	০৬	৩৪	১২,৫০৫.০০১	২,২৪৩,৮৯৩	১৪,১১৫	
নরসিংদী	০২	০২	২৬	৯,৪৬১.৮৩৪	২,১২০,৪৫১	১৩,৩৩৮	
মেঘনা	০১	০১	৩	১,১৯৭.১৬২	৩৪২,৭২৩	২,১৫৬	
কামতা	০১	অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে কামতা ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। ত্রি-মাত্রিক জরিপ তথ্যাদির উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের review ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।					
মোট:	**৫২**	**৩৯**	**৫৯৮**	**২১৮,৬৮০.৮৬৭**	**২৩,২০০,১০৭**	**১৪৫,৯৩৬**	

খ) গ্যাসের মজুদ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিয়োজিত Gustavson Associates, USA কর্তৃক ২০১০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কোম্পানীর আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৯,২২৬,২৬৪.৯২ মিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নের সারণীতে কোম্পানীর ৬টি ফিল্ডের গ্যাস উত্তোলন ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

ফিল্ড	মোট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত উত্তোলন (মিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট মজুদ (%)
তিতাস	৭,৫৮২,০০০	৫,৩২৯,৮৮৩.৫৬	২,২৫২,১১৬.৪৩৭	২৯.৭০
হবিগঞ্জ	২,৭৮৭,০০০	২,৬৯৯,০৯১.৬০	৮৭,৯০৮.৪০৫	৩.১৫
বাখরাবাদ	১,৩৮৭,০০০	৮৭৩,৬৪২.০২	৫১৩,৩৫৭.৯৮২	৩৭.০১
নরসিংদী	৩৪৫,০০০	২৪৩,২১৭.৬৯	১০১,৭৮২.৩১৩	২৯.৫০
মেঘনা	১০১,০০০	৮০,৪৩০.০৬	২০,৫৬৯.৯৪৪	২০.৩৭
কামতা*	৫০,০০০	০	২৮,৮৯৯.০০০	৫৭.৮
মোট	**১২,২৫২,০০০**	**৯,২২৬,২৬৪.৯২**	**৩,০২৫,৭৩৫.০৮১**	

* অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে কামতা ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির অর্জন/সাফল্য

- তিতাস লোকেশন এ তে দৈনিক ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৭ টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, কমিশনিং ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন শেষে যৌথ অপারেশনে আছে।
- তিতাস-২৪নং কূপের ওয়ার্কওভার কোম্পানীর নিজস্ব উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০০% সাফল্য অর্জিত হয়েছে;
- জরুরি গ্যাস উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় এ কোম্পানীর সকল ফিল্ড/স্থাপনায় সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ২৫ টি জেনারেটর এবং ৭ কিলোমিটারব্যাপী ১১ কেভি ওভারহেড লাইন রয়েছে। এগুলোর সিডিউল্ড/ইমার্জেন্সি/প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স ও ওভারহোলিং এবং প্রসেস প্ল্যান্টের সকল যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ও ইলেকট্রিফিকেশন প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত কাজসমূহ সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আর্থিং রেজিস্ট্যান্স প্রতি বৎসর পরিমাপ করাসহ বজ্রপাত হতে রক্ষার্থে আর্থ রেজিস্ট্যান্স যথাযথ রাখা হচ্ছে। এ সকল ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ কোম্পানীর নিজস্ব রিসোর্স দ্বারা সম্পাদনের মাধ্যমে আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসন হচ্ছে।
- কোম্পানী সম্পূরক শুল্ক ও মূসক, আয়কর, লভ্যাংশ ও ডিএসএল বাবদ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৮৭৪.৯৮ কোটি টাকা (প্রভিশনাল) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আয়, ব্যয় ও মুনাফা সম্পর্কিত তথ্য

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩ (প্রভিশনাল)
ক) আয়			
১।	গ্যাস	৮৬০.৬৩	৯৬৬.৮৮
২।	পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য	১১২.৪৪	১০৩.৮৯
৩।	অন্যান্য পরিচালন আয়	৩.০৮	৬০.৬৮
৪।	অপরিচালন আয়	৮৮.১৪	০.৪৫
		১০৬৪.২৯	**১১৬১.৯**
খ) ব্যয়			
১।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৪৪৯.০৪	৫৯৫.০৫
২।	পরিচালন ব্যয়	৪৩৪.৮৯	৪৬৩.৬
৩।	আর্থিক ব্যয় ও অন্যান্য	১৩০.০১	১৭৭.৫৫
		১০১৩.৯৪	১২৩৬.২
করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি) (ক-খ)		৫০.৩৫	(৭৪.৩০)

সরকারি কোষাগারে জমা:

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩ (প্রভিশনাল)
১।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৪৪৮.০৪	৫৯৫.০৫
২।	আয়কর	৬০.২৯	৪৭.৮৫
৩।	লভ্যাংশ	৬৪.২৬	৩২.৫০
৪।	ডিএসএল	২৫৬.৩১	১৯৯.৫৮
		৮২৮.৯	**৮৭৪.৯৮**

ঋণের পরিমাণ : **কোটি টাকায়**

ক্রমিক নং	বিবরণ	বছর	
		৩০ জুন ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
১।	বৈদেশিক ঋণ	১৩০৫.২৪	১৫৪৭.৬৯
২।	দেশীয় ঋণ	১৩৬০.০৬	১১৯৮.০০
		২৬৬৫.৩	২৭৪৫.৬৯

আর্থিক সূচকসমূহ : **কোটি টাকায়**

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩ (প্রভিশনাল)
১।	ঋণ-মূলধন অনুপাত (৬০:৪০)	৪০:৬০	৪০:৬০
২।	ঋণ-সেবা কভারেজ অনুপাত (১.২)	০.৮৭ বার	০.৪৭ বার
৩।	নিট স্থানীয় সম্পদের উপর মুনাফার হার	৩.৭২%	(০.০৫%)
৪।	চলতি অনুপাত (২:১)	২.২৯:১	২.০১:১

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কাজের চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্পের মধ্যে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার কর্তৃক ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর ০১-০২-২০২৩ তারিখে স্থাপন সম্পন্ন করে কমিশনিং ও টেস্টিং শেষে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ হতে যৌথ অপারেশন শুরু হয়েছে। "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রায় মার্কিন ডলার ৪,৩৮,৩৩,৭৭৮.০০ এবং স্থানীয় মুদ্রায় টাকা ৩২,৮৩,৯৩,৯০০.০০ অর্থাৎ মোট সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রায় টাকা ৪০৯,৮০,৯৮,৮০৮.০০ মূল্যে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে EPC ঠিকাদারের পক্ষে Beneficiary Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক Confirmed ঋণপত্র স্থাপন সম্ভব না হওয়ায় বাংলাদেশের অন্যান্য বৈদেশিক ব্যাংক যথা: Standard Chartered Bank, Citibank N. A., Bank Alfalah Limited, State Bank of India (SBI) এবং The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) এর সাথে যোগাযোগ করা হয়। উক্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে Standard Chartered Bank (SCB) ও State Bank of India (SBI) ঋণপত্র স্থাপনের নিমিত্ত ক্যাশ মার্জিনের পরিমাণ, ব্যয় ও শর্ত উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করে। গত ১০-০৭-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজিএফসিএল বোর্ডের ৭০৪ তম সভায় ১০৫% ক্যাশ মার্জিনসহ SCB-তে Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore এর অনুকূলে মার্কিন ডলার ৪,৩৮,৩৩,৭৭৮.০০ এর ঋণপত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক SCB-তে ঋণপত্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গৃহীত/বাস্তবায়িত কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিতাস লোকেশন-এ তে ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে EPC ঠিকাদার কর্তৃক ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর ০১-০২-২০২৩ তারিখে স্থাপন সম্পন্ন করে কমিশনিং ও টেস্টিং শেষে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ হতে যৌথ অপারেশন শুরু হয়েছে।

(খ) বিজিএফসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক

প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রায় মার্কিন ডলার ৪,৩৮,৩৩,৭৭৮.০০ এবং স্থানীয় মুদ্রায় টাকা ৩২,৮৩,৯৩,৯০০.০০ অর্থাৎ মোট সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রায় টাকা ৪০৯,৮০,৯৮,৮০৮.০০ মূল্যে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে EPC ঠিকাদারের পক্ষে Beneficiary Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক Confirmed ঋণপত্র স্থাপন সম্ভব না হওয়ায় বাংলাদেশের অন্যান্য বৈদেশিক ব্যাংক যথা: Standard Chartered Bank, Citibank N. A., Bank Alfalah Limited, State Bank of India (SBI) Ges The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) এর সাথে যোগাযোগ করা হয়। উক্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে Standard Chartered Bank (SCB) ও State Bank of India (SBI) ঋণপত্র স্থাপনের নিমিত্ত ক্যাশ মার্জিনের পরিমাণ, ব্যয় ও শর্ত উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করে। গত ১০-০৭-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজিএফসিএল বোর্ডের ৭০৪ তম সভায় ১০৫% ক্যাশ মার্জিনসহ SCB-তে Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore এর অনুকূলে মার্কিন ডলার ৪,৩৮,৩৩,৭৭৮.০০ এর ঋণপত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক SCB-তে ঋণপত্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য, ঋণপত্র স্থাপনের পর EPC ঠিকাদার কর্তৃক Advance Payment Guarantee দাখিল সাপেক্ষে উক্ত EPC ঠিকাদারের অনুকূলে চুক্তিমূল্যের ১০% অগ্রীম পরিশোধ করা হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণ/সেমিনারে বিভিন্ন পর্যায়ের ১৩৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিটে ০৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিধি-বিধান মেনে কোম্পানীর উন্নয়ন ও দৈনন্দিন অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে Initial Environment Examination (IEE), Environmental Impact Assessment (EIA), Environmental Management Plan (EMP) সম্পাদনপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ/নবায়ন করা হয় এবং ছাড়পত্রের শর্তসমূহ যথাযথ অনুসরণ করা হয়। প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত বিস্ফোরক ও radioactive materials এর লাইসেন্স গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। পেট্রোবাংলার এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস্ (ইএসএমএস) প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের প্রযোজ্য সুপারিশসমূহ কোম্পানীতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা/প্রকল্পসমূহের বিবরণ (২০২৩-২০৪১ সাল পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা) (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থা
০১	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৩ - ডিসেম্বর, ২০২৫ অর্থায়নঃ নিজস্ব (৫%) ও জিডিএফ (৯৫%)	৫০৯৩০.০০ (৫৭০০.০০)	তিতাস-৮, ১৬ ও ১৪; হবিগঞ্জ-৬; বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১ নং কূপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিদ্যমান উৎপাদন বজায়/বৃদ্ধি করা হবে। প্রকল্পের ডিপিপি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ ১৯-০৬-২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০২	হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৩ - জুন, ২০২৭ অর্থায়নঃ জিওবি	৪৪৬৫০.০০ (২৪৪৫৬.০০)	অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ডের ফেন্সড এলাকার বাহিরে ৫৭০ বর্গ কি.মি.সহ ৮৭৫ বর্গ কি.মি. এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ ফিল্ডে ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ (২৫০ + ৩২৫) বর্গ কি.মি.সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গকি.মি. এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালন করা হবে। অর্থায়নের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে ০৫-০৬-২০২৩ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা) (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থা
০৩	তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৩ - জুন, ২০২৬ অর্থায়নঃ জিওবি	১২৪৬০০.০০ (৮৮৭৮০.০০)	তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে। অর্থায়নের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি পেট্রোবাংলা হতে ১৯-০৭-২০২৩ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
০৪	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৩ - ডিসেম্বর, ২০২৫ অর্থায়নঃ জিওবি	৮২৩০০.০০ (৫৫১৫০.০০)	তিতাস-৩১ (ডিপ) ও বাখরাবাদ-১১ (ডিপ) অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করার লক্ষ্যে আইআইএফসি-এর সঙ্গে ৩০-০৫-২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলমান আছে।
	মোট (ভবিষ্যৎ)	**৩০২৪৮০.০০ (১৭৪০৮৬.০০)**	

অন্যান্য কার্যক্রম

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ-র নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন (E-Gov. & Innovation), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter), তথ্য অধিকার (RTI) প্রভৃতির কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশকরতঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিনামা প্রণয়ন করে এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল করা হয়। ২২ জুন, ২০২২ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, খসড়া চুক্তি প্রণয়ন, যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন পর্যালোচনা করার নিমিত্ত কোম্পানীতে এপিএ টিম বিদ্যমান রয়েছে এবং অর্জিত সাফল্য মাসিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রমাণকসহ ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে।

নৈতিকতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সভা, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট/দূর্নীতি বিরোধী প্রচার-প্রচারনা, ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে স্ব-মূল্যায়নে ১০০% অর্জিত হয়েছে। তবে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে এর মূল্যায়ন চলছে।

চ্যালেঞ্জ

- দীর্ঘদিন যাবত গ্যাস উত্তোলনের ফলে কোম্পানীর বিভিন্ন ফিল্ডের গ্যাসের রিজার্ভয়ার প্রেসার কমে যাওয়ায় কূপসমূহের ওয়েলহেড প্রেসার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, জাতীয় গ্রিডের প্রেসারের সাথে সমন্বয় রেখে কোম্পানীর উৎপাদিত গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে ৭টি ও তিতাস ফিল্ডের 'ই' ও 'জি' লোকেশনে ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। আলোচ্য কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানীর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ;
- রিজার্ভয়ারে গ্যাসের চাপ হ্রাস পাওয়ায় স্বল্প চাপের গ্যাস প্রসেস করার জন্য প্রসেস প্লান্টসমূহের পরিচালনায় প্রসেস প্যারামিটারসমূহ সঠিকভাবে বজায় রাখা।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানী সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানীর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানীর কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানী নিবন্ধিত হয়।

কোম্পানির কার্যাবলি

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও গ্যাস সহজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল, কেরাসিন ও অকটেন উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এসজিএফএল এর প্রধান কাজ। বর্তমানে কোম্পানীর অধীন সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানিবাজার এ ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১৩টি উৎপাদনরত কূপ হতে দৈনিক গড়ে ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর অধিভূক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে।

কোম্পানীর রশিদপুরে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (রিফাইনারী) এবং দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরউ) প্লান্ট এর মাধ্যমে শেভরণ বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে বিএসটিআই মানসম্পন্ন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এলপিজি উৎপাদন করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বাজারজাত করা হয়। এছাড়া কোম্পানীর কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দেশে উৎপাদিত কনডেনসেটের অংশ বিশেষ সরকার নির্ধারিত বরাদ্দ অনুযায়ী এসজিএফএল এর মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টের নিকট সরবরাহ করা হয়।

জনবল কাঠামো

কোম্পানীর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪৮৮ জন কর্মকর্তা ও ৪৭৫ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ৯৬৩ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে। জুন, ২০২৩ তারিখে ৩৩৪ জন কর্মকর্তা ও ২৩১ জন কর্মচারীসহ মোট ৫৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত ছিল।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রাকৃতিক গ্যাস: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানীর আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ৯৫৫.৫২৩ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদিত হয়।

পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

কনডেনসেট/এনজিএল

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৩৬৫১৯.৪০৭ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানী কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ২০০২১৮.৭৪৮ কিলোলিটার পেট্রোল (RON81) ও ১০০৪৩৯.৯১৯ কিলোলিটার পেট্রোল (RON89) এবং ১৭৫৮১.৬৯৭ কিলোলিটার ডিজেল ও ২২৪৫১.৬০৬ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

এলপিজি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানীর সিআরইউ প্লান্ট হতে ৯৮৮.৫৪৭ কিলোলিটার এলপিজি উৎপাদিত হয়েছে।

সাফল্য

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ , ২০১৪-১৫ , ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বিক্রয়লব্ধ আয়

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

পণ্য	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত আয়ের পরিমাণ, লক্ষ টাকা (প্রভিশনাল)
গ্যাস	১২৭৯৬.৫৩
কনডেনসেট	৪৮২১.৮৩
পেট্রোল	৫৭১৬১.১৩
ডিজেল	৯৪২৪.২৩
কেরোসিন	১২৪৩১.৬৮
অকটেন	৫৯৫০৯.০১
এলপিজি	২১৯.০৩
কনডেনসেট বিক্রির উপর প্রিমিয়াম	১৩৬.০০
মোট আয়	**১৫৬৪৯৯.৪৫**

সরকারি কোষাগারে পরিশোধ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাত	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত পরিশোধের পরিমাণ, লক্ষ টাকা (প্রভিশনাল)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৩১৭০৩.০০
আয়কর	১১৮৮১.০০
লভ্যাংশ	৬০০০.০০
ডিএসএল	২০৮৮.৪৯
মোট:	**৫১৬৭২.৪৯**

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১	**সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ এবং কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার**	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্ক ওভারের মাধ্যমে সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ ও কৈলাশটিলা-৭নং কূপসমূহকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদনে আনয়ন করা। দৈনিক প্রায় ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (সিলেট-৮ ও বিয়ানীবাজার-১নং কূপের প্রতিটি হতে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট এবং কৈলাশটিলা-৭নং কূপ হতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।	কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১৪৩৭৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।	২৮-১১-২২ তারিখ হতে দৈনিক কমবেশী ৯.৫ মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস উৎপাদন চলমান আছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(ক) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ

কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে ৩৭০৮.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৪৬৩৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৩-১২-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বিয়ানীবাজার স্ট্রাকচারে প্রায় ১৯১ বর্গ কিলোমিটার সাইসমিক ডাটা রেকর্ডিং এর মাঠ পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা যাবে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৩৪৩.৮০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৭১.০৬%।

(খ) কৈলাশটিলা-৮নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন

কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে ১০৬৭০.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৫০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২১-০৩-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে আরডিপিপি পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৭৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৩৩.০৩%।

(গ) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে ২৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৮১৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২৬-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাতচিয়া, ডুপিটিলা, সিলেট সাউথ ও হারারগজ এলাকায় ডাটা এ্যাকুইজিশন সম্পন্ন হয়েছে। ডুপিটিলা, বাতচিয়া ও সিলেট সাউথ এলাকায় ডাটা প্রসেসিং ও ইন্টার প্রিটেশন চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত অংশে (এসজিএফএল অংশ) প্রায় ৮৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায়

(৮কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত) সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা যাবে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৪৯.৩৪%।

(ঘ) সিলেট ১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে ১৪৬১৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২০২১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২৩-১২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কূপটির খনন কাজ ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে শুরু (spud in) হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩১৭.৬৭.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৫০.২৬%।

(ঙ) রশিদপুর-৯ নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৬৬৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ১৯-০১-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস, অর্থাৎ, ডিসেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব এসজিএফএল হতে পেট্রোবাংলায় ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে ও পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ০৯-০৫-২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। পাইপলাইনের ৫ কিলোমিটার ওয়েল্ডিং কাজ এবং ট্রেঞ্চিং ও লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৫১৩.২৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৫৩.১৫%

(চ) হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১২৩১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ৩১-০৮-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। হরিপুর ফিল্ডের কূপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৪.৮৪%।

(ছ) কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কুপ ওয়ার্কওভার

কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৮৭৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২৯-০১-২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ওয়ার্কওভার অপারেশন (রিগ অপারেশন) সংক্রান্তে এসজিএফএল-বাপেক্স এর মধ্যে ২৫-০৫-২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১০.৫৩%।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

কোম্পানীর জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর ৫১ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৩১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১০ টি ইনহাউজ কর্মসূচির আওতায় ২৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১৪ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আওতায় ১৭৮জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ মোট ৭৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বিদেশ প্রশিক্ষণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে International Atomic Energy Agency কর্তৃক আয়োজিত ১৪ মে হতে ১ জুন,২০২৩ সময়কালে মালেশিয়ায় অনুষ্ঠিত Radiograpic Testing-Digital (RT-D) Level ২ বিষয়ক প্রশিক্ষণে International Atomic Energy Agency- এর অর্থায়নে কোম্পানীর ০১ (এক) উপব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর কর্ম-পরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিস্পন্ন হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানীর উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (জানুয়ারি ২০২৪ - ডিসেম্বর ২০২৪)

- রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- ডুপিটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- রশিদপুর-৩, রশিদপুর-৭ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার;

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (জানুয়ারি ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০৩০)

- সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) খনন;
- বাতচিয়া-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- বিয়ানীবাজার-৩নং ও ৪নং কুপ খনন (মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ) খনন;
- কৈলাশটিলা-৯নং (অনুসন্ধান) কূপ খনন;
- ৩টি অনুসন্ধান কূপ খনন (হারারগঞ্জ, জকিগঞ্জ ও সিলেট সাউথ);
- কৈলাশটিলা-৪, কৈলাশটিলা-৭, রশিদপুর-৪ ও রশিদপুর-৮নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- কৈলাশটিলা-৬ ও সিলেট-৯নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- রশিদপুর-১৪নং কূপ (অনুসন্ধানকূপ) খনন;
- কৈলাশটিলা-১০ ও ১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (জানুয়ারি ২০৩১ - ডিসেম্বর ২০৪১)

- ২টি উন্নয়ন কূপ খনন (হারারগঞ্জ);
- কৈলাশটিলা-৫ ও রশিদপুর-৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- ২টি উন্নয়ন কূপ খনন (ডুপিটিলা);
- ২টি উন্নয়ন কূপ খনন (বাতচিয়া)
- ২টি উন্নয়ন কূপ খনন (জকিগঞ্জ/আটগ্রাম);
- সিলেট-১২নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- ২টি উন্নয়ন কূপ খনন (সিলেট সাউথ);
- ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩টি কূপ ওয়ার্কওভার।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রতি কোম্পানী সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। পরিবেশ সংরক্ষনের লক্ষ্যে কোম্পানীর বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনাসমূহে বিদ্যমান প্রসেস প্লান্টের Environment Management Plan

(EMP) Study পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট ও প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানীর বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনা হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল/অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল ও এনজিএল উৎপাদনের সময় যথাযথ নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়। ভবিষ্যতে কোম্পানীর উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ গত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানীর সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেসপ্লান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিষ্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল স্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিলফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ ও লবণাক্ত পানি সঠিকভাবে পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য প্রতিটি ফিল্ডস/স্থাপনায় একটি করে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে এসজিএফএল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

শিক্ষাবৃত্তি

কোম্পানীর দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষা বৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানীতে চাকরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ছেলে-মেয়েদের এসএসসি/সমমান, এইচএসসি/সমমান, স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম ও র‍্যালি আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে এককালীন অনুদান প্রদান এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লিখিত ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে একাকলীন অনুদান প্রদান করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছর কোম্পানী হতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে বিভিন্ন অঙ্কের মাসিক ও এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

কোম্পানী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং বার্ষিক মিলাদ, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজন করে থাকে। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয় এবং ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪ ইঞ্চি ব্যাস সম্পন্ন ৯৩ কি.মি. দীর্ঘ ১০০০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে কোম্পানির ৯০% শেয়ার সরকারি এবং অবশিষ্ট ১০% শেয়ার শেল অয়েল কোম্পানীর মালিকানাধীন ছিল। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শেল অয়েল কোম্পানীর কাছ থেকে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র-তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে কিনে গ্যাস ফিল্ডের রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং একইসাথে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট শেল অয়েল কোম্পানীর সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তির আলোকে ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং এর বিনিময়ে তিতাস গ্যাসের উল্লিখিত ১০% শেয়ার পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল ১৭৮ কোটি টাকা। বর্তমানে অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা এবং ৭৫% শেয়ার সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলার ও অবশিষ্ট ২৫% শেয়ার স্টক মার্কেটে প্রাতিষ্ঠানিক, বৈদেশিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের মালিকানাধীন রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী

বর্তমানে অত্র কোম্পানী ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নরসিংদী, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জসহ মোট ১২ টি জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

জনবল

২০০৬ সনে প্রবর্তিত বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো কার্যকর রয়েছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো (২০০৬) এর বিপরীতে ১,২৪৩ জন কর্মকর্তার বিপরীতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কর্মরত কর্মকর্তা ৯৬৭ জন ও ২,৪৯৩ জন কর্মচারীর বিপরীতে কর্মরত কর্মচারী ৯৫৪ জন এবং ৩৩৯ জন আউটসোর্সড কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত আছে।

সার্বিক কর্মকান্ড

কোম্পানির রূপকল্প (Vision) হলো প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার। কোম্পানীর অভিলক্ষ্য (Mission) হলো:

- উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান;
- প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- গ্যাস বিপণনে সুশাসন নিশ্চিত করণ।

কোম্পানির কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)

- জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- মানব সম্পদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

সাফল্য

১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন

হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে কাঙ্খিত সেবা প্রদানের জন্য (বিদ্যুৎ বিভাগ স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২) অর্জন করে। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫২% গ্যাসভিত্তিক, যার মধ্যে ৬০% তিতাস গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ বিভাগের এই অর্জনের বড় অংশীদার তিতাস গ্যাস। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্খিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েও বিশেষ অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতোই দীপ্তিমান।

অপারেশনাল কার্যক্রম

- বিতরণ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস/বাল্কআরএমএস/ভাল্বস্টেশনসহ সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও এদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ পাইপলাইন ড্রিলিং-কমিশনিং কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।
- গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহ সংক্রান্ত অপারেশনাল প্ল্যানিং এবং সঞ্চালন লাইন/ন্যাশনাল গ্রিড হতে কোম্পানীর গ্যাস ইনটেকের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে;

সার কারখানা এবং সরকারি, বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার অধিক ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংযোগ প্রক্রিয়া হতে শুরু করে পরবর্তী সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি এন্ড পাওয়ার. (৭১৮ মেগাওয়াট) সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইউনিক মেঘনা ঘাট পাওয়ার কোম্পানী লি. (৫৮৪মেগাওয়াট) সিসিপিপি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার-II কোম্পানী লি. (৫৮৩ মেগাওয়াট) সিসিপিপি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার পিএলসি (GPFPLC) সারকারখানায় গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- গ্যাস দূর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা, গ্যাসের স্বল্প চাপ/লিকেজজনিত কাজে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ২২ (বাইশ) টি স্টেশনে অডোরাইজিং ইউনিট এর মাধ্যমে বিতরণ নেটওয়ার্কের গ্যাস গন্ধযুক্ত করা হচ্ছে এবং আরও ১৪ টি স্টেশনে অডোরাইজিং ইউনিট স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জরুরী অভিযোগ কেন্দ্র, কোম্পানীর কলসেন্টার (১৬৪৯৬) ও ওয়েবসাইট এর কমপ্লেইন পোর্টাল-এ অভিযোগ গ্রহণ এবং জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগাধীন প্রতি শিফটে ১০ (দশ) টি করে মোট ৩০ (ত্রিশ) টি জরুরী দল মেট্রো ঢাকা এলাকায় এবং ঢাকা মহানগরীর বাইরে সিস্টেম অপারেশন বিভাগ-উত্তর/দক্ষিণ এর মাধ্যমে ২৪/৭ গ্যাস বিতরণ/সার্ভিস পাইপলাইনে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে নিয়োজিত আছে।

Clean Development Mechanism (CDM)

- বিতরণ নেটওয়ার্কের ভূমির উপরিভাগের গ্রাহক রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে UNFCC এর নিবন্ধিত CDM প্রকল্পের আওতায় প্রাকৃতিক গ্যাস তথা Green House Gas নি:সরণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে NE Climate A/S, Denmark এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২ টি রাইজার/আরএমএস সার্ভে/পরীক্ষণ করে ৫১,৮২৮ টি গ্রাহকের Riser/RMS লিকেজ মেরামত করা হয়েছে। এতে প্রায় ২০.৮৬ MMSCFD গ্যাস সাশ্রয় হয়েছে এবং কার্বন ট্রেডিং এর মাধ্যমে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৫১,৮২৮ ইউরো ও ৩,২৫৫,০৫২ ইউএসডি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। CDM প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০২৭ পর্যন্ত এবং বর্তমানে ৬ষ্ঠ মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Verified Emission Reduction (VER)

- বিতরণ নেটওয়ার্কের ভূমির উপরিভাগের গ্রাহক রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে CDM প্রকল্পের অনুরুপ NE Climate A/S, Denmark এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,৪৩,৩৯৪ টি রাইজার /আরএমএস সার্ভে/পরীক্ষণ করে ১৭,০৭২ টি গ্রাহকের

- রাইজার/আরএমএস এর লিকেজ মেরামত করা হয়েছে। VER প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০৩২ পর্যন্ত এবং বর্তমানে ১ম মনিটরিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

বিতরণ নেটওয়ার্ক Cathodic Protection ব্যবস্থা

- কোম্পানির বিতরণ নেটওয়ার্কের পাইপলাইনের ক্ষয়রোধকল্পে বর্তমানে ১৯০ টি Impressed Current সিপি স্টেশনের মাধ্যমে ক্যাথোডিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে। আরও ২০ টি সিপি স্টেশন ২০২৩ সালের মধ্যে স্থাপন করা হবে এবং ১২৫ টি সিপি স্টেশন স্থাপনের মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- নতুন বিতরণ লাইন স্থাপন কাজের বিদ্যমান সিপি ব্যবস্থা পরীক্ষণপূর্বক সিপি স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন/ স্থাপন কাজের প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের আওতায় ২৬৫ টি সিপি স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদ্যমান CP System তদারকির লক্ষ্যে বিদ্যমান ১৯০ টি সিপি স্টেশনের মধ্যে ১৫৬ টি সিপি স্টেশন রিমোট মনিটরিং এন্ড কন্ট্রোল ব্যবস্থার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩৪টিসহ ক্রমান্বয়ে স্থাপিত সকল CP Station উক্ত রিমোট মনিটরিং ও কন্ট্রোল সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ভিজিল্যান্স কার্যক্রম

- কোম্পানির সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ভিজিল্যান্স ডিভিশন/বিভাগ/শাখাসমূহ কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক শ্রেণির গ্রাহক আঙ্গিনা নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ, অবৈধ গ্যাস পাইপলাইন উচ্ছেদ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- জুলাই-২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বকেয়ার কারণে ৪৪,৫৭৬টি, অবৈধ সংযোগের কারণে ২,৮২,৮৫৬টি সর্বমোট ৩,২৭,৪৩২টি (বার্ণার ভিত্তিক) আবাসিক সংযোগ এবং অবৈধভাবে সংযোগকৃত ১৬৮টি শিল্প, ২৩২টি বাণিজ্য, ৩৯টি ক্যাপটিভ এবং ১০টি সিএনজি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অভিযানসমূহে ৩৮৯.৭৭ কি.মি. অবৈধ লাইন উচ্ছেদ করা হয়।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (থার্ড কোয়ার্টার পর্যন্ত)

২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত কোম্পানির কর পূর্ব মুনাফা হয়েছে ২২.৩৫ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরে উক্ত সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৬৬.৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, আলোচ্য অর্থবছরে মুনাফা হ্রাস পেয়েছে ২৪৪.২৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯২% কম।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)

গ্যাসের অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানিসমূহের মজুদ/উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১লা আগষ্ট, ২০০৯ তারিখে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) গঠন করা হয়। এখাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৫২২.৬৬ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী অর্থবছরে উক্ত সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৫১৪.৫৭ কোটি টাকা।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে কার্যকর করে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়। এ তহবিলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৫৩৩.০১ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী অর্থবছরে উক্ত সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৫৬৮.৭৪কোটি টাকা।

বিইআরসি রিসার্চ ফান্ড

এ তহবিলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৩২.৬৫ কোটি টাকা।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) ভিত্তিক কার্যক্রম

- কোম্পানীতে Web Based Integrated Software System ব্যবহৃত হয় যাতে Accounting with Inventory, Payroll with Pension, Human Resource Management, Non-Metered, Metered & Bulk Billing, Complaints

Management, Website, E-Mail ইত্যাদি Module বিদ্যমান রয়েছে। এটি গত ২৭/০৬/২০২৩ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় Central Data Center থেকে পরিচালিত হতো। গত ২৮/০৬/২০২৩ হতে Bangladesh Computer Council (BCC) এর Cloud এ স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে Web Based Integrated Software Module সমূহ BCC এর Cloud থেকে পরিচালিত হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়সহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ VPN এর মাধ্যমে BCC Cloud এ সংযুক্ত হয়ে এটির বিভিন্ন Module ব্যবহার করে থাকে;

- বিভিন্ন অনলাইন ব্যাংক এবং Mobile Financial Service (বিকাশ/নগদ/রকেট, ইত্যাদি) এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা মাত্র Acknowledgement SMS প্রদান করা হয়ে থাকে;
- গ্রাহকগণ কোম্পানীর Web Portal এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল, বকেয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি, বিলের কপি /প্রত্যয়নপত্র /বিল বইয়ের পাতা/ স্লিপ প্রিন্ট করতে পারেন;
- গ্রাহকগণ কলসেন্টার (১৬৪৯৬) থেকে সার্বক্ষণিক (২৪/৭) বিল, বকেয়া ও অন্যান্য তথ্যাদি জানতে পারেন;
- নিয়মিতভাবে বিল ও বকেয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি SMS এর মাধ্যমে গ্রাহকগণকে অবগত করা হয়ে থাকে।

গ্যাস নেটওয়ার্ক Digitalization

- JICA এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় মতিঝিল ও পল্টন এলাকায় ৬৮ কি.মি. এবং লালমাটিয়া এলাকায় ৬৯ কি.মি. বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের GIS Mapping সম্পন্ন করা হয়েছে।
- "Digitalization of Gas Distribution Network in Particular Area within Dhaka City under TGTDCL" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় IIFC কর্তৃক গুলশান, বনানী ও মহাখালী এলাকায় বিদ্যমান পাইপলাইনের GIS Mapping সম্পন্ন হয়েছে;

ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ

বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর আওতায় তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় ০৪ টি সরকারি ও ১৫ টি বেসরকারি ইকোনমিক জোনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে, কোম্পানি কর্তৃক আবশ্যকীয় অবকাঠামোসহ পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত ০৪ টি ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে:

- মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়ণগঞ্জ;
- মেঘনা বেসরকারি ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়ণগঞ্জ;
- আকিজ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ;
- সিটি ইকোনমিক জোন, রূপগঞ্জ, নায়ায়ণগঞ্জ।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

প্রিপেইড মিটার স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- JICA, GOB ও কোম্পানীর অর্থায়নে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ৩,২০,০০০ টি প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকায় JICA অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আরও ১,০০,০০০ টি প্রিপেইড মিটার স্থাপনের আরডিপিপি অনুমোদনের প্রেক্ষিতে মিটার স্থাপন কাজ শুরু হয়েছে।

ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ

নিম্নবর্ণিত ইকোনমিক জোনসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

- জামালপুর সরকারি ইকোনমিক জোন (হলদিহাটা,জামালপুর) এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সরিষাবাড়ী এম এন্ড আর স্টেশন মডিফিকেশনপূর্বক হলদি হাটা পর্যন্ত ১৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণসহ অভ্যন্তরীণ বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ও গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রয়েছে;
- হামিদ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ত্রিশাল স্টেশন মডিফিকেশনপূর্বক হলদি হাটা পর্যন্ত ১৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১০ কি.মি.পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

- জাপানিজ ইকোনমিক জোনের অভ্যন্তর হতে ১৪" Ø এবং ২০" Ø সঞ্চালন পাইপলাইন স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে এবং সিজিএস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গজারিয়া টিবিএস মডিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১২" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৮ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ পাইপলাইন স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- হোসেনদি ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ১৬" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৬.৫ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে; গজারিয়া টিবিএস অংশে মিটারিং রান স্থাপন চলমান রয়েছে;
- ঢাকা (দোহার) ইকনোমিক জোন ও নবাবগঞ্জ ইকনোমিক জোনসহ সন্নিহিত বিসিক/শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ হতে পান গাঁও ভাল্ব স্টেশন হয়ে মৈনটঘাট, নবাবগঞ্জ, দোহার পর্যন্ত প্রায় ৫৭ কি.মি. মূখ্য বিতরণ লাইনের রুট সার্ভে চলমান আছে।

বিতরণ নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন/পুনর্বাসন কার্যক্রম

- তিতাস অধিভূক্ত বিভিন্ন এলাকায় লোডবৃদ্ধি/ নতুন সংযোগ, লিকেজ /স্বল্পচাপ /বহি:সংস্থার প্রকল্পের প্রয়োজনে কোম্পানি /গ্রাহক ব্যয় /ডিপোজিটওয়ার্ক এর আওতায় বিভিন্ন ব্যাস, দৈর্ঘ্যের ও চাপের পাইপলাইন নির্মাণ /প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে।
- সঞ্চালন লাইনের ভাল্ব স্টেশনসমূহ প্রতি ০২ (দুই) বছর অন্তর রং করা এবং স্টেশনের ভাল্বসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের আওতায় অপারেট করা হয় এবং তৎসময়ে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা মেরামত করা হয়। বিতরণ লাইন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ভাল্বসমূহের মধ্যে টাই-ইন, জরুরী লিকেজ মেরামত কাজে গ্যাস শাট-ডাউন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের আওতায় ভাল্বসমূহ পরীক্ষা ও প্রয়োজন মত তৈলাক্তকরণ (Lubrication) বা অন্যবিধ ভাবে মেরামত করা হয়ে থাকে।
- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ তিতাস অধিভুক্ত এলাকার নেটওয়ার্কের SCADA System স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১০৪ টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/শিখন সেশনে মোট ১,৩৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে শূণ্যপদের বিপরীতে ৪৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন, স্টেশন ও বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম এবং সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ;

স্বাস্থ্য

সরকারি ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত হারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানীর চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে কর্পোরেটে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য Bangladesh Specialized Hospital Limited (BSHL), Evercare Hospital and Farazy Hospital Ltd-এর সাথে কোম্পানীর একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পরিবেশ

বৈশ্বিক উষ্ণতা সূচকে বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)-এর নিঃসরণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর তুলনায় ২৩ গুণ বেশি ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ নূন্যতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস

গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। বিদ্যমান প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন, বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতিও যেন এড়ানো সম্ভব হয় তা বিবেচনা করে গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোম্পাফনর নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনে গাছের চারা রোপন এবং রোপিত চারা গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মপরিকল্পনা

প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গাতে ২৮০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইনটেক মিটারিং স্টেশনসহ এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪" ব্যাসের ×১০০০ পিএসআইজি চাপের ৬২.৫ কি.মি. সঞ্চালন লাইন ও মানিকগঞ্জে একটি নতুন সিজিএস (২৬০ এমএমসিএফডি) নির্মাণ এবং মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" ব্যাসের × ৩০০ পিএসআইজি চাপের ২৩.৫ কি.মি. বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ ও ধামরাই এ একটি নতুন টিবিএস (১৮০ এমএমসিএফডি) নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে এ বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন

এ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ১৬"-২০" ব্যাসের×৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন প্রায় ১৯৪ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইন, ৩/৪"-৮" ব্যাস×৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন প্রায় ১৮ কিলোমিটার সার্ভিস পাইপলাইন, সংশ্লিষ্ট স্টেশনসমূহের সাথে সংযোগের জন্য ২৪" ব্যাসের×১.৫ কিলোমিটার ও ২০" ব্যাসের×১.৫ কিলোমিটার ফিডার/লিংক নির্মাণ এবং ২৫০ এমএমসিএফডি সক্ষমতার ০১টি নতুন সিজিএস নির্মাণ, ০৩টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশন (ভালুকা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এমএন্ডআর যথাক্রমে ৩০০, ১২৫, ১২৫ এমএমসিএফডি এ উন্নীতকরণ) এবং HDD পদ্ধতিতে ২০" ব্যাসের×১৪০ পিএসআইজি চাপের ০২(দুই) টি পাইপলাইন, ১৬" ব্যাসের×১৪০ পিএসআইজি চাপের ০১(এক)টি পাইপলাইন এবং ১৬" ব্যাসের×৫০ পিএসআইজি চাপের ০৪(চার)টি পাইপলাইনসহ মোট ০৭টি স্থানে ০২টি নদী অতিক্রমণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৭৫৯ এমএমসিএফডি গ্যাস বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

SASEC প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কে বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ৮"-২০" ব্যাসের×৫০-১৪০ পিএসআইজি এর প্রায় ২২০ কিলোমিটার এবং ৩/৪"-৮"×ব্যাসের ৭ কিলোমিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটিতে ১৮ টি স্থানে মোট ৮টি নদী অতিক্রমণ (২০" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি পাইপলাইন ১৬টি স্থানে এবং ১৬"×ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি পাইপলাইন ২টি স্থানে) রয়েছে। এ প্রকল্পে ৬টি স্থানে রেল ক্রসিং (২০" ব্যাসের×১৪০ পিএসআইজি পাইপলাইন ৪টি স্থানে এবং ১৬" ব্যাস×৫০ পিএসআইজি পাইপলাইন ২টি স্থানে) এবং ২৬ টি স্থানে মহাসড়ক (২০" ব্যাসের×১৪০ পিএসআইজি পাইপলাইন ১৯টি স্থানে এবং ১৬"×ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি পাইপলাইন ৭টি স্থানে) অতিক্রমণ রয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Installation of 6.5 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৬.৫ লাখ গ্রাহককে নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এ প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে এডিবি কর্তৃক বেশ কয়েকটি মিশন-পরামর্শ মিশন, Reconnaissance মিশন এবং কান্ট্রি প্রোগ্রামিং মিশন পরিচালিত হয়েছে।

Installation of 7 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL

এ প্রকল্পের আওতায় তিতাস অধিভুক্ত এলাকার সকল মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৭ লাখ গ্রাহককে বাছাই করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিআইসি) এবং মিতসুবিশি ইউএফজে ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ (এমইউএফজি) এ প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

Installation of 11 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের মধ্য থেকে ১১ লাখ গ্রাহককে নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। বিশ্বব্যাংক (World Bank) এ প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে আগ্রহী। এ বিষয়ে WB কর্তৃক বেশ কয়েকটি মিশন - সনাক্তকরণ মিশন এবং প্রস্তুতি মিশন পরিচালিত হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান, অংশীজনদের নিয়ে সভা ও গণ শুনানির আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমের প্রচার-প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধরণের অনুপ্রেরণামূলক স্লোগান সম্বলিত ক্যালেন্ডার, দেওয়াল ঘড়ি, নোটবুক ইত্যাদি মুদ্রণ ও কোম্পানীর সকল দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুদ্ধাচার চর্চায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০৩ জন কর্মকর্তা ও ০৩ জন কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম

কোম্পানীর কাজে গতিশীলতা আনয়ন, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করার পন্থা উদ্ভাবনের বিষয়াদি সমন্বয়ের জন্য কোম্পানীতে ইনোভেশন টিম রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে একটি উদ্ভাবনী/সেবা সহজীকরণ ধারণা বিবেচনায় শুধু মাত্র বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত মিটার বিহীন আবাসিক গ্রাহক কর্তৃক ১০০% বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে পুন: সংযোগ প্রক্রিয়া সহজীকরণ পূর্বক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলার কোম্পানীসমূহের মধ্যে তিতাস গ্যাস প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোপূর্বে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্যে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট রয়েছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিমিত্ত উক্ত এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ত্রিবিধ দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮০ সালের ৭ই জুন "বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)" নামে একটি মডেল কোম্পানি হিসেবে বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানিসমূহের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ১৯৮৯ সালে কোম্পানির উৎপাদন কার্যক্রম বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে, সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৪ সালে বাখরাবাদ-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন ও বাখরাবাদ-চট্রগ্রাম সঞ্চালন পাইপলাইন গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলে কোম্পানির কার্যক্রম শুধু বিতরণ ও বিপণনে সীমাবদ্ধ হয়। পুনরায় ১৭ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) এবং বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)-কে পুনর্বিন্যাস করে বৃহত্তর চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চল নিয়ে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) এবং বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও টিজিটিসিএল-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সমগ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নিয়ে "বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (মূল কোম্পানী) নামে দুটি কোম্পানি গঠন করা হয়।

সুদীর্ঘ ৪৩ বছরে বিজিডিসিএল অত্র অঞ্চলে স্থাপিত শিল্প কারখানা, সার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাণিজ্যিক ও আবাসিক খাতে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপণন ও বিতরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৫০ জন ও কর্মচারীর সংখ্যা ৬৫৬ জনসহ মোট জনবলের সংখ্যা ১,১০৬ জন। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ২৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৫৩২ জন কর্মচারীসহ মোট কর্মরত নিয়মিত জনবলের সংখ্যা মাত্র ৭৬৬ জন। এতদ্ব্যতীত কোম্পানির কাজের প্রয়োজনে স্থায়ী পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ৩২৩ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

মে, ২০২৩ পর্যন্ত বিজিডিসিএল-এর ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রাহক সংখ্যা ৪,৯০,৪৫৬টি, যার মধ্যে বিদ্যুৎ ১৬টি, সার ১টি, শিল্প ২০২টি, ক্যাপটিভ ৮৩টি, হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট ১,৫৬৪টি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ৫৭৫টি, সিএনজি ৯১টি ও আবাসিক ৪,৮৭,৯২৪ (বার্ণার) টি রয়েছে এবং অত্র তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ক্রমপুঞ্জিভূত গ্যাস পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৩,৮৯২.৩৯ কিলোমিটার।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর গ্যাস বিল বকেয়ার কারণে (মে, ২৩ পর্যন্ত) বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১,৬৯২ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের নিকট হতে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ২৯.০১ কোটি টাকার মধ্যে ২৪.৪৯ কোটি টাকা বকেয়া আদায় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪২.০৭ কি.মি. অবৈধ পাইপ লাইন উচ্ছেদ/অকার্যকর করা হয়েছে এবং ১,৫৮৪টি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিজিডিসিএল বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৩১টি চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও GPay, Rocket, Ekpay, Telecash, Nagad সফটওয়্যার, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মিটারড ও নন-মিটারড গ্রাহকদের নিকট হতে অনলাইনে গ্যাস বিল গ্রহণ/আদায় কাযক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য, অনলাইনে গ্যাস বিল প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ২,০৫,০৯৩ (প্রায় ৮৬%) গ্রাহকের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জুন,২০২৩ মাসে ১,২৫,৩৫০ জন গ্রাহক অনলাইনের মাধ্যমে ১৩৯.২৩ কোটি টাকা বিল প্রদান করেছেন। কোম্পানীর রাজস্ব, বিপণন এবং প্রকৌশল পরিসেবা কার্যক্রমকে একীভূত করার জন্য আইআইসিটি, বুয়েট দ্বারা তৈরি "বিজিডিসিএল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরণের অ্যাকাউন্টিং সফটওয়ার ও ঠিকাদার তালিকাভুক্তি এবং নবায়নের জন্য "বিজিডিসিএল কনট্রাক্টর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। সর্বশেষ কোম্পানীতে কাজের গতিশীলতা ও ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে 'Customer Service tracking System' সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে।

ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কোম্পানি ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের (জুন,২০২৩ পর্যন্ত) ই-টেন্ডারযোগ্য ০৮টি দরপত্রের মধ্যে সবকটি দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের আওতায় অত্র কোম্পানীতে সর্বস্তরে জুন'২০১৮ মাস হতে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা রয়েছে। এতে করে কোম্পানির দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক অফিসসমূহে দাপ্তরিক কাজের প্রায় শতভাগ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

প্রতিটি ট্রান্সমিশন ও বিতরণ লাইনের Geographic Information System (GIS) ভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে কুটুম্বপুর হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ১০" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ২৯ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কের GIS Based ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Consultancy services for Implementing the Automation of Gas Transmission and Distribution Pipelines Networks under different companies of Petrobangla" শীর্ষক প্রকল্প শেষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ মোতাবেক বিজিডিসিএল-এর পাইপলাইনসমূহ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানীসমূহের জন্য একটি সমন্বিত Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যাতে বিজিডিসিএলও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ড

২০২২-২৩ (মে, ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছরে বিজিডিসিএল ৯৮.৫৫ বিসিএফ গ্যাস ক্রয় করেছে এবং তাঁর গ্রাহকদের কাছে ৯৩.১০ বিসিএফ গ্যাস বিক্রি করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানী ডিএসএল, আয়কর ও লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ মোট ৩৫০.০৭ কোটি টাকা (মে, ২০২৩ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নেই।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হলো

ক) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪ লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে টমছম ব্রিজ কুমিল্লা থেকে বিপুলাসার, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

খ) কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪ লেন মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থেকে বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ৪ বার ও ১০ বার চাপের গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

গ) আশুগঞ্জ-নদীবন্দর, সরাইল বিশ্বরোড হতে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ০৪(চার) লেন রাস্তার উন্নতিকরণ প্রকল্প এলাকার মধ্যে বিজিডিসিএল এর স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/ প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

ঘ) ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৪) এর "বেগমগঞ্জ হতে সোনাপুর পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা হতে সোনাপুর পর্যন্ত সড়কের উভয় পার্শ্ব হতে গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দক্ষ জনশক্তি একটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। অব্যাহতভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মী প্রেরণাকে কোম্পানী সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২৪২ জন কর্মকর্তাকে পেট্রোবাংলা, জাইকা, স্রেডা, পরিবেশ অধিদপ্তর, অডিট অধিদপ্তর, এনপিও ও অত্র কোম্পানী কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ মোট ৩৩টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

কোম্পানীর সকল কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব নীতি অনুসরণক্রমে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে বিজিডিসিএল-এর বিভিন্ন স্থাপনায় প্রতি বছর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়। কোম্পানী কর্তৃক প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনায় জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩,৮৮৯টি বৃক্ষরোপন করা হয়েছে-যার মধ্যে ১,০৬৪টি ফলজ, ২,৫৯৮টি বনজ ও ২৮৭টি ঔষধি বৃক্ষ রয়েছে এবং বৃক্ষগুলো নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বিজিডিসিএল কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে জ্বালানি খাতে (২০২৩-২০৪১) মেয়াদে গৃহীতব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিম্নে দেওয়া হলঃ

- বিজিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকের আঙিনায় ৪,৮৮,০০০ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প
- গ্যাস বিতরণ ম্যাপের ডিজিটাইজেশন (জিআইএস) ও আপগ্রেডেশন
- বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে টেলিমিটারিং এর আওতায় আনয়ন প্রকল্প
- টিবিএস/ডিআরএস আপগ্রেডেশন, ডিজিটাইজেশন এবং রিমোট কন্ট্রোল
- কবিরহাট এবং বসুরহাট পৌরসভায় গ্যাস সংযোগ প্রদান প্রকল্প
- কালিয়াপাড়া হতে কচুয়া ৮" ব্যাস ১০ বার চাপের ২০ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ ও একটি ডিআরএস নির্মাণ প্রকল্প
- লক্ষীপুর ও নোয়াখালী শহরে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি ও বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজ
- কুমিল্লা মহানগর, ইপিজেড ও আশপাশের এলাকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের জন্য রিং মেইন পাইপলাইন নির্মাণ

- কুটুম্বপুর হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ২০″ ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৩৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- নাঙলকোট হতে চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ১২″ ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে দেবীদ্বার পর্যন্ত ৮″ ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ২০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- গৌরীপুর হতে হোমনা বাঞ্ছারামপুর পর্যন্ত ৮″ ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ফেণী হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৮″ ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ৪০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- বিজরা, লাকসাম হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ১২″ ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ২৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ফেণী শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- চাঁদপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা এবং আশুগঞ্জ এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ২০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- লক্ষীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- নোয়াখালী শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- লালমাই হতে বরুড়া পর্যন্ত ৬" ব্যাস ৪ বার চাপের ২০ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- মিয়ার বাজার হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৬" ব্যাস ১০ বার চাপের ১৫ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
- ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় পূর্বক বিজিডিসিএল এর আওতাধীন আশুগঞ্জ, কচুয়া, বাঞ্ছারামপুর, বসুরহাট, দেবীদ্বার অফিস স্থাপন

অন্যান্য কার্যক্রম

কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনায় ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় আলোচ্য অর্থবছরেও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানী কর্তৃক মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসসহ অন্যান্য সকল জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়। কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কোম্পানী ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদানুযায়ী কোম্পানী আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিতকরণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয়

এবং ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

কার্যাবলী

"কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা এ কোম্পানীর প্রধান কাজ। গ্যাস সরবরাহ করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও কেজিডিসিএল অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানী বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এবং অসুস্থতা জনিত রোগির সুচিকিৎসায় মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেজিডিসিএল গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জনবল কাঠামো

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অত্র কোম্পানীতে কর্মরত ৩৬০ জন কর্মকর্তা ও ৯৬ জন কর্মচারীসহ মোট ৪৫৬ জন :

অর্থবছর	কর্মকর্তার সংখ্যা			কর্মচারীর সংখ্যা			মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০২২-২০২৩	৩৩১	২৯	৩৬০	৯২	০৪	৯৬	৪২৩	৩৩	৪৫৬

কোম্পানীতে কর্মরত ৩৬০ জন কর্মকর্তার মধ্যে পেট্রোবাংলা এবং পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানী হতে ০৭ জন প্রেষণে কর্মরত আছেন। আলোচ্য অর্থবছরে ১১ জন কর্মকর্তা ও ২৩ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ, নতুন ১১৮ জন কর্মকর্তা যোগদান এবং ১৩ জন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকুরি হতে ইস্তফা প্রদান করেন। এছাড়া কোম্পানীতে ৩৩৭ জন কর্মচারী আউট সোর্সিং ব্যবস্থায় নিয়োজিত আছেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানীর সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

গ্রাহক সংযোগ

সরকারি নির্দেশনার আলোকে গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক খাতে নতুন/ বর্ধিত গ্যাস সংযোগ বন্ধ রয়েছে। শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির ১০টি (শিল্প -০৭ এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার-০৩) নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের স্থায়ী বিচ্ছিন্নকৃত সংখ্যা ২৬৬টি (আবাসিক-২১২, শিল্প-০৯, বাণিজ্যিক-৪৫)। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক সংযোগের বিবরণ নিচের ছকে প্রদর্শন করা হলো :

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ সংখ্যা
বিদ্যুৎ	০৫
সার	০৪
শিল্প	১১৬১
ক্যাপটিভ পাওয়ার	২০৬
বাণিজ্যিক	২৮৩৯
চা-বাগান	০২
সিএনজি	৭০
গৃহস্থালি	৫৯৭১৬০
মোট	**৬০১৪৪৭**

গ্যাস ক্রয়

কোম্পানী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২,৮৭৪.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২,৮৫৫.৬৩ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ থেকে ৭.০৫ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২,৮৪৮.৫৮ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি ক্রয় করা হয়েছে। সরকারি ও এলএনজি থেকে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত যথাক্রমে ০.২৫ : ৯৯.৭৫।

গ্যাস বিক্রয়

কোম্পানী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২,৮৭৪.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২,৭৮৮.২০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করেছে। গ্যাস বিক্রয়ের মাধ্যমে ৫,৭৭০.২৪ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫,৩৪৯.৩৩ কোটি টাকা আয় করেছে। উক্ত অর্থবছরে ২,৮৫৫.৬৩ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয়ের বিপরীতে ২,৭৮৮.২০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয়ের ফলে ২.৩৬% সিস্টেম লস হয়েছে।

কোম্পানীর ভিজিল্যান্স কার্যক্রম

অবৈধ গ্যাস সংযোগ, অবৈধ পাইপলাইন নির্মাণ, অননুমোদিত সরঞ্জামে গ্যাস ব্যবহার, গ্যাস কারচুপি রোধকল্পে ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের ২টি পরিদর্শন টিম কর্তৃক প্রতিনিয়ত ভিজিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যের আওতায় ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ক্যাটাগরীভিত্তিক সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তথ্যাদি নিম্নে ছকে দেয়া হলো :

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা
শিল্প/ক্যাপটিভ	০১টি
সিএনজি/ক্যাপটিভ	-
বাণিজ্যিক	-
আবাসিক	৫৭টি (রাইজার)
মোট =	**৫৮টি**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মকৃতি বা Performance মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি অফিসসমূহে Government Performance Management System (GPMS) এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা Annual Performance Agreement (APA) প্রবর্তন করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য গত ২২-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৯৮.৫০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ড

কোম্পানির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো :

বিবরণ		কোটি টাকা
আয়	গ্যাস বিক্রয় খাতে আয়	
	(অন্যান্য অপারেশনাল আয়সহ)	৫,৩৭৮.৬৩
	অন্যান্য খাতে আয়	৬৩.৪০
	মোট আয়	৫,৪৪২.০৩
ব্যয়	গ্যাস ক্রয় সংশ্লিষ্ট ব্যয়	৪,৯৪২.৪৮
	পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যয়	১৫৬.৩৬
	মোট ব্যয়	**৫,০৯৮.৮৪**
BPPF পূর্ব মোট মুনাফা	৩৪৩.১৯	
BPPF	১৭.১৬	
করপূর্ব মুনাফা	৩২৬.০৩	

কোম্পানি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন খাতে ৫,৩৭৮.৬৩ কোটি টাকার গ্যাস বিক্রয় করে ৩২৬.০৩ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অর্জিত মুনাফা হতে লভ্যাংশ বাবদ ১৯৮.৬৫ কোটি টাকা, আয়কর বাবদ ১৩৮.১২ কোটি টাকা, সরবরাহকারীর বিল হতে কর্তনকৃত আয়কর বাবদ ১৯১.৫৫ কোটি টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ২.৮৮ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৫৩১.২০ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

কোম্পানীর ইআরপি সফট্ওয়্যার ও অনলাইন বিলিং সফট্ওয়্যারে নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে

- কেজিডিসিএল-এর সকল শ্রেণীর গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত গ্যস বিল এর তথ্য অনলাইন বিলিং পোর্টাল (https://billing.kgdcl.gov.bd/) এ অনলাইন রেজিস্টার্ড গ্রাহক তার নিজ একাউন্ট হতে প্রত্যায়ন পত্র ডাউনলোড করার ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।
- কেজিডিসিএল-এর সাথে নতুন ০৪টি অনলাইন ব্যাংক (NRBC Bank, Union Bank Ltd, Modhumoti Bank, Upay) এর অনলাইন বিলিং কালেকশন এর নিমিত্ত অনলাইন সার্ভার এ API ইন্টিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখিত ব্যাংকগুলো বর্তমানে অনলাইন কালেকশন কার্যক্রম শুরু করেছে।
- অনলাইন সিস্টেম SMS Module আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে গ্রাহককে বাংলা SMS প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভেহিক্যাল ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম (VMS)

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় কেজিডিসিএল-এ "ভেহিক্যাল ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম (VMS)" নামক ০১টি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সিস্টেমে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত গাড়ীর রিকুইজেশন সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে প্রদান, অনুমোদন এবং ড্রাইভার এ্যাসাইন করা সম্ভব হচ্ছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পিএমইসি-উত্তর এর তত্ত্বাবধানে কোম্পানির বিতরণ উত্তর নেটওয়ার্ক এর নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পাদন করা হয় :

জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

মোট অভিযোগের সংখ্যা	মোট কার্যসম্পাদন	গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক হতে লিকেজ	রাইজারের মাধ্যমে গ্যাস লিকেজ	অন্যান্য	অগ্নিকান্ড	মন্তব্য
৭২৪	৭২৪	১৪০	২৬০	৩০৫	১৯	

- 'ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম' (CDM) প্রকল্পের অধীনে ইতোপূর্বে মেরামতকৃত ৮,২৩৯ টি আবাসিক/বাণিজ্যিক গ্রাহকের রাইজার ৪র্থ পর্যায়ে মনিটরিং করা হয় ও ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC) স্বীকৃত ফার্মের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করা হয়।
- কাপ্তাই রোডে কাটাখালী ব্রীজের সংস্কার কাজ শেষ হওয়ায় ব্রীজ অ্যালাইনমেন্ট এ কেজিডিসিএল এর ২″ ব্যাসের ৪(চার) বার চাপ বিশিষ্ট ৪০ মিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নিরাপদ স্থানে পূন:স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জি. ব্রিগেড কর্তৃক 'চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুনঃখনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ইউটিলিটি এর আওতাধীন মুরাদপুর মোড়ে নির্মাণাধীন ব্রীজের অ্যালাইনমেন্ট এ কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান ৪″ ব্যাসের ৪(চার) বার চাপ বিশিষ্ট ১৪ মিটার ও ৬″ ব্যাসের ১০(দশ) বার চাপ বিশিষ্ট ১৪ মিটার বিতরণ লাইন ডাইভারশন/উঁচুকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। শাহ আমানত সেতু সংযোগ সড়কের ফুলকলি সংলগ্ন ব্রীজের নিচে খালের কাজে ক্ষতিগ্রস্থ কেজিডিসিএল এর ৪″ ব্যাসের ৪(চার) বার চাপ বিশিষ্ট ১৩২ মিটার বিতরণ লাইন ডাইভারশন/ উঁচুকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। বলিরহাট আলী টাওয়ারের গলিতে নালার কাজে ক্ষতিগ্রস্থ কেজিডিসিএল এর ২″ ব্যাসের ৪(চার) বার চাপ বিশিষ্ট ৩৩ মিটার বিতরণ লাইন ডাইভারশন/উঁচুকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। বউবাজার খাজা

হোটেল গলিতে নালার কাজে ক্ষতিগ্রস্থ কেজিডিসিএল এর ১″ ব্যাসের ৪(চার) বার চাপ বিশিষ্ট ৪৬ মিটার বিতরণ লাইন ডাইভারশন/উঁচুকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) কর্তৃক 'রাঙ্গামাটি রোড সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন রাউজান গহিরা বাজার সংলগ্ন রাস্তার অ্যালাইনমেন্ট এ কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান ৪″ ব্যাসের ৪(চার) বার চাপ বিশিষ্ট ১৭ মিটার বিতরণ লাইন ডাইভারশন/উঁচুকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক 'পানির পাইপলাইন সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন হাটহাজারী রোড মুরাদপুর মোড় এ স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের কারণে কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান ৪" ব্যাসের ৪(চার) বার চাপ বিশিষ্ট ৩৫ মিটার বিতরণ লাইন ডাইভারশন কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- বিবিরহাটস্থ হযরত মাওলানা শাহ সলিমুল্লাহ মসজিদ এর নিচে কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান ১″ ব্যাসের ৪(চার) বার চাপ বিশিষ্ট ৫৩ মিটার বিতরণ লাইন ডাইভারশন কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- বিতরণ-উত্তর এলাকার গ্যাস পাইপলাইন/সার্ভিস লাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (পর্ব-৮) এর আওতায় বিতরণ নেটওয়ার্কের ০৫ টি নতুন ভাল্‌ভ স্থাপন এবং ৬০ টি ভাল্‌ভপিট মেরামত ও উঁচু করা হয়েছে।

বিতরণ-দক্ষিণ ডিপার্টমেন্টের আওতায় পিএমইসি-দক্ষিণ শাখা কর্তৃক ০১-০৭-২০২২ হতে ৩০-০৬-২০২৩ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগ ও সম্পাদিত কাজের বিবরণ :

মোট অভিযোগের সংখ্যা	মোট কার্যসম্পাদন	লিকেজ মেরামত	রাইজার নিরাপদ স্থানে পুনঃস্থাপন (একই/নিজ আঙ্গিনায়)	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	অন্যান্য অভিযোগের কাজ সম্পন্ন সংখ্যা	মন্তব্য
৪৫৫	৪৪৬	২৬৩	২৫	০৯	১৪৯	

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের এ্যালাইনমেন্টের মধ্যে কেজিডিসিএল এর ভূগর্ভস্থে স্থিত গ্যাস পাইপলাইনের ডাইভারশন, ক্ষতিগ্রস্ত ভাল্বপিট পরিবর্তন ও নতুন ভাল্বপিট তৈরিকরণ কাজ :

ক) চৌমুহনী ও সল্ডগোলা এলাকায় ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ বার চাপসম্পন্ন ৪০ মিটার গ্যাস পাইপলাইন।

খ) কাস্টমস মোড়, সল্টগোলা এলাকায় ২ ইঞ্চি ব্যাসের ১৮০ মিটার গ্যাস পাইপলাইন।

গ) পতেঙ্গা এলাকায় ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ১২০ মিটার গ্যাস পাইপলাইন।

ঘ) দেওয়ানহাট হতে পতেঙ্গা এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ০৮টি ক্ষতিগ্রস্ত ভাল্বপিট পরিবর্তন ও ০৩টি নতুন ভাল্বপিট স্থাপন।

- বিতরণ দক্ষিণ এলাকার দক্ষিণ পতেঙ্গায় দি পেনিনসুলা চট্টগ্রাম লিমিটেড কর্তৃক একটি পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্ট এর মধ্যে ৪(চার) ইঞ্চি ব্যাসের নিম্নচাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইন পরিলক্ষিত হওয়ায় ৯৬ মিটার বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ডাইভারশন কাজ সম্পন্ন করা হয় ।
- কেজিডিসিএল চট্টগ্রাম বিতরণ দক্ষিণ নেটওয়ার্ক এলাকার বড়পোলে লিকেজজনিত কারণে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ০১টি ও আমবাগান এবং টাইগারপাসে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ০২টি ভাল্ব পরিবর্তন।

ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

গ্যাস অতি মাত্রায় দাহ্য পদার্থ যা এম এস পাইপলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। পাইপলাইনের ক্ষয়জনিত কারণে গ্যাস লিকেজ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসহ জননিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই জানমালের নিরাপত্তাসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত পাইপের ক্ষয়রোধকল্পে ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম একটি অপরিহার্য কারিগরি ব্যবস্থা। এ প্রেক্ষিতে কেজিডিসিএল এর উচ্চ চাপ বিশিষ্ট রিং-মেইন পাইপলাইন, রাউজান তাপ বিদ্যুৎ পাইপলাইন, কেপিএম স্পার লাইন, সেমুতাং পাইপলাইন, বড়তাকিয়া হতে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ও এর অভ্যন্তরে এইচপি

ডিআরএস পর্যন্ত পাইপলাইন, আনোয়ারা সিজিএস হতে শিকলবাহা পাওয়ার স্টেশন পর্যন্ত পাইপলাইন, আনোয়ারা সিজিএস হতে সিইউএফএল/কাফকো পর্যন্ত পাইপলাইনসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিতরণ পাইপলাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা এবং নিরাপদ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের স্বার্থে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান। গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের PSP (Pipe to Soil Potential) রিডিং পর্যালোচনা পূর্বক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (যদি পাওয়া যায়) কারিগরি বিনির্দেশ অনুযায়ী ম্যাগনেশিয়াম এ্যানোড স্থাপন করে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিস্টেমকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করা হয়। তাছাড়া কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এর বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত টিইজি/টিআরযুক্ত সিপি স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে সিপি সিস্টেম সচল রাখা হচ্ছে। অপরদিকে সিপি স্টেশনসমূহের মধ্যে দুর্বল গ্রাউন্ড বেড চিহ্নিত করে নতুন গ্রাউন্ড বেড স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(ক) আবাসিক সংযোগে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

"কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় রোধ হবে এবং আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে। ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ দরপত্রের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন সংক্রান্ত ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়ার পর প্রকল্পের পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। আরডিপিপি অনুমোদিত হলে আগস্ট ২০২৩ মাসে ইপিসি ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হবে মর্মে আশা করা যায়।

(খ) ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ড-মীরসরাই এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন শীর্ষক প্রকল্প

দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামস্থ ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, মীরসরাই ও বারৈয়ারহাট এলাকায় বিদ্যমান গ্রাহকদের বর্ধিত গ্যাস চাহিদা পূরণ ও নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত বর্ণিত এলাকার বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ৫০ এমএমএসসিএফডি হতে ৪০০ এমএমএসসিএফডি-তে উন্নীতকরণ। বর্ণিত এলাকার বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ৪০০ এমএমএসসিএফডি এ উন্নীতকরণের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে ফৌজদারহাট হতে বারৈয়ারহাট পর্যন্ত ২০″ ব্যাসের × ১৫০ পিএসআইজি × ৫৭ কি:মি: গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ ও জিটিসিএল-এর টিবিএস এবং কেজিডিসিএল-এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সাথে প্রস্তাবিত পাইপলাইনের আন্তঃসংযোগ স্থাপন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

যে কোন প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত দক্ষ মানবসম্পদ। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন পর্যায়ের ৭০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতিত অন্যান্য সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেওয়া হয়। কোম্পানীর স্থাপনাসমূহে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম চলমান আছে। কোম্পানীর ফৌজদারহাট স্থাপনায় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য স্থাপনার সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন ধরণের ফুলের বাগান করা হয়েছে এবং স্থাপনার আশপাশের বিভিন্ন ফাঁকা জায়গায় ছোট-খাটো পরিসরের বাগান করা হয়েছে। প্রতি মাসে কোম্পানী হতে পরিবেশের উপর মাসিক প্রতিবেদন পেট্রোবাংলার এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি ডিভিশনে (ইএসডি) পাঠানো হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- কোম্পানীর অধিভুক্ত এলাকাসমূহের গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কের বিতরণ লাইন, রাইজার, ভালভ, সিপি পয়েন্ট ইত্যাদি জিআইএস বেসড ডিজিটাল ম্যাপে অর্ন্তভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- Complain Management System প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সিস্টেমে অনলাইন পোর্টাল হতে গ্রাহক যে কোন অভিযোগ করতে পারবেন এবং একইসাথে পোর্টাল হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের অনলাইন রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর এ এসএমএস প্রাপ্তির মাধ্যমে গ্রাহক তার অভিযোগ যাচাই বাছাই সংক্রান্ত তথ্য দেখতে পারবেন। বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন আছে।

- বর্তমানে MIS সংক্রান্ত কার্যক্রম ম্যানুয়ালি সম্পাদন করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ERP software এ MIS Module আর্ন্তভুক্ত করা হবে।
- Store Management System কে ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ERP software এ আওতাভুক্ত করা হবে।
- Store Management System এর সাথে সম্পৃক্ত Cost and Store Module ERP software এ আওতাভুক্ত করা হবে।
- অফলাইন সিস্টেম হতে অনলাইন সিস্টেমে মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের ডাটা মাইগ্রেশন কার্যক্রম আওতাভুক্ত করা হবে।
- মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের ম্যানুয়েল বিল পোস্টিং কার্যক্রম ERP software এ আওতাভুক্ত করা হবে।
- গ্রাহক পোর্টাল হতে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ডুপ্লিকেট কার্ড ইস্যু, মোবাইল নম্বর পরিবর্তন, পুনঃসংযোগ আবেদন ইত্যাদি কার্যক্রম আওতাভুক্ত করা হবে।
- গ্রাহক পোর্টালে গ্রাহকের বিল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি দেখার ব্যবস্থাপনা করা হবে।
- বৈদেশিক সাহায্য ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে কেজিডিসিএল-এর অধিভুক্ত এলাকার ৪,৩৫,০০০ টি আবাসিক সংযোগে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।
- কেজিডিসিএল-এর ফৌজদারহাট, চট্টগ্রামস্থ অফিস কমপ্লেক্সে ১টি ৮৯,৬৭৪ বর্গফুট আয়তনের ১০ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ৬তলা অফিস-কাম-ল্যাব ভবন এবং ১৬,৬৮৪ বর্গফুট আয়তনের ১টি দ্বিতল স্টোর ভবন নির্মাণ।
- চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় কেজিডিসিএল অফিসার্স কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে বিদ্যমান এ ও বি-টাইপ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে ০১টি ১০(দশ) তলা ভবন নির্মাণ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরের ২এ, ২বি ও পারিপার্শ্বিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনোমিক জোনে ৩৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্টি ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৬ কিলোমিটার ও ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৬ কিলোমিটার পাইপলাইন, ১৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্টি ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৩ কিলোমিটার, ১৫০ পিএসআইজি চাপবশিষ্টি ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৭ কিলোমিটার পাইপলাইন, ৪টি ভাল্‌ভ স্টেশন ও প্রতিটি ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার ২টি ডিআরএস এবং আনুষঙ্গিক পূর্ত কার্যাদিসহ ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে গ্যাস নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- বেজার আওতাধীন মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩, এসপিএল পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড এ গ্যাস সরবরাহের জন্য ৩৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ০.৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ এবং প্রকল্পের অভ্যন্তরে ১৫০ এমএমএসসিএফ ডিআরএমএস স্থাপন কাজ।

অন্যান্য কার্যক্রম

তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী কোম্পানীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা কেজিডিসিএল-এর তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত আছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যক্তি শ্রেণি কর্তৃক দাখিলকৃত 'তথ্য প্রাপ্তির আবেদন' যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্ণিত আইন অনুযায়ী 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়নপূর্বক প্রকাশযোগ্য তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য কোম্পানীর তথ্য বাতায়নে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো দুর্নীতি ঠেকাতে নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সততা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রণীত একটি সুশাসন কৌশল। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কেজিডিসিএল কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং গত ০৪-০৭-২০২৩ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনার আওতায় কেজিডিসিএল-এর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, পেট্রোবাংলার নির্দেশনামতে কোয়ার্টার ভিত্তিক নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় :

- দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার/পোস্টার প্রস্তুত করা এবং কোম্পানীর বিভিন্ন স্থাপনায় দৃশ্যমান স্থানে লাগানো।

- দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সভা আয়োজন।
- হালনাগাদ উত্তম চর্চার তালিকা প্রিন্টিং ও বাঁধাইপূর্বক ডিসপ্লে বোর্ড আকারে কোম্পানীর সকল ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট এবং সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সেবা গ্রহীতাদের নজরে আনার জন্য দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন।

অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বা Grievance Redress System (GRS) সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০১৫ অনুযায়ী লিখিত এবং GRS Software এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কোম্পানীতে একটি কমিটি রয়েছে এবং একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রাহকদের নিকট থেকে মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৩৮টি। তম্মধ্যে ৩৫টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অভিযোগ নিষ্পত্তির শতকার হার ৯২.১০%। কোম্পানীর তথ্য বাতায়নে নিয়মিতভাবে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য

কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের নির্ভরশীল পোষ্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে একজন MBBS ডাক্তার ও একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসা সহকারী নিয়োজিত আছে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীসহ জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন

কোম্পানীতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যে ২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উদযাপন, ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উদযাপন, ১২ রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেটে ১৯৫৫ সালে প্রথমে হরিপুরে এবং ১৯৫৯ সালে ছাতকে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে এবং ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে "হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প" বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার শরীফে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট শহরে গ্রাহকসেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর আরো কয়েকটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড গঠন করা হয়।

কোম্পানির কার্যাবলী

কোম্পানির আওতাভুক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা কোম্পানীর মূল কাজ। সে লক্ষ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড ও আইওসিভূক্ত প্রতিষ্ঠান জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

জনবল কাঠামো

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো ২০২৩ অনুযায়ী ৫১৬ জন কর্মকর্তা ও ৪০৮ জন কর্মচারিসহ সর্বমোট ৯২৪ জন লোকবলের বিপরীতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তা ২৮৮ জন ও কর্মচারি ১৭২ জনসহ স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা ৪৬০ জন, যার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থ বছর					কর্মকর্তার সংখ্যা				মোট কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা			
	পুরুষ	মহিলা	মোট	শূণ্য	পুরুষ	মহিলা	মোট	শূণ্য	পুরুষ	মহিলা	মোট	শূণ্য
২০২২-২০২৩	২৬২	২৬	২৮৮	২২৮	১৫৮	১৪	১৭২	২৩৬	৪২০	৪০	৪৬০	৪৬৪

এতদ্ব্যতীত, কোম্পানীর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো এবং পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে আউটসোসিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মী ৩৩৩ জন (আনসারসহ), ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে ১১৫ জন, অস্থায়ী কর্মচারি ৬৫ জনসহ মোট নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৫১৩ জন। সে হিসেবে কোম্পানীতে কর্মরত স্থায়ী, অস্থায়ী এবং আউটসোসিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত সর্বমোট জনবল (৪৬০+৫১৩)= ৯৭৩ জন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

গ্রাহক সংযোগ

কোম্পানীর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ০৫টি। আলোচ্য অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০৫টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ০৩টি শিল্পসহ মোট ০৮টি গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৬০% বেশী। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে কোম্পানীর ক্রমপুঞ্জিভূত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,২১,৪৬৭ টি ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

খাত	২০২২-২০২৩ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২২-২০২৩ বছরে প্রকৃত সংযোগ	৩০ জুন, ২০২৩পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত সংযোগ সংখ্যা
সারকারখানা	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	১৯
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	৩	৫	১৩২
সি এন জি	-	-	৫৯
শিল্প	২	৩	১৩১
চা-বাগান	-	-	১০০
হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	-	-	৮০৩
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	-	-	৪৫৮
গৃহস্থালী	-	-	২,১৯,৭৬৪
মোট	**৫**	**৮**	**২,২১,৪৬৭**

গ্যাস ক্রয়

কোম্পানী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গ্যাস ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪০৪২.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩৯৯৫.৫০০ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করেছে। এ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬৪.২৫০ ও ৫৫৪.৪৯০ এমএমসিএম অর্থাৎ জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ১১১৮.৭৪০ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী

(আইওসি) এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডস ও বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডস থেকে যথাক্রমে ১১১৭.১১৫ ও ১৭৫৯.৬৪৫ এমএমসিএম অর্থাৎ মোট ২৮৭৬.৭৬০ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহ এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানীসমূহের নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২৮ : ৭২, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিমাণঃ এমএমসিএম

সরকারি/আইওসি	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২২-২০২৩	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ক্রয়
সরকারি	বিজিএফসিএল	৬০৮.৪০৩	৫৬৪.২৫০
	এসজিএফএল	৫২৩.৩৫৭	৫৫৪.৪৯০
	মোট	**১১৩১.৭৬০**	**১১১৮.৭৪০**
আইওসি	জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড	১১৪০.১৩৪	১১১৭.১১৫
	বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড	১৭৭০.১০৬	১৭৫৯.৬৪৫
	মোট	**২৯১০.২৪০**	**২৮৭৬.৭৬০**
	সর্বমোট	**৪০৪২.০০০**	**৩৯৯৫.৫০০**

গ্যাস বিক্রয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪০৩০.৫৬০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৩৯৯৫.৫০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করে ৩৯৫৬.৮০৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫৭২.৪০ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ৪৯৭৪.৫৬ কোটি টাকা, যার খাতওয়ারী বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

পরিমাণঃ এমএমসিএম ও মূল্যঃ কোটি টাকা

গ্রাহক শ্রেণী	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকৃত বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য
সার কারখানা	৩৩১.৬৫৬	৫৩০.৬৫
বিদ্যুৎ (পিডিবি)		২৬৮৪.০৩৩
২৪০৯.০৩		
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২৮০.০৩৯	৫৭৯.৯৪
সি এন জি	১৩৭.৩৮৬	৪৮০.৮৫
শিল্প	৩১২.৬৬১	৫৯২.৮৪
চা বাগান	২৯.৫৬৮	৩৫.২৮
হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৯.৫১৮	৫৪.৫০
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প		
গৃহস্থালী	১৬১.৯৪৫	২৯১.৫০
মোট	**৩৯৫৬.৮০৬**	**৪৯৭৪.৫৬**

সাফল্য

জেজিটিডিএসএল-এ কোন অবৈধ সংযোগ নেই এবং গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২% কারিগরি সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর শেষে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কোম্পানীর সিস্টেম লস ০.৯৭ % এ সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে। কোম্পানীর সার্বিক সিস্টেম লস তথা হিসাব বহির্ভূত গ্যাসের ক্ষয়ক্ষতি রোধে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাছাড়া, ই-নথির মাধ্যমে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে, ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, জিআরএস সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তি হচ্ছে, ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম নিশ্চিত করা হয়েছে, গ্যাস বিল অনলাইনে আদায়

কার্যক্রম চলমান রয়েছে, গৃহস্থালি গ্রাহক প্রান্তে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, স্থাপিত পাইপলাইন ও স্থাপনার নকশা/অবস্থান ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং নিরাপত্তা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য বিভিন্ন স্থাপনায় CCTV স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আয়-ব্যয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানী গ্যাস বিপণন বাবদ ৪৯৭৪.৫৬ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় বাবদ ১৯০.৭১ কোটি টাকাসহ মোট ৫১৬৫.২৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। অপরদিকে, গ্যাস ক্রয় বাবদ ৫৪১.৮০ কোটি টাকা, বিভিন্ন মার্জিন ও অপারেটিং খরচ বাবদ ৪৪২২.৭০ কোটি টাকাসহ ৪৯৬৪.৫০ কোটি টাকা পরিচালন বাবদ ব্যয় করে কোম্পানী মোট ২০০.৫০ কোটি টাকা কর-পূর্ব ও ১৪৫.৩৬ কোটি টাকা করোত্তর নীট মুনাফা অর্জন করেছে।

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাদান

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কোম্পানী ডিএসএল বাবদ ৪.৮২ কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ৪০.০০ কোটি, আয়কর বাবদ ৭৫.০০ কোটি ও আমদানী শুল্ক বাবদ ০.২২ কোটি টাকাসহ মোট ১২০.০৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

বাস্তবায়িত প্রকল্প

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র কোম্পানীতে কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

"জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি প্রাথমিক জ্বালানি। চাহিদা মোতাবেক জ্বালানি সরবরাহের পাশাপাশি সরকার জ্বালানির সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহার এবং গ্রাহকবান্ধব উন্নত ও ডিজিটাল মিটারিং ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্যাসের সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, মূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী, দক্ষ ও টেকসই ব্যবহারসহ সেবার মানোন্নয়ন এবং জনগনের মধ্যে জ্বালানি সাশ্রয়ের মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপি প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনে সরকারী নির্দেশনার আলোকে সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সদর উপজেলাধীন জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লি: (জেজিটিডিএসএল) এর অধিভুক্ত গ্যাস বিতরন এলাকায় সংযোগকৃত গৃহস্থালি গ্রাহকদের আঙ্গিনায় প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে জেজিটিডিএসএল'র সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে "জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১৩৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং অনুমোদিত মেয়াদ জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩। প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল কনসালটেন্টস প্রা: লি: (ডিটিসিএল), ঢাকা-কে গত ১৪-০৭-২০২১ তারিখে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল কাজ অর্থাৎ ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ৫০০০০ মিটার সরবরাহ ও স্থাপন, ডাটা সেন্টার ও ডাটা রিকভারি সেন্টার স্থাপন, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহসহ প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেম টেস্টিং-কমিশনিং ইত্যাদি কাজের জন্য "The consortium of Zenner Metering Technology (Shanghai) Ltd. & Hexing Electrical Co., Ltd. China" এর সাথে গত ২৫-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় USD ৮,১১১,৫৫৫.০০ ও স্থানীয় মুদ্রায় ৩৬৫,৬৯৬,০৯১.০০ টাকা। ইপিসি ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ২৮,০০০টি প্রিপেইড গ্যাস মিটার, ২০টি পস ডিভাইস, ২৭,৫০০টি এনএফসি কার্ড, ০১টি মিটার ক্যালিব্রেশন সিস্টেম (টেস্ট বেঞ্চ), ৫০টি সার্ভিস কার্ড, ১০টি কার্ড রিডার/রাইটার, বিভিন্ন আইটি সামগ্রী জেজিটিডিএসএল ভান্ডারে/প্রকল্প সাইটে পৌছেঁছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন এলাকায় সংযোগকৃত আবাসিক গ্রাহকদের আঙ্গিনায় জরীপ/পরিদর্শনসহ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের কার্যক্রম কাজ শুরু হয়েছে। এ কাজে প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদারের টীমসহ জেজিটিডিএসএল'র বাস্তবায়ন ও মনিটরিং টীম মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আলোকে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জন্য প্রণীত স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম),

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্রগ্রাম ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ২৪ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ/র্কমশালা এবং কোম্পানীতে অনুষ্ঠিত ২৩ টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ মোট ৪৭টি প্রশিক্ষণে ৫৩৭ জন কর্মকর্তা ও ১৩৬ জন কর্মচারিসহ সর্বমোট ৬৭৩ জন স্থানীয়/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, কাজের স্বার্থে একই কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ

বিদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন/পরিবহন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনসহ নতুন পাইপলাইন ও গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ/স্থাপন কাজ সম্পাদনকালে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ও কোম্পানীর আদেশ-বিনির্দেশ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ (সংশোধনীসহ) অনুসৃত হয়। এছাড়া, আবাসিক শ্রেণীর গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ তথা সংযোগ প্রদান করা হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কোম্পানীর বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষাদির নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ-এর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতকরণ Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পের Monitoring Phase-০৬ (MP-6) কাজটি বর্তমানে চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় অদ্যাবধি মোট ৮২,৬৮৯ টি রাইজার সার্ভে ও ১০,৮৬২ টি লিক রিপেয়ার করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিগত ২০১৯ হতে ২০২২ পর্যন্ত সময়ে প্রায় ২২,১০,৮৭৩ টন কার্বন (CO_2) নিঃসরণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

(i) জকিগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র হতে কৈলাশটিলা, গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত ৪০ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্প

বাপেক্স কর্তৃক আবিস্কৃত জকিগঞ্জ-১ নং অনুসন্ধান কূপ হতে ১০ এমএমএসসিএফডি, জকিগঞ্জ-২ নং উন্নয়ন কূপ হতে ১০ এমএমএসসিএফডিসহ ০২টি কূপ হতে উত্তোলিত সর্বমোট ২০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস এবং জকিগঞ্জ এলাকায় আরো কূপ খননপূর্বক গ্যাস প্রপ্তির সম্ভাবনা থাকায় প্রাপ্তব্য সমুদয় গ্যাস জেজিটিডিএসএল-এর সিস্টেমে সরবরাহের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে জকিগঞ্জ হতে কৈলাশটিলা পর্যন্ত ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপের ৪০ কি.মি. উচ্চচাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, ২টি সিপি স্টেশন নির্মাণ, ১ টি ডিআরএস মডিফিকেশন, ৩০.১১ একর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ৩০.১১ একর ভূমি অধিযাচন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক F.S অনুযায়ী প্রকল্পটি আর্থিক বিবেচনায় অলাভজনক। কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও অর্থায়নের বিষয়ে দিক নির্দেশনার জন্য গত ১১ মে ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১ জুন ২০২৩ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে কোন কোম্পানী কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে বিধায় পেট্রোবাংলা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেট্রোবাংলায় গত ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

(ii) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ এবং গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করা, গৃহস্থালী গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা, কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ব্যয় ও গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা হ্রাস করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন-এর লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে PDPP টি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬,৫৯৬.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study ও ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

(iii) হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার শাহজীবাজার হতে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত ১২″Ø× ৫৭ কি.মি.× ৫০০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প

হবিগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় গ্যাসের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যমান ৬ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ সংকুলান না হওয়ায় হবিগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল ও শ্রীমঙ্গল নেটওয়ার্কে গ্রাহকদের চাপজনিত সমস্যা হ্রাসকরণসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চাহিদামত গ্যাস সরবরাহ করার নিমিত্ত ২টি ডিআরএস মডিফিকেশনসহ ১২″Ø×৫৭ কি.মি.×৫০০পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন-এর নিমিত্ত New Development Bank/ বিশ্ব ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩,৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

(iv) জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন সিলেট শহর রিং মেইন বিতরণ লাইন এবং ব্যালেন্সিং গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

সিলেট বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে ৪টি আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সড়ক ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, এতে জেজিটিডিএসএল-এর বিদ্যমান বিতরণ লাইন অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে, তাৎক্ষণিক লাইন মেরামতসহ স্থাপিত রাইজার স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। উদ্ভূত প্রেক্ষাপটে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ সচল রাখার স্বার্থে নেটওয়ার্ক সুষমিকরণ-এর জন্য ১২″ Ø x ৩৫ কিলোমিটার x ৬০ পিএসআইজি বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৪টি অফটেক ভাল্ব স্টেশন স্থাপন, ডিআরএস/সিএমএস/টিবিএস-এর আপগ্রেডেশন/ মডিফিকেশন কাজ, ২টি নদী ক্রসিং-এর কাজ এবং ৩টি সিপি স্টেশন নির্মাণ-এর নিমিত্ত New Development Bank/বিশ্ব ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩,০০০.০০ লক্ষ টাকা।

অন্যান্য কার্যক্রম

কল্যাণমূলক কার্যক্রম

কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR)

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকার সংস্থান রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের CSR খাত হতে ১৮,০০,০০০/- (আঠার লক্ষ) টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যানিকেতন-এর ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, বর্ণিত অর্থবছরে বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা বাবদ CSR খাত হতে মোট ৪২,০০,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচী

কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের কল্যাণের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ১৩,৩০,০০,০০০.০০ (তের কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া, তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারকল্পে সরকারি নীতিমালার আলোকে আলোচ্য অর্থবছরে ০৭ (সাত) জন প্রথম শ্রেণি (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী গ্রেড-৯ ও তদূর্ধ্ব) পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ৪,২০,০০০.০০ (চার লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

বর্তমান সরকারের ঘোষিত নীতি (নির্বাচনী ইশতেহার, রুপকল্প-২০২১ ও এসডিজি বাস্তবায়ন) ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং কোম্পানীর কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ২১ জুন, ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলার সাথে জালালাবাদ গ্যাসের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

গ্যাস নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গ্যাস সংযোগ (বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি ও চা-বাগান), গ্যাস বিল বকেয়া হ্রাসকরণ, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ (বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি ও চা-বাগান) বিচ্ছিন্নকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পাইপলাইন নির্মাণ/স্থাপনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদসংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি তদারকির নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি

কর্তৃক এপিএ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ তদারকি এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথারীতি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে, কোম্পানীর কর্মপরিবেশ, নৈতিকতা, নিরীক্ষা, ই-ফাইলিং, গ্রাহক সেবার মান-উন্নয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, অনলাইন সেবা চালুকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা শতভাগ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২০২৩ এর জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্ব-মুল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহিত কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের ৭০ এর বিপরীতে অর্জন ৭০.০০ এবং জুন ২০২৩ পর্যন্ত সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম (৫ টুলস) এর ক্ষেত্রে ৩০ মানের বিপরীতে অর্জন ৩০.০০ অর্থাৎ মোট অর্জন (৭০.০০ + ৩০.০০) = ১০০.০০।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ২৯ নভেম্বরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল), বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০০০ সালের ২৪ এপ্রিল হতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটি ইতোমধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ, বাঘাবাড়ী, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহজাদপুর, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, রাজশাহীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করে পিজিসিএল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা পালন করছে। "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২২/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পিজিসিএল শুরু হতে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্যাস বিপণন ও রাজস্ব কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক বিষয়ে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করেছে। চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ, অনুমোদিত শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হলে কোম্পানীর আর্থিক কলেবর অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে এবং দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কোম্পানী কর্তৃক নিম্নরুপ কার্যাবলী সম্পাদন/গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে:

- গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত সেবা;
- জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ সেবা;
- গ্যাস বিল সংক্রান্ত সেবা;
- গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সেবা;
- ভিজিল্যান্স কার্যক্রম;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- গ্যাস ব্যবহারে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম;
- গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট গ্যাস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড।

কোম্পানীর বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৩১১ জন কর্মকর্তা এবং ৬৬ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৭৭ জন স্থায়ী জনবলের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানীতে ১৮৬ জন কর্মকর্তা এবং ২৮ জন কর্মচারী অর্থাৎ মোট ২১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী

নিয়োজিত রয়েছেন তন্মধ্যে ১৮ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলাসহ অন্যান্য কোম্পানীতে প্রেষণে কর্মরত আছেন উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ০১ জন কর্মকর্তা পিআরএল-এ গমন করেছে এবং ১৬ জন কর্মকর্তা এবং ০১ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান করেন। এছাড়া, জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৯৬ জন জনবল কোম্পানীতে বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন স্তরের ১৫ জন কর্মকর্তা ও ১৮ জন কর্মচারীকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ

উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পিজিসিএল-এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৬.৩৪৭ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রাহক গ্যাস সংযোগ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রদত্ত গ্যাস সংযোগসহ কোম্পানীর ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা ১,২৯,৪০৬ টি। তন্মধ্যে আলোচ্য অর্থবছরে ০১ টি শিল্প, ০৩ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ০২ টি সরকারি মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ০২টি শিল্প ও ০১ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্রতিষ্ঠানের লোডবৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ্যাস বিক্রয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পিজিসিএল সর্বমোট ১,৩৪২.৯১৬ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫১.৪২৭ এমএমসিএম গ্যাস কম বিক্রয় করা হয়েছে, যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তুলনায় ৩.৬৯% কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানির ফলে গ্যাস প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয় বেশি হবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, বৈধ গ্রাহকগণের অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনের পাশাপাশি একটি ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের তথ্য প্রাপ্তির পর উক্ত ডিপার্টমেন্টের তাৎক্ষণিক অভিযানের ফলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পিজিসিএল-এর বৈধ গ্রাহকগণের অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের কারণে ৪২টি ও খেলাপী গ্রাহকদের ৬৪৮টিসহ সর্বমোট ৬৯০টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ফলে কোম্পানীর রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের জন্য প্রয়োজনে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন

দেশব্যাপী জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে কোম্পানীর আওতাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পিজিসিএল-এর বিভিন্ন গ্যাস স্থাপনায় ১২টি এবং বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক আঙ্গিনায় ১৩ টিসহ সর্বমোট ২৫ টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ

পিজিসিএল-এর রাজস্ব ডিজিটাল পদ্ধতিতে আদায়ের লক্ষ্যে pgcl web-based revenue billing software তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া গৃহস্থালী শ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকগণ gpay, bKash, নগদ ও Rocket এর মাধ্যমে মোবাইলে তাঁদের গ্যাস বিল পরিশোধ করছেন। অনলাইনে গ্যাস বিল পরিশোধের লক্ষ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এর পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে যেকোন VISA ও Mastar Card এর ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহকগণ ঘরে বসে অনলাইনে যেকোন সময় গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং পিজিসিএল-এর তথ্য বাতায়ন (pgcl.org.bd / পিজিসিএল.বাংলা) হতে গ্যাস বিলের হালনাগাদ তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র ডাউনলোডের সুবিধা নিতে পারেন। এছাড়া পেট্রোবাংলার মাধ্যমে একটি Unified Enterprise Resource Planning (ERP) চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ERP বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে পিজিসিএল-এর দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পেট্রোবাংলা ও এর অধীন সকল কোম্পানীর মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন

সরকারি কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-এর আওতায়, পেট্রোবাংলা ও পিজিসিএল-এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত কৌশলগত ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ যথা : গ্যাস বিক্রয়, গ্যাস সরঞ্জামাদি ক্রয়, গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন, অবৈধ ও খেলাপি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে

গ্যাস স্টেশনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

পিজিসিএল-এর আওতাধীন ০৩ টি টিবিএস, ১১টি ডিআরএস ও ০৮টি সিএমএস-এর মাধ্যমে ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বাঘাবাড়ী, বেড়া, সাঁথিয়া, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া শহর, সয়দাবাদস্থ পাওয়ার হাব, ঈশ্বরদী ইপিজেড এবং রাজশাহী মহানগরের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বর্ণিত টিবিএস, ডিআরএস ও সিএমএসসমূহে স্থাপিত সকল সরঞ্জামাদি (ফিল্টার সেপারেটর, শ্লাম-শাট ভাল্ব, রেগুলেটর, রিলিফ ভাল্ব ও মিটার) পর্যায়ক্রমে রুটিন মাফিক পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। একই সাথে গ্রাহকদের নিকট বিতরণযোগ্য গ্যাস গন্ধযুক্ত করার জন্য টিবিএস ও ডিআরএস-এ স্থাপিত অডোরাইজার ইউনিট-এ অডোরেন্ট চার্জ করা হয়েছে।

সিপি সিস্টেম মনিটরিং ও উন্নয়ন

পিজিসিএল-এর অধিভুক্ত গ্যাস নেটওয়ার্কের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রায় ১৬৭৬ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন করা রয়েছে। পাইপলাইন ক্ষয়রোধের জন্য ৩৭টি সিপি (Cathodic Protection) স্টেশন এবং ৫২২ টি CP Post বিদ্যমান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজশাহী রিজিওনাল অফিসের আওতাভুক্ত গ্যাস নেটওয়ার্কে ১টি সিপি স্টেশনের স্থান পরিবর্তন করে নতুন করে সিপি স্টিশন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী ও বগুড়া গ্যাস নেটওয়ার্কের পুরাতন Ground Bed ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নতুন করে Ground Bed নির্মাণ করা হয়েছে এবং সকল সিপি স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন ও স্থাপিত সকল Test Post হতে মাসিক PSP (Pipe to Soil Potential) Reading সংগ্রহ করে সিপি সিস্টেম মনিটরিং করা হয়।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খসড়া চূড়ান্ত হিসাবের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের Provisional Income Statement মোতাবেক পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক Late payment Charge, Penaltise, Connection/Reconnection, Commissioning Fee, Support for Shortfall ইত্যাদিসহ গ্যাস বিক্রয় খাতে মোট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ১,৬৮০.৩৪ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ১,০৭৩.৪৫ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রভিশনাল Total Cost of Sale -এর পরিমাণ ১,৫১২.৫৬ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ খাতে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ৯৩০.৯৪ কোটি টাকা। Other Income ও Net Financial Cost, Provision for Beneficiary' Profit Participation Fund বিবেচনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রভিশনাল Net profit before Tax এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৫.৫৬ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ১১৬.১২ কোটি টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী কর পূর্ববর্তী নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১২৮.৯০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর নিট মুনাফার ৫% হারে ৬৬০.৮৭ লক্ষ টাকা BBPF (Provisional) খাতে প্রদেয় হবে। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ৬১১.২০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মকান্ড

- পিজিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় বর্তমানে স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন (১৫০ পিএসআইজি পর্যন্ত) নেটওয়ার্ক এর পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে ব্যাডমিন্টন কোর্ট নির্মাণ।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ মাঝিরা হতে বনানী পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন করণ।

- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ বনানী হতে তিনমাথা পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ তিনমাথা হতে মাটিঢালী পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে নলকাস্থ ডিআরএস হতে হাটিকুমরুল পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণকরণ।
- হাটিকুমরুল-বগুড়া রোডস্থ হাটিকুমরুল মোড় হতে সমবায় ফিলিং স্টেশন পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।
- "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন (জিওবি এবং পিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩);
- বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ভুক্ত এলাকায় ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের (১০+৮)=১৮ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- RDA- এর অর্থায়নে রুয়েট হতে খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী ৮ ইঞ্চি ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে মাটিঢালী হতে বাঘোপাড়া পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ বনানী হতে তিনমাথা পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।
- "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণকরণ।
- "সিরাজগঞ্জ ইকোনোমিক জোন" শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণকরণ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

একটি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কাজের গুণগত মান ও উদ্ভাবনী চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। তদনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪১ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণে ৯৮১ জন, ৩০টি বিভিন্ন ধরনের সেমিনার/কর্মশালা/ ওয়ার্কশপে মোট ৩৪১ জন এবং ০৫ টি নলেজ শেয়ারিং সেশনে মোট ২৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। তবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর মহাসংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পিজিসিএল-এর সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণরোধে পিজিসিএল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কোম্পানীর বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রোপিত চারার নিয়মিত পরিচর্যায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরন্তু, নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৃক্ষশোভিত সবুজ বেষ্টনী আরো নিবিড় করাসহ অফিস প্রাঙ্গণে বিভিন্ন জাতের ফুলের চারা রোপণ করে অপরূপ সৌন্দর্য বর্ধনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসে কোম্পানীর Health,

Environment & Safety শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। কোম্পানীর বিভিন্ন অকোজো/অব্যবহারযোগ্য মালামাল ভান্ডারজাত করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে যথানিয়মে বিনষ্ট করা হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- Installation of Prepaid Gas Meters, SCADA & GIS at PGCL Franchise Area (প্রকল্প সহায়তা এবং পিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৭);
- বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ভুক্ত এলাকায় ২৫ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার নতুন ১টি ডিআরএস নির্মাণ।
- নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের ডরমেটরি ভবনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার উলম্বভাবে বর্ধিতকরণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত বগুড়া শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজশাহী শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ।
- উত্তরা রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরী ও রংপুর বিসিক শিল্পনগরীতে গ্রাহক অর্থায়নে ০৩ টি ডিআরএস ও অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণকরণ।
- সিরাজগঞ্জ রিজিওনাল অফিস-এর জন্য অফিস বিল্ডিং নির্মাণ।
- সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫);
- নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারী) এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মান প্রকল্প। (১০০% নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০২৩ হতে জুন ২০২৫);
- নাটোর শহর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প। (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৭);
- বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৮ হতে জুন ২০৩০);
- গাইবান্ধা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩১ হতে জুন ২০৩৩);
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬);
- কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৭ হতে জুন ২০৩৯);
- দিনাজপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৯ হতে জুন ২০৪১);
- ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০৩৪ হতে জুন ২০৩৬);
- ১০০% জিওবি অনুদানে সিরাজগঞ্জ জেলার নলকায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ১৪ তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প ।
- বিসিআইসি কর্তৃক প্রস্তাবিত উত্তর বঙ্গে ইউরিয়া সারখানায় গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন নির্মাণ।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারী মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। বর্তমানে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০০০ (এক কোটি)। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পাঁচজন পরিচালক এবং সচিবসহ মোট ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের ০৭ (সাত)টি এবং বাকী ৯৯,৯৯,৯৯৩ (নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত তিরানব্বই) টি শেয়ার পেট্রোবাংলার রিপ্রেজেনটেটিভ চেয়ারম্যান-এর নামে বরাদ্দ আছে। কোম্পানীর Memorandum and Articles of Association-এ Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন। Memorandum and Articles of Association -এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বর্তমানে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এ কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকা। অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির।

কোম্পানীর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ২১৭টি কর্মকর্তা ও ২৮টি কর্মচারী পদসহ মোট ২৪৫ টি স্থায়ী পদের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানীতে স্থায়ী পদে ৭৮ জন কর্মকর্তা (১১ জন প্রেষণে কর্মরত) এবং ১৫ জন কর্মচারীসহ (০১ জন প্রেষণে কর্মরত) মোট ৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া, কোম্পানীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৮ জন কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ১৩৬ জন সেবাপ্রদানকারী নিয়োজিত আছেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

এসজিসিএল কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভোলাস্থ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক ও ক্যাপটিভ খাতে এবং জাতীয় গ্যাস গ্রীড হতে কুষ্টিয়া বিসিকে অবস্থিত একটি শিল্প গ্রাহক ও ভেড়ামারা ৪১০ মে:ও: বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানীর কুষ্টিয়া ও ভোলাস্থ আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়সমূহে মিটারবিহীন আবাসিক শ্রেণীতে ২৩৪৫ টি চুলা ও মিটারযুক্ত আবাসিক শ্রেণীতে ২৯টি গ্রাহক, ০২টি বাণিজ্যিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, ০২টি ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও ০৭টি শিল্প শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই'২২ হতে জুন'২৩ পর্যন্ত মোট ৫২.৪৮১৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভেড়ামারা ৪১০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রও ভোলা ৩৪.৫ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বমোট ৮৬৩.২১৪১২০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

পেট্রোবাংলা ও এসজিসিএল-এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-এর আওতায়, পেট্রোবাংলা ও এসজিসিএল-এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত কৌশলগত ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ যথা- নতুন গ্যাস সংযোগ /পুনঃসংযোগ, ডিআরএস /টিবিএস /আরএমএস /সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাপী ও অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, গ্রাহকের রাইজারে গ্যাস লিকেজ পরীক্ষা ও মেরামতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন পরিচালনা, জনবল নিয়োগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্সচার্টার), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, উদ্ভাবনী কার্যক্রম ইত্যাদি কার্যক্রমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী ভোলা ও ভেড়ামারা বিতরণ এলাকায় মোট ৯১৫.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় বাবদ কোম্পানী ৮৩৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অপারেশনাল আয় খাতে ৬৮৫৭.৩৬ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট ৯০৫৪০.৩৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। বিগত অর্থবছরে এ আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৫২৫৮.৫৫ লক্ষ টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী ক্রয় কৃত গ্যাসের মূল্য ৭৮৬৫৯.২৮ লক্ষ এবং অবচয়সহ বিতরণ ব্যয় ২৬১৩.৩৪ লক্ষ টাকাসহ মোট রাজস্ব ব্যয় ৮১২৭২.৬২ লক্ষ টাকা। অন্যান্য নন অপারেটিং আয়, ব্যাংক মুনাফা খাতে আয়, ঋণের সুদ খাতে ব্যয়, শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল খাতে প্রভিশন ইত্যাদি বিবেচনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী করপূর্ব ও করপরবর্তী নীট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৮৫৫২.৬৫ লক্ষ ও ৬২০০.৬৭ লক্ষ টাকা। বিগত অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০২৬৪.৩৯ লক্ষ ও ৭৪৩৯.৫১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানীর মোট রাজস্ব আয় ৬৪.০০% বৃদ্ধি পেয়েছে ও পরিচালন ব্যয়সহ মোট ব্যয় ৭৫.০০% বৃদ্ধি পেয়েছে । ফলে করপূর্ব ও করপরবর্তী নীট মুনাফা বিগত অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৬.৬৮% ও ১৬.৬৫% হ্রাস পেয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী কোম্পানীর অবন্টিত মুনাফা ৫২০০.৬৭ লক্ষ টাকা রেভিনিউ রিজার্ভ খাতে স্থানান্তর, ৩৭০.২৪ লক্ষ টাকা পেট্রোবাংলার স্থানীয় ঋণ পরিশোধ, মোট চলতি দায় ২৫৩৯০.৩৩ লক্ষ টাকা এবং অবচয় তহবিল খাতে ২৬৩.৫৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কোম্পানীর মূলধন, ঋণ ও দায় বিগত বছরের তুলনায় ২৯২৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩০.১১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী কোম্পানী কর্তৃক ১০৫.৯১ লক্ষ টাকার স্থায়ী সম্পদ ক্রয়, Work-in-progress ২০০০.৫৬ লক্ষ টাকা হ্রাস , স্থায়ী আমানত ২৮০৮.৪২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং মোট চলতি সম্পদ ২৬৫৮৭.৩৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির কারণে মোট সম্পদ বিগত বছরের তুলনায় ২৯২৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩০.১১%বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খসড়া হিসাববিবরণী অনুযায়ী অবচয়সহ মোট বিতরণ ব্যয় খাতে বাজেট বরাদ্ধ ২৯৭০.০৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৩৫৫.৩৪ লক্ষ টাকা যা বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ৬১৪.৭৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২০.৭০% কম। মূলধনী ব্যয় খাতে বাজেট বরাদ্দ ৬৯০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১০৫.৯১ লক্ষ টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর লভ্যাংশ বাবদ ১০.০০ কোটি টাকা, আয়কর বাবদ ১২.৫৭ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২২.৫৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৩০ শে জুন ২০২৩ তারিখে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর গ্যাস বিক্রয় বাবদ মোট বকেয়া এর পরিমাণ ৪৬৫.৫৭ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বকেয়ার পরিমাণ ৪৬৩.৮৭ কোটি টাকা যা মোট বকেয়ার ৯৯.৬৩% । বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ শ্রেণীর গ্রাহকদের নিয়মিত তাগাদাপত্রসহ টেলিফোন যোগে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। এছাড়াও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রতিমাসে আয়োজিত অনাদায়ী বকেয়া পাওনা সংক্রান্ত বৈঠকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়নবোর্ড এর সদস্যদের প্রতি নিয়মিত বকেয়া গ্যাস বিল এর অর্থ পরিশোধের অনুরোধ করা হচ্ছে।

৩০ শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিল বাবদ বকেয়া ১.৪৬ কোটি টাকা এবং বাণিজ্যিক শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বকেয়ার পরিমাণ ০.০১ কোটি টাকা। এছাড়াও আবাসিক শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট বকেয়ার পরিমাণ ০.২৩ কোটি টাকা। ৩০ শে জুন ২০২৩ তারিখে ক্যাপটিভ শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট কোন বকেয়া নেই। বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকগণ হতে আদায়ের পরিমাণ ৪৮০.৭২ কোটি টাকা।

এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ডিএসএল বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ USD ১২,৯০,৮৯০.৭৯ (বার লক্ষ নব্বই হাজার আটশত নব্বই দশমিক ঊনআশি ডলার) যা DSL এর ঋণচুক্তি SLA এর Section 2.04 অনুসারে ঋণ পরিশোধের সময় বিদ্যমান বিনিময় হার অনুযায়ী পরিশোধ করা হয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

কুষ্টিয়া বিসিক এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে এসজিসিএল পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে কুষ্টিয়া বিসিক এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে গ্রাহক অর্থায়নে গ্রাহক কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে এসজিসিএল এর ডিআরএস হতে কুষ্টিয়া বিসিকস্থ গ্রাহক আঙ্গিনা পর্যন্ত ৮″ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ২১০০ মিটার

গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করে গত ০২/০১/২০২৩ তারিখে গ্যাস কমিশনিং পূর্বক এসজিসিএল-এর অনুমোদিত গ্রাহক বিআরবি গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কিয়াম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) এর খালিশপুরস্থ খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস দ্বারা টেস্টিং কমিশনিং সম্পাদন

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর খুলনাস্থ গ্যাস বিতরণ এলাকায় নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) এর খালিশপুরস্থ খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানীর তদারকিতে এনডব্লিউপিজিসিএল কর্তৃক পাইপলাইন নির্মাণ ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কমিশনিং এর জন্য গত ১০ মার্চ' ২০২৩ তারিখে রেগুলেটিং এন্ড মিটারিং স্টেশন এর মাধ্যমে নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ (এনডব্লিউপিজিসিএল) এর খালিশপুরস্থ খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাস দ্বারা টেস্টিং কমিশনিং করা হয়।

বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ ও সার্ভিস পাইপলাইনের ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য বিদ্যমান পাইপলাইন ও পাইপ লাইনে স্থাপিত ভাল্ব পিট রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভোলা এলাকায় বিদ্যমান ১০ ইঞ্চি x ১০০০ পিএসআইজি x ৩৩ কি.মি. সঞ্চালন লাইনে ৭ টি লিকেজের স্থায়ী মেরামতকরণ

বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ ও সার্ভিস পাইপলাইনের ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য বিদ্যমান পাইপলাইন ও পাইপলাইনে স্থাপিত ভালভ পিট রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ১৬/০১/২০২৩ইং তারিখে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং পাইপলাইন ও পাইপলাইনে স্থাপিত ভালভপিট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলমান আছে। এছাড়া, গত ২৪/০২/২০২৩ তারিখে ভোলা এলাকায় বিদ্যমান ১০ ইঞ্চি x ১০০০ পিএসআইজি x ৩৩ কি.মি. সঞ্চালন লাইনে ৭টি লিকেজের স্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছে।

বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ ও সার্ভিস পাইপলাইনের ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম আপ গ্রেডেশন এবং স্থাপনার সুরক্ষার নিমিত্তে lightning arrester স্থাপন

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর ভোলা ও কুষ্টিয়ার পাইপলাইন এবং স্থাপনার ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য ক্যাথোডিক প্রটেকশন সিস্টেম আপ গ্রেডেশন এর জন্য গত ২৫/০৬/২০২৩ তারিখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে NOA দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন স্থাপনার সুরক্ষার নিমিত্তে Lightning Arrester স্থাপন করা হয়।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

ক) খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ

বিউবো কর্তৃক নির্মাণাধীন খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত আরএমএস নির্মাণের লক্ষ্যে Technical Specification, প্রাক্কলন, দরপত্র দলিল প্রস্তুত, দর প্রস্তাব মূল্যায়ন ও নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য অত্র কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে বিউবো ও এসজিসিএল এর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য Memorandum of Understanding (MoU) চূড়ান্ত করে পিডিবির নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বিউবো পত্রের মাধ্যমে জানায় যে, গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন নির্মাণের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হলে বিউবো কর্তৃপক্ষ (MoU) চূড়ান্ত করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়াও বিউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত আরএমএস এবং এনডব্লিউপিজিসিএল এর খুলনাস্থ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপিআরএমএস-এর অফটেক হতে উক্ত আরএমএস-এর ইনলেট পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপনের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়। বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়ন পরবর্তী কাজ চলমান রয়েছে।

খ) ভোলার বোরহান উদ্দিনস্থ নূতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এনবিবিএল)-এর স্থায়ী আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণ পূর্বক ২২০ মেগাওয়াট সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহ

নূতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ (এনবিবিএল) কর্তৃক ভোলাস্থ বোরহান উদ্দিনে স্থাপিত ২২০ মেগাওয়াট গ্যাস (এইচএসডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্রাহক অর্থায়নে (Depository Work) ৪৮ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার একটি আরএমএস ও ১২″ DN × ৭ km × ১০০০ psig পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত গত ১৫/০১/২০২০ তারিখে অত্র কোম্পানী GesM/s. Tormene Americana SA-JVCA এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রজেক্টের কার্যসম্পাদনের সর্বশেষ তারিখ অর্থাৎ ২৮/০৭/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে ৫৭% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে কাজ সম্পন্ন করতে

বিলম্ব হওয়ায় ঠিকাদার নতুন করে ২১০ (দুইশত দশ) দিন অর্থাৎ ২৩/০২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত কার্য সম্পাদনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করে যা ইতোমধ্যে পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করা হলে পরিচালনা পর্ষদ তা অনুমোদন করে। বর্তমানে কন্ট্রোল বিল্ডিং ও স্থায়ী আরএমএস এবং পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন'২০২৩ পর্যন্ত প্রজেক্টের সামগ্রিকভাবে প্রায় ৯০% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

গ) প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

খুলনাস্থ জয়বাংলা মোড়ে এসজিসিএল-এর নিজস্ব ০.৬৫২২ একর জমিতে প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মানের লক্ষ্যে কন্সালটেন্ট নিয়োগের জন্য বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক TAPP প্রণয়ন করে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এ প্রেরণ করা হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে কিছু সংশোধনপূর্বক প্রণীত TAPP এর স্থলে TPP প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক TPP প্রণয়ন করে SGCL-এর বোর্ড সভায় উপস্থাপনের প্রয়োজন হবে। অর্থ বিভাগ হতে লিক্যুইডিটি সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী TPP প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

ঘ) রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এনডব্লিউপিজিসিএল)-তে গ্যাস সরবরাহ

এনডব্লিউপিজিসিএল এর অর্থায়নে প্রস্তাবিত রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আরএমএস নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে গত ২৮/১১/২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ, প্রস্তাবিত আরএমএস এর স্কীড ফাউন্ডেশন কাস্টিং এবং কন্ট্রোল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টের RMS এর কন্ট্রোল বিল্ডিং এর ২য় তলার ছাদসহ জেনারেটর রুমের-এর ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ০৫.০৩.২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "খুলনা জেলায় গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে খুলনা জেলায় নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল)-এর অর্থায়নে এবং এসজিসিএল-এর কারিগরি সহযোগিতায় নির্মিতব্য রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বিদ্যমান ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ইতোমধ্যে জিটিসিএল-এর খুলনাস্থ আড়ংঘাটা সিজিএস হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আঙ্গিনা পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৯.২১২৭ কি.মি. এবং ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১.৮৫৫৩ কি.মি. অর্থাৎ মোট ১১.০৬৮ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে যা গত ০৩/০৯/২০২০ তারিখে ২৮০ পিএসআইজি চাপে বর্ণিত গ্যাস প্যাকিং করা হয়েছে।

ঙ) কুষ্টিয়া জেলার বটতৈলস্থ ডিআরএস-এর বাউন্ডারী ওয়াল, সিকিরিউটি রুম নির্মাণ

এসজিসিএল-এর কুষ্টিয়া জেলার বটতৈলস্থ ডিআরএস-এর বাউন্ডারী ওয়াল, সিকিরিটি রুম, এরিয়া লাইটিং এবং সংযুক্ত কাজের দরপত্রটি ই-জিপিতে ১১/১২/২০২২ তারিখে আহ্বান করা হয়। আহবানকৃত দরপত্র অনুযায়ী মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে টাঃ ৪১,০৯,৫২০.৭৪৯ মূল্যে গত ০৬/০৩/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১২/০৩/২০২৩ তারিখে ঠিকাদারের নিকট সাইট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণসহ আন্যান মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান আছে।

চ) ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং গ্যাস স্টেশন লিমিটেডে গ্যাস সরবরাহ

'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধনসহ)' অনুসরণক্রমে ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-এর নিজ উদ্যোগ ও ব্যয়ে এসজিসিএল এর কারিগরি বিনির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে ভোলা এলাকার উদ্বৃত্ত গ্যাস কম্প্রেসড করে প্রাথমিকভাবে ৫ এমএমসিএফডি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ২০ এমএমসিএফডি গ্যাস কম্প্রেসডকরণ/পরিবহণ/সরবরাহের জন্য সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক গ্যাস কম্প্রেসড ও পরিবহনের ক্ষেত্রে 'সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা-২০০৫ (২০২৩ সনের সর্বশেষ সংশোধনসহ)'- এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তিতাস গ্যাসের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের বিষয়ে গত ০৮/০৫/২০২৩ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক শিল্প (ভোলার নন-পাইপ গ্যাস) এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ভোলার নন-পাইপ গ্যাস) গ্রাহক শ্রেণি পুনর্বিন্যাস এবং উক্ত উপশ্রেণির জন্য মূল্যহার সংক্রান্ত দুইটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এছাড়াও গত ১০/০৫/২০২৩ তারিখে ভোলা এলাকার কম্প্রেসড গ্যাস পরিবহণপূর্বক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টিজিটিডিসিএল এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ১টি পরিপত্র জারি করা হয়। সে আলোকে গত ২১/০৫/২০২৩ তারিখে এসজিসিএল ও ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন লিমিটেডের সাথে এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

একটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ জনশক্তির কোন বিকল্প নেই। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে অগ্রগতির সাথে চলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এসজিসিএল-এর মানবসম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ

স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের পেট্রোবাংলা, বিপিআই, বিআইএম, বিইআরসি, স্রেডা, বুয়েট, আইসিএমএবিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানীর কর্মকর্তাদের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/শিখন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কোম্পানী হতে মোট ৬৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বিদেশ ভ্রমণ স্থগিত থাকায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানী হতে কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

পরিবেশ সংরক্ষণ

Environment and Safety বিষয়ক বিধি-বিধান মেনে কোম্পানীর অপারেশনাল ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয় এবং ছাড়পত্রের শর্তাবলী মেনে চলা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানীর আওতাধীন আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা রোপণ এবং তাদের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক পতিত জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া, গ্যাস পাইপলাইনে লিকেজ থেকে সৃষ্ট দূর্ঘটনা রোধে অত্র কোম্পানীর ভোলা DRS ও কুষ্টিয়া DRS এ অডোরাইজার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। জরুরীভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Team এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা জরুরী মেরামতের নিমিত্ত একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত রয়েছে। এতদবিষয়ে গ্রাহক অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্ঘটনা রোধ ও গ্যাস লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা রোধ কল্পে নিয়োজিত ঠিকাদার ও ভোলা আবিকায় বিদ্যমান জরুরী টিমের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে সেবা প্রদান ও সকল প্রকার ত্রুটি মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক) খুলনা জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ

খুলনা বিসিক এলাকায় মোট ৬৪টি শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে যার মধ্যে এ মুহুর্তে গ্যাস সংযোগে আগ্রহী ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গ্যাস লোড ৬.০ এমএমসিএফডি। ইতোমধ্যেই আবদুল্লাহ ব্যাটারী কোং (প্রাঃ) লিঃ এবং খোরশেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ নামীয় ০২ (দুই) টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এসজিসিএল এর অনুকূলে গ্যাস সংযোগের আবেদন করেছে। গত ০৫.০৩.২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "খুলনা জেলায় গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কোম্পানীর অর্থায়নে জিটিসিএল এর আড়ংঘাটাস্থ সিজিএস এর বিদ্যমান অফটেক হতে ১০″ ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ২৫০ মিটার হুক আপ লাইনসহ এসজিসিএল এর নিজস্ব জায়গায় ২০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিআরএস নির্মাণ এবং উক্ত ডিআরএস হতে খুলনা বিসিক পর্যন্ত ১০″ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের ১০.৩ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) যশোর জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ

যশোর বিসিক এলাকায় মোট ১১৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে যার মধ্যে এমুহুর্তে গ্যাস সংযোগে আগ্রহী ০৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গ্যাস লোড ৫.০ এমএমসিএফডি। এছাড়াও যশোর জেলাস্থ অভয়নগর উপজেলার ভবদহ এলাকায় প্রস্তাবিত যশোর ইপিজেড হতে ৩৫ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদার পত্র পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও বেপজার চাহিদা অনুযায়ী গত

২৩/১০/২০২২ তারিখ প্রস্তাবিত যশোর রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় স্থাপিতব্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের জন্য আনুমানিক ৩৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি টিবিএস, ০১টি ডিআরএস ও ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপের ৯.৭ কিঃ মিঃ গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইনসহ জোনের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের একটি প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। অটোমোবাইল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে গ্যাস সরবরাহের জন্য একটি ডিআরএস ও প্রস্তাবিত স্থান পর্যন্ত ১০″ ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ১২০০০ মিটার গ্যাস পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো স্থাপনের প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। এসজিসিএল এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আনুমানিক আগামী ২০২৪-২০২৫ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপ লাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে যশোর বিসিকে আনুমানিক ৭ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) ঝিনাইদহ জেলায় শিল্পখাতে গ্যাস সরবরাহ

ঝিনাইদহ বিসিক এলাকায় মোট ৪৪টি চালু শিল্প ইউনিট রয়েছে যার মধ্যে এ মুহূর্তে গ্যাস সংযোগে আগ্রহী ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গ্যাস লোড ২.০ এমএমসিএফডি। ঝিনাইদহ বিসিক এলাকায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক সার্ভে করে ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদন পাওয়া গিয়েছে। এতদবিষয়ে কোম্পানীর ৯২তম ও ৯৫ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিটিসিএল ও পেট্রোবাংলার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে গত ২৮/০৫/২০১৯ তারিখে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানীর অর্থায়নে ঝিনাইদহ বিসিকে গ্যাস সরবরাহের জন্য জিটিসিএল এর টিবিএস এর পার্শ্ববর্তী এসজিসিএল এর নিজস্ব জায়গায় ১০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিআরএস ও ১০″ ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ১০০০ মিটার হুক আপ লাইন এবং ডিআরএস হতে বিসিক পর্যন্ত ১০″ ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ২২০ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) গোপালগঞ্জ জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ

জিটিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাজিরা-টেকেরহাট এবং (খ) খুলনা-গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পের Feasibility Study (সম্ভাব্যতা সমীক্ষা) কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত সরকারী মালিকানাধীন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC)- এর সাথে জিটিসিএল গত ২২-১২-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করে। সে মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্প এলাকায় ফিজিবিলিটি স্টাডি কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত গ্যাস চাহিদার তথ্য-উপাত্ত জিটিসিএল-কে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও বর্তমানে আলোচ্য প্রকল্প এলাকায় রুট সার্ভে কাজে গত ১২/০১/২০২২ তারিখে IIFC-এর একটি প্রতিনিধি দল অত্র কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অফিস পরিদর্শন পূর্বক প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। জিটিসিএল এর প্রস্তাবিত সঞ্চালন লাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৪-২০২৬ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত গোপালগঞ্জ জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে আনুমানিক মোট ৩২ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদা রয়েছে।

ঙ) শরিয়তপুর ও মাদারিপুর জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ

জিটিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাজিরা-টেকেরহাট এবং (খ) খুলনা-গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে শরিয়তপুর জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (জাজিরা ও গোসাইহাট) এবং মাদারিপুর জেলার ১টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (রাজৈর) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৪-২০২৬ সাল নাগাদ পাইপলাইন ও ডিআরএসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চ) বাগেরহাট জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ

জিটিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাজিরা-টেকেরহাট এবং (খ) খুলনা-গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের রুট চূড়ান্ত হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বাগেরহাট জেলার ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (মংলা, ইন্ডিয়ান এসইজেড, রামপাল, ফামকাম এবং সুন্দরবন ট্যুরিজম পার্ক) এবং

১টি বিদ্যমান ইপিজেডসহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৪-২০২৬ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং গ্যাস প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বর্ণিত এলাকাসমূহে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত বাগেরহাট জেলায় শিল্প খাতে আনুমানিক মোট ৬৫ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদা রয়েছে।

ছ) বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ

গত ২৩/০২/২০২২ তারিখে বেজা হতে বরিশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল (আগৈলঝরা) এর জন্য ১৫ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও বিউবো হতে বরিশাল ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি এর জন্য ২০২৮-২৯ সাল নাগাদ প্রায় ৪৫ এমএমসিএফডি এবং ফরিদপুর ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ২০৩১-৩২ সাল নাগাদ প্রায় ২১ এমএমসিএফডি গ্যাস লোডের চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। পটুয়াখালি জেলার পায়রা হতে বরিশাল হয়ে খুলনা জেলায় এলএনজি সরবরাহ অথবা ভোলা হতে বরিশাল হয়ে খুলনা জেলায় গ্যাস সরবরাহ এবং জিটিসিএল কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া ও জাজিরা-টেকেরহাট এবং (খ) খুলনা-গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের রুট চূড়ান্ত হলে হলে প্রস্তাবিত গ্যাস অফটেক হতে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্যতা ও যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বরিশাল জেলার ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (আগৈলঝরা ও চর মেঘা) ও ফরিদপুর জেলার ১টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (ফরিদপুর সদর) সহ বিদ্যমান অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহকল্পে জিটিসিএল এর কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুমানিক আগামী ২০২৬-২০২৮ সাল নাগাদ ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে বর্ণিত অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত বরিশাল জেলায় আনুমানিক ৫৩ এমএমসিএফডি এবং ফরিদপুর জেলায় আনুমানিক ২৯ এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদা রয়েছে।

'Compressed Natural Gas Transportation from Bhola To Dhaka for supplying gas to the Industrial Customers of TGTDCL' contract signing ceremony between SGCL and Intraco Refueling Station PLC

অন্যান্য কার্যক্রম

জাতীয় দিবস উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পরিচালনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দিবস যেমন স্বাধীনতা দিবস, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়েছে। শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে কোম্পানীর পক্ষ হতে খুলনা শিশু একাডেমির মাধ্যমে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

পরিবেশবান্ধব, বায়ুদূষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানীর কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে কোম্পানীর নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। একনজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলো -

কোম্পানির নাম:	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ:	০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা:	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড প্লট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২ খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯।
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন:	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
প্রশাসনিক দপ্তর:	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)
কোম্পানির ধরণ:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
পরিশোধিত মূলধন:	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন-২০২৩ পর্যন্ত)
কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা:	সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী স্থায়ী কর্মকর্তা-১৩৫ (প্রেষণসহ), কর্মচারি-৪৮ জন এবং ১০৬ জন আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত কর্মচারী।
পরিচালকমন্ডলীর সংখ্যা:	০৯ জন।
কোম্পানির কার্যক্রম:	◆ এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনা; ◆ সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি; ◆ এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন; ◆ আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম;

প্রশাসনিক কার্যক্রম

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মাচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে কোম্পানীর উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭ টি ডিভিশন, ১৮টি ডিপার্টমেন্ট ও ৩৫ টি শাখার আওতায় ১৯৮ জন কর্মকর্তা (গ্রেড: ০১-১০) এবং ২৪৯ জন কর্মচারী (গ্রেড: ১১-২০) সহ মোট ৪৪৭ জনের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিতে ১৪১ জন কর্মকর্তা (প্রেষণ/সংযুক্তিসহ) এবং ৪৬ জন কর্মচারীসহ মোট ১৮৭ জন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্মরত আছেন। আলোচ্য অর্থবছরে ৩ জন কর্মকর্তা পিআরএল-এ গমন করেছেন। এছাড়াও, জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ১০৮ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

সিএনজি অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা

দেশজ খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পেট্রোল চালিত যানবাহনে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের উপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং পরিবেশ দূষণমূক্ত রাখার জন্য এ দেশে ১৯৮৫ সালে সিএনজি কার্যক্রম শুরু করা হয়। পেট্রোল চালিত যানবাহনে কমপ্রেসড্ ন্যাচরাল গ্যাস ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। পরিবেশ উন্নয়ন ও সিএনজি-এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আরপিজিসিএল কর্তৃক সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ স্থাপনের অনুমোদন প্রদান এবং তদারকি করা হয়।

সারাদেশে সিএনজি কার্যক্রম

১৯৮৭ সাল হতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত সারা দেশে ৬০৪টি সিএনজি স্টেশন এবং ৫৯টি রূপান্তর কারখানার অনুমোদন প্রদান করা হয়। সারা দেশে সিএনজিতে রূপান্তরিত যানবাহনের সংখ্যা ৫,০৭,৫৮০টি (স্থানীয়ভাবে: ২,৭৩,৯৫৫টি, আমদানীকৃত: ২,৩৩,৬২৫টি)।

বর্তমানে সারা দেশে গড়ে ৫৩৬টি সিএনজি স্টেশন হতে যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ সকল সিএনজি ষ্টেশন হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপ্রিল-২০২৩ পর্যন্ত মোট ৯৭৬.১৬ এমএমসিএম সিএনজি যানবাহনে সরবরাহ করা হয়েছে।

আরপিজিসিএল এর সিএনজি কার্যক্রম

কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় আঙ্গিনায় স্থাপিত সিএনজি স্টেশনটির বর্তমান সিএনজি উৎপাদন ক্ষমতা ৭১০ ঘনমিটার/ঘন্টা। ১৯৯৬ সাল হতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় আঙ্গিনায় স্থাপিত সিএনজি স্টেশন হতে যানবাহনে সিএনজি বিক্রয়ের পরিমাণ ৩৯.৫১২৭ এমএমসিএম। ১৯৯৬ সাল হতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ এবং রায়েরবাগস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে যানবাহন রূপান্তরের সংখ্যা ৮,৭৭৪টি এবং সিলিন্ডার রি-টেস্টকরণের সংখ্যা ১৫,০৪৯টি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫০টিসহ সর্বমোট ৭৭৯টি চলমান সিএনজি স্টেশন এবং সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।

সুষ্ঠু ও নিরাপদ সিএনজি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সিএনজি বিধিমালা-২০০৫ অনুযায়ী আরপিজিসিএল এর প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা নিরাপদ ও মানসম্মত সিএনজি/বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বিষয়ে এ পর্যন্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মোট ১২২৫ জনকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান'-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ০৯/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখ হতে দুই বছর কোম্পানীর ওয়ার্কশপে সিএনজি কনভারশনকৃত যানবাহনে ফ্রি টিউনিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও পেট্রোল এবং হেভী কনডেনসেট প্রসেস করে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন করা হয়। এনজিএল ও হেভী কনডেনসেট হতে উৎপাদিত পেট্রোল এর অকটেন নম্বর সাধারণত ৮০-৮২ হয়। বিএসটিআই পেট্রোলের Research Octane Number (RON) সর্বনিম্ন ৮০ হতে বাড়িয়ে ৮৯ নির্ধারণ করে। একারণে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টের পেট্রোল অফস্পেক হওয়ায় ০২-০৯-২০২০ তারিখ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। প্লান্ট চালুর উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, প্লান্ট চালুর জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার অপারেশনাল কার্যক্রম

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথাঃ আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানী শেভরন কর্তৃক পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়। কোম্পানীর আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট গ্রহণের জন্য ০২ টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক (যথাক্রমে ট্যাংক-১: ২৮,৮৯,৬৬৪ লিটার এবং ট্যাংক-২: ২৯,১২,৩৪১ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) রয়েছে। সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দু'টি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুদপূর্বক সেখান থেকে বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানী যমুনা অয়েল কোম্পানী এবং অনুমোদিত

বেসরকারি রিফাইনারিসমূহের (সুপার, পেট্রোম্যাক্স, এ্যাকোয়া, পারটেক্স পেট্রো ইত্যাদি) নিকট জাহাজ ও সড়কযোগে কনডেনসেট সরবরাহের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ।

কনডেনসেট বিপণনের পরিমাণ

- কোম্পানীর আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রায় ১৮,৮৫৯ ব্যারেল (নিরাপদ মজুদ ১৫,২০০ ব্যারেল) ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। গ্যাস ফিল্ড হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুদ করা হয়।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৯.৭৪ কোটি লিটার এবং চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন-২০২৩ পর্যন্ত ১৩.৬১০ কোটি লিটার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত কনডেনসেট আশুগঞ্জ স্থাপনা হতে জাহাজযোগে ৩টি বেসরকারী রিফাইনারীর নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।

এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রম

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) অপারেশন

(ক) মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল (MLNG)

কক্সবাজারের মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ভিত্তিতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে ১৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও EEBL এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্নের পর ১৯ আগস্ট ২০১৮ হতে বাণিজ্যিকভাবে MLNG টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্রিডে Regasified LNG (RLNG) সরবরাহ শুরু হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে ১০৫,১৭৭ MMSCF (২,৯৬৩ MMCM) RLNG সরবরাহ করা হয়েছে।

(খ) সামিট এলএনজি টার্মিনাল (Summit LNG)

কক্সবাজারের মহেশখালীতে BOOT ভিত্তিতে Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd কর্তৃক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্নের পর ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে Summit LNG টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্রিডে RLNG সরবরাহ শুরু হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে ৯৮,২৬০ MMSCF (২,৭৮২ MMCM) RLNG সরবরাহ করা হয়েছে।

এলএনজি আমদানি

দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে কাতারের Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd (৩) এর সাথে ১৫ বছর মেয়াদে ১.৮-২.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. (Ltd) (৩) (Qatar Gas) হতে ৩৯ টি কার্গোর মাধ্যমে ২.৪১ Million Metric Ton (১২৪.৩৪ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে Oman Trading International (পরিবর্তিত নাম OQT) এর সাথে ১০ বছর মেয়াদে ১.০-১.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে OQT হতে ১৫ টি কার্গোর মাধ্যমে ০.৯২ Million Metric Ton (৪৮.০৮ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি আমদানির সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৬ টি প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার সাথে MSPA স্বাক্ষর করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্পট মার্কেট হতে মোট ১২ টি কার্গোর মাধ্যমে ০.৭৫ Million Metric Ton (৩৯.৩৮ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই ২০২১ হ'তে) ভবিষ্যৎ এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমে আইনি পরামর্শ সেবাগ্রহণের লক্ষ্যে "Procurement of an individual Legal

Consultant for LNG terminal development, LNG import and other LNG activities" শীর্ষক প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এবং চলমান আছে।

কোম্পানীর আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল তথ্য প্রদান করা হয়েছে)

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বিভিন্ন খাতের রাজস্ব কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

আর্থিক অবস্থা

কোম্পানীর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থই ছিল কোম্পানীর ব্যয় নির্বাহের প্রধান উৎস। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে কোম্পানী তার নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় হতে সকল ব্যয় নির্বাহ করছে। এ বছরে মোট খরচ বাদে উদ্বৃত আয় ১,৯৬৪.৮২ লক্ষ টাকা কোম্পানীর নীট সম্পদে যোগ হবে।

মূলধন কাঠামো

কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাকাল হতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চিতির পরিমাণ ৫৮,৪২২.৪৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ-এর ২৩৫তম সভা এবং ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ইক্যুইটি খাতে পুঞ্জিভূত অর্থ পরিশোধিত মূলধন খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। এসময়ে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের পরিমাণ ১৯.৬৪ লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর মোট স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ৮,৩৭৮.২১ লক্ষ টাকা যা অবচয় উত্তর ৩,৮৩২.৭৫ লক্ষ টাকায় ।

বিক্রয় রাজস্ব

২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর রাজস্ব আয় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের বাজেটে সিএনজি, এলপিজি, এমএস বিক্রয় ও অন্যান্য খাত থেকে ভ্যাটসহ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮,৫২৫.৭৫ লক্ষ টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমান ৮,৪১২.৫২ লক্ষ টাকা।

বকেয়া আদায় কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৮৮৯.৬৬ লক্ষ টাকা যা ২.৮৩ মাসের গড় বিক্রয়ের সমান। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ২.৩০ মাসের গড় বিক্রয়ের সমান। কোম্পানীর বকেয়া পাওনা আদায় কার্যক্রম এ বছরেও সন্তোষজনক। তবে, কোম্পানীর তিনজন ডিলারের নিকট সিএনজি বিক্রয়লব্ধ ২৪৮.৯২ লক্ষ টাকা আদায়ে রজুকৃত মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে। উল্লেখ্য, এ তিনজন ডিলারকে আরপিজিসিএল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় ইতোমধ্যে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এসজিএফএল ও পেট্রোবাংলার পাওনা পরিশোধ

আরপিজিসিএল ও এসজিএফএল এর মধ্যে বিরাজমান দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আরপিজিসিএল-এর পাওনা সমন্বয় ও বকেয়া পরিশোধ পরবর্তী এনজিএল খাতে এ অর্থবছর শেষে এসজিএফএল-এর ৩৬৬.২১ লক্ষ টাকা পাওনা আছে এবং কনডেনসেট সরবরাহ খাতে পেট্রোবাংলার ৪,৬৬০.৩৩ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে

নীট মুনাফা (প্রভিশনাল তথ্য প্রদান করা হয়েছে)

আলোচ্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর নীট মুনাফার পরিমাণ ১,৯৬৪.৮২ লক্ষ টাকা। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানীর মুনাফা ছিল ২,৪৬৯.১০ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর কৈলাশটিলা এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্লান্টটি সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ থাকায় বিক্রয় রাজস্ব অর্জিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে কোম্পানীর লাভ গত বছরের তুলনায় কম হয়েছে।

করপূর্ব মুনাফা

প্রকৃত মুনাফা হতে ৫% Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) প্রভিশন শেষে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর করপূর্ব নীট মুনাফার পরিমাণ ২,৭১০.০৯ লক্ষ টাকা। গত অর্থবছরে এ মুনাফা ছিল ৩,৪০৫.৬৬ লক্ষ টাকা।

Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF)

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ (খ) এর বিধান মোতাবেক কোম্পানীর নীট মুনাফার ৫% হারে Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে উক্ত তহবিলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ১৪২.৬৪ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ১৭৯.২৫ লক্ষ টাকা।

রেট অব রিটার্ন (নিয়োজিত মূলধনের উপর)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিয়োজিত মূলধনের উপর রিটার্নের হার ৩.০০%। গত অর্থবছরে এ হার ছিল ৩.৯৫%।

রেট অব রিটার্ন (স্থায়ী সম্পদের উপর)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্থায়ী সম্পদের উপর রেট অব রিটার্নের হার ২৩%। গত অর্থবছরে এ হার ছিল ২৯%।

রেট অব রিটার্ন (মোট বিক্রয়ের উপর)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট বিক্রয়ের উপর অর্জিত ৫২.৪৯% রিটার্নের বিপরীতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জিত হার ৪৬.০০%।

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাদান

কোম্পানী ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর, ডিভিডেন্ড, ডিএসএল ও আয়কর বাবদ মোট ১,০৬৯.০৭ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে। অপরদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,৯০০.৪৫ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছিল।

প্রভিশনাল একাউন্টস্ এর ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা বহি:নিরীক্ষক ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে চূড়ান্ত করা হবে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন

(ক) মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল (MLNG)

কক্সবাজারের মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ভিত্তিতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে ১৮ জুলাই ২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও EEBL এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্নের পর ১৯ আগস্ট ২০১৮ হতে বাণিজ্যিকভাবে MLNG টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে Regasified LNG (RLNG) সরবরাহ শুরু হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে ১০৫,১৭৭ MMSCF (২,৯৬৩ MMCM) RLNG সরবরাহ করা হয়েছে।

(খ) সামিট এলএনজি টার্মিনাল (Summit LNG)

কক্সবাজারের মহেশখালীতে BOOT ভিত্তিতে Summit LNG Terminal Co.(Pvt.) Ltd কর্তৃক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্নের পর ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে Summit LNG টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে RLNG সরবরাহ শুরু হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে ৯৮,২৬০ MMSCF (২,৭৮২ MMCM) RLNG সরবরাহ করা হয়েছে।

এলএনজি আমদানি

Qatar Gas হতে এলএনজি আমদানি

দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে কাতারের Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd (৩) এর সাথে ১৫ বছর মেয়াদে ১.৮-২.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. (Ltd) (৩) (Qatar Gas) হতে ৩৯ টি কার্গোর মাধ্যমে ২.৪১ Million Metric Ton (১২৪.৩৪ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

OQ Trading Ltd. (OQT) হতে এলএনজি আমদানি

দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে Oman Trading International (পরিবর্তিত নাম OQT) এর সাথে ১০ বছর মেয়াদে ১.০-১.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে OQT হতে ১৫ টি কার্গোর মাধ্যমে ০.৯২ Million Metric Ton (৪৮.০৮ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

Qatar Energy Trading LLC হতে এলএনজি আমদানি

জি টু জি ভিত্তিতে Qatar Energy Trading LLC হতে ১৫ বছর মেয়াদে প্রতিবছর ২৪ কার্গো (১.৫-১.৮ এমটিপিএ) এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে গত ০১-০৬-২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা ও Qatar Energy Trading LLC এর মধ্যে LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী জানুয়ারি, ২০২৬ হতে Qatar Energy Trading LLC এলএনজি সরবরাহ করবে।

OQ Trading Limited (OQT) হতে এলএনজি আমদানি

জি টু জি ভিত্তিতে OQT হতে ১০ বছর মেয়াদে ০.২৫-১.৫ এমটিপিএ এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে গত ১৯-০৬-২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা ও OQT এর মধ্যে LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী জানুয়ারি, ২০২৬ হতে OQT এলএনজি সরবরাহ করবে।

স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানি

আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি আমদানির সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ২১ টি প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার সাথে MSPA স্বাক্ষর করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্পট মার্কেট হতে মোট ১২ টি কার্গোর মাধ্যমে ০.৭৫ Million Metric Ton (৩৯.৩৮ Million MMBTU) এলএনজি আমদানি করা হয়।

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে চলমান এবং ভবিষ্যত এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমে আইনি পরামর্শ সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে "Procurement of an individual Legal Consultant for LNG terminal development, LNG import and other LNG activities" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

বাস্তবায়িত কাজ

০১। Repair & Painting works of Condensate Storage Tanks, Condensate Delivery Pipelines, Steel Structure Jetty Bridge, Mooring posts of Pontoon Bridge, Pontoon, Ansar Shed, Security Post, Boundary Wall and Storage tank yard wall at Ashuganj Condensate handling Installation, RPGCL, Ashuganj, Brahmanbaria.

০২। Supply & installation of Drainage pipeline for Air Cools water, Auto Controller for Overhead reservoir Tank, Damp Proof plastering, Painting and repairs works of Head office & Annex Building at RPGCL, Plot-27, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229.

০৩। Supply & Installation of AC, Vertical Venetian blinds, Workstation, Painting, Renovation of Wash Rooms & Electrification Works for 1st Floor of RPGCL Bhaban at Plot-27, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229.

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প/ কর্মকান্ড

মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিক ১০০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন Land Based LNG Terminal নির্মাণ

মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিতে ১০০০ এমএমএসসিএফডি রি-গ্যাস ক্ষমতাসম্পন্ন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল" নির্মাণের লক্ষ্যে টার্মিনাল ডেভেলপার নির্বাচনের জন্য Shortlisted ০৮টি প্রতিষ্ঠান বরাবর গত ১৫-০৩-২০২২ তারিখে Request for Proposal (RFP) ডকুমেন্টস প্রেরণ করা হয়েছে। Shortlisted প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ২৮-১২-২০২৩। আগামী ২০২৮ সাল নাগাদ টার্মিনাল অপারেশনে আসবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন/ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) কর্তৃক তৃতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন

Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) কর্তৃক গত ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে দাখিলকৃত কক্সবাজারের মহেশখালীর গভীর সমুদ্রে ৬০০ এমএমসিএফডি রি-গ্যাস ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধিত)" এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। বর্তমানে টার্মিনাল স্থাপনের নিমিত্ত চুক্তি চূড়ান্তকরণের জন্য SOSCL এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটির নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। আগামী ২০২৬ সাল নাগাদ টার্মিনাল অপারেশনে আসবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক চতুর্থ ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক গত ২৩ মে ২০২১ তারিখে দাখিলকৃত পটুয়াখালীর পায়রায় গভীর সমুদ্রে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধিত)" এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। বর্তমানে টার্মিনাল স্থাপনের নিমিত্ত Term Sheet স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত MLNG Terminal এর ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত MLNG Terminal এর ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের জন্য EEBL হতে প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে যা "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধিত)" এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এলএনজি আমদানি:

Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) হতে এলএনজি আমদানি

Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) কর্তৃক দাখিলকৃত দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এলএনজি সরবরাহের প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধিত)" এর আওতায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Perintis Akal Sdn Bhd, Malaysia হতে এলএনজি আমদানি

Perintis Akal Sdn Bhd, Malaysia এর এলএনজি সরবরাহ বিষয়ে গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে দাখিলকৃত প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধিত)"-এর আওতায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) হতে এলএনজি আমদানি

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) কর্তৃক দাখিলকৃত দীর্ঘমেয়াদে এলএনজি সরবরাহের প্রস্তাব G to G ভিত্তিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Excelerate Energy Bangladesh Ltd. (EEBL) হতে এলএনজি আমদানি

Excelerate Energy Bangladesh Ltd. (EEBL) কর্তৃক দাখিলকৃত দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এলএনজি সরবরাহের "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধিত)" এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

ক্রসবর্ডার পাইপ লাইনের মাধ্যমে আরএলএনজি আমদানি

ভারত হতে ক্রসবর্ডার পাইপ লাইনের মাধ্যমে আরএলএনজি সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে IOCL এবং H-Energy এর সাথে পেট্রোবাংলার MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। H-Energy এর প্রস্তাব "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনে সর্বশেষ সংশোধিত)" এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। H-Energy হতে ক্রসবর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে RLNG আমদানির জন্য খসড়া Gas Supply Agreement (GSA) চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে আইনি পরামর্শ সেবাগ্রহণের লক্ষ্যে "Procurement of an individual Legal Consultant for LNG terminal development, LNG import and other LNG activities" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সরকারের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ২১/০৫/২০২৩ তারিখে সংশোধন করা হয়েছে। প্রারম্ভ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.৪৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৫১%।

সম্পাদিত কাজের বিবরণ

ক্র.নং.	কাজের বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	Standard SPA প্রস্তুতকরণ	দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি সরবরাহে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান হতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে একটি Standard SPA প্রস্তুত করা হয়েছে।
২।	Qatar Energy Trading LLC -এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর	পরামর্শকের সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি সরবরাহ চুক্তি (SPA)-এর ড্রাফট প্রস্তুত করা হয় এবং উক্ত ড্রাফট SPA-এর উপর পরামর্শকের উপস্থিতিতে নেগোসিয়েশন শেষে Qatar Energy Trading LLC এর সাথে SPA চূড়ান্ত করা হয়েছে। ০১/০৬/২০২৩ তারিখে Qatar Energy Trading LLC এর সাথে পেট্রোবাংলার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কাতারে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কাতার এনার্জির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আহমেদ আল-হুসাইনি এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার নিজ নিজ পক্ষের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এবং কাতারের জ্বালানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও কাতার এনার্জির প্রেসিডেন্ট ও সিইও সাদ শেরিদা আল-কাবি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী জানুয়ারি, ২০২৬ হতে Qatar Energy Trading LLC ১৫ বছর মেয়াদে প্রতিবছর ২৪ কার্গো (১.৫-১.৮ এমটিপিএ) এলএনজি সরবরাহ করবে।
৩।	OQT (OQ Trading Limited) -এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর	দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে এলএনজি সরবরাহ চুক্তি (SPA)এর ড্রাফট প্রস্তুত করা হয় এবং উক্ত ড্রাফট SPA এর উপর পরামর্শকের উপস্থিতিতে নেগোসিয়েশন শেষে OQT (OQ Trading Limited) এর সাথে ঝচঅ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ০১/০৬/২০২৩ তারিখ OQT (OQ Trading Limited) এর সাথে পেট্রোবাংলার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে পেট্রোবাংলার বোর্ড সচিব রুচিরা ইসলাম এবং ওমানের পক্ষে OQT- এর নির্বাহী পরিচালক সাইদ আল মাওয়ালী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। হোটেল সোনারগাও-এ অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, বাংলাদেশে নিযুক্ত ওমানের রাষ্ট্রদূত আব্দুল গাফ্ফার আলবুলুসি ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী OQ Trading Limited (OQT) হতে ১০ বছর মেয়াদে ০.৫ থেকে ১.৫ এমটিপিএ (২০২৬ সালে ৪ কার্গো এলএনজি, ২০২৭ হতে ২০২৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১৬ কার্গো এলএনজি এবং ২০২৯ হতে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ২৪ কার্গো এলএনজি যা প্রায় ১.৫ এমটিপিএ এলএনজি'র সমতুল্য) আমদানির লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাস্তবায়িতব্য কাজ

Sludge/Sediment Cleaning, Repair, BSTI Calibration and Painting of Condensate Storage Tanks at Ashuganj, Brahmanbaria.

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রথম সোপান উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ সাধন, জ্ঞান বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও কাজের গুণগতমান উন্নয়ন। বিশেষত, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নতুন প্রযুক্তি, জ্ঞান, ধারণা ও আধুনিক কর্মপদ্ধতির সাথে পরিচিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ উদ্দেশ্যে সার্বিক কর্মকান্ড ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বিভিন্ন স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। তদনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণের তথ্য উল্লেখ করা হলো:

স্থানীয় প্রশিক্ষণ

কোম্পানীর মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের স্বনাম খ্যাত সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও আরপিজিসিএল কর্তৃক আয়োজিত কারিগরি, তথ্য-প্রযুক্তি, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩৭টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ৬টি শিখন সেশন ও ৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৬.৯ জনঘন্টা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন পরিচালনা ০৪ টি, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৬০ জন, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ০৪টি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ২টি, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০৩টি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০২টি, তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ০৩টি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ০৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মোট ০৭ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান

কোম্পানীর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক কর্মপদ্ধতির সাথে বিদ্যমান পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে কোম্পানীর সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার স্বার্থে কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় In-house training program ব্যবস্থা চালু আছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ০২(দুই)টি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের আওতায় অন্য প্রতিষ্ঠানের মোট ১৩জন প্রশিক্ষনার্থীর 'নিরাপদ ও মানসম্মত সিএনজি/বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার' বিষয়ে আভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ যাবৎ সবর্মোট ১,২২৫ জনকে সিএনজি বিষয়ক এবং বিকল্প জ্বালানি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষিতে এর ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। বায়ুদূষণ রোধে প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুবিধ ব্যবহার তথা যানবাহনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং গৃহস্থালী ও কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য পরিবেশবান্ধব জ্বালানি এলপিজি, পেট্রোল, ডিজেল উৎপাদন ও বিপণন করে আরপিজিসিএল প্রশংসনীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আশি'র দশক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। বর্তমানে যানবাহনে পরিবেশবান্ধব সিএনজি'র ব্যবহারের ফলে দেশের বায়ুদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতা কর্মসূচীতে কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশ গ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এবছর কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে জাতীয় জ্বালানি

নিরাপত্তা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে Liquefied Natural Gas (LNG) আমদানির ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোম্পানী অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

- মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিতে ১০০০ এমএমসিএফডি রি-গ্যাস ক্ষমতাসম্পন্ন ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল'' নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে উক্ত টার্মিনাল Expansion করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা এবং দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপ আঙ্গিনায় ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল চার্জিং স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কোম্পানীর অপারেশনাল কমর্কান্ড নির্বিঘ্ন রাখতে সার্বিক নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের স্ব-স্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনায় এবং সেইফটি বিধিমালা যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে কোম্পানীর বিভিন্ন স্থাপনার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অধিকতর জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার স্বার্থে স্থাপনাভিত্তিক সিকিউরিটি ম্যাপসহ সাইড প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে। কোম্পানীর আওতায় স্থাপনাসমূহে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাদি কাযর্করসহ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত মহড়া আয়োজন করে যথাযথভাবে তদারকি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা-শ্রমিক সম্পর্ক

সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ, অভীষ্ট লক্ষ্যে অর্জন এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য সুসম্পর্কময় সুবিধাভোগী ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক একটি অপরিহার্য শর্ত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা-সুবিধাভোগী সম্পর্ক সন্তোষজনক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় বনভোজন, ইফতার মাহফিল ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করা হয়েছে।

কল্যাণমূলক কাযর্ক্রম

কোম্পানীতে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম রয়েছে। কোম্পানীর বাজেটে আর্থিক সংস্থানের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে 'ঋণ ও অগ্রীম' খাতে ১২,১০,০০,০০০/- (বার কোটি দশ লক্ষ) টাকার বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার অধীন গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/জমি ক্রয় ঋণের জন্য ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুকূলে মঞ্জুরিপত্র জারি করা হয়েছে এবং তাদের অনুকূলে ১১,৯৬,৬২,৮৬৯/- (এগার কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ বাষট্টি হাজার আটশত উনসত্তর) টাকা অগ্রীম ঋণ প্রদান করা হয়। মটরসাইকেল ক্রয় ঋণ বাবদ ৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- বতর্মান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানীর সকল বিভাগ ও স্থাপনাসমূহে কম্পিউটারসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০৪ সাল হতে কোম্পানীর সকল উন্নয়ন কাযর্ক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু করা হয়। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নে ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কোম্পানীর ওয়েবসাইট ন্যাশনাল পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোম্পানীর আইসিটি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য নিম্নরূপ:
- ইন্টারনেট-এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে LAN এবং WiFi সিস্টেম আপগ্রেড করা হয়েছে। কোম্পানীর প্রধান কাযর্লয়সহ স্থাপনাসমূহে ইন্টারনেট সেবার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ১০১ হতে ১৭১ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার জন্য বিটিসিএল এর পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ৩০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ রাখা হয়েছে।

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতাধীন জাতীয় ডাটা সেন্টারের সঙ্গে কোম্পানীর সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ই-মেইল সার্ভিস চালু রয়েছে। কোম্পানীর ওয়েবসাইটের সকল সেবাবক্সসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- কোম্পানীর দাপ্তরিক কার্যক্রমে ই-নথি ব্যবহার চলমান আছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ই-জিপি এর মাধ্যমে কোম্পানীর ক্রয় প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।
- পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ ১৩টি কোম্পানীতে একটি ইউনিফাইড ERP বাস্তবায়নে Need Analysis ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ বুয়েট কর্তৃক Need Analysis করে Functional description প্রদান করা হয়েছে। Functional description এর উপর আরপিজিসিএল কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন

দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতাবৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিম্নবর্ণিত কাজ চলমান আছে

- শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনের সংঙ্গে ০৪ টি মত বিনিময় সভার মধ্যে ০৪টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ ০২টি সভার মধ্যে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ ০২টি সভার মধ্যে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র লক্ষ্যমাত্রা ৩৩০ জনের বিপরীতে ৯৭৪ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- চুক্তিতে বর্ণিত 'সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রম' বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৩০ ভাগ এর মধ্যে ৩০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানীসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব কোম্পানী অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিচালন কার্যক্রম

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারি পয়েন্ট দ্বারা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের অধিভূক্ত এলাকা ও শেভরন বাংলাদেশ (মুচাই কম্প্রেসর স্টেশন)-কে যথাক্রমে ১,৩৪৪.৪৮, ২৫১.৪৩, ২৮৭.১২, ১২৬.৮৭, ১৩৮.০৫, ২৯.০০ ও ২.৪৩ কোটি ঘনমিটার অর্থাৎ সর্বমোট ২,১৭৯.৩৮ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ১০.৮৭% কম। অপরদিকে উল্লিখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র হতে ১,৬৪৬.০২ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৩৪.৬২% কম।

স্কাডা এন্ড টেলিকম ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জিটিসিএল প্রধান কার্যালয়স্থ মাস্টার কন্ট্রোল সেন্টার (এমসিসি) এবং অক্সিলারি কন্ট্রোল সেন্টার (এসিসি), আশুগঞ্জ হতে স্কাডা সিস্টেমের সাহায্যে প্রতিনিয়ত সমগ্র দেশে জিটিসিএল-এর পাইপলাইনে সরবরাহকৃত ও গ্যাস মিটারিং স্টেশনের মাধ্যমে পরিমাপকৃত গ্যাসের তথ্য-উপাত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রধান

কার্যালয়স্থ, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা স্কাডা কন্ট্রোল সেন্টারের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র গ্যাসের লোড ব্যালান্সিং কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। স্কাডা সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য স্কাডা এন্ড টেলিকম সিস্টেমের টেলিকম সিস্টেম, ইন্সট্রুমেন্টেশন সিস্টেম, ফ্লো-কম্পিউটার, নেটওয়ার্কিং সিস্টেম এবং সার্ভার ও ওয়ার্কস্টেশন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ স্কাডা এন্ড টেলিকম ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পন্ন করা হচ্ছে।

কম্প্রেসর কার্যক্রম

আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় স্থাপিত কম্প্রেসর স্টেশন জাতীয় গ্যাস গ্রিডের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে গ্যাসের চাপ ও প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে নির্দিষ্ট চাপ ও চাহিদা মোতাবেক গ্যাস সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আশুগঞ্জ কম্প্রেসর স্টেশনে ৭৫০ এমএমএসসিএফডি ক্যাপাসিটির ৩ টি কম্প্রেসর রয়েছে যার মধ্যে ২ টি অপারেটিং মোড-এ চলে এবং অপর কম্প্রেসরটি স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে থাকে। আশুগঞ্জ কম্প্রেসর স্টেশনের প্রতিটি কম্প্রেসরের ডিজাইন সাকশান প্রেসার ৬৮০ পিএসআইজি এবং ডিজাইন ডিসচার্জ প্রেসার ১০০০ পিএসআইজি। অপরদিকে, এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনে ২৫০ এমএমএসসিএফডি ক্যাপাসিটির ৩টি কম্প্রেসর রয়েছে যার মধ্যে ২টি অপারেটিং মোড-এ চলে এবং অপর কম্প্রেসর টি স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে থাকে। এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনের প্রতিটি কম্প্রেসরের ডিজাইন সাকশান প্রেসার ৬৫০ পিএসআইজি এবং ডিজাইন ডিসচার্জ প্রেসার ১০০০ পিএসআইজি।

সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মরত জনবল

কোম্পানির অনুমোদিত ৫ম সাংগঠনিক কাঠামোয় ১৪টি ডিভিশন, ৪২টি ডিপার্টমেন্ট-এ নিয়মিত ৬৪৩ জন কর্মকর্তা ও চুক্তিভিত্তিক ৭ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৬৫০ জন কর্মকর্তার সংস্থান রয়েছে। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে বর্তমানে ৫২৫ জন নিয়মিত কর্মকর্তা (পিআরএলভুক্ত ১০ জন কর্মকর্তাসহ) ও ২ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৫২৭ জন কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া, সাংগঠনিক কাঠামোতে নিয়মিত ২৫২ জন কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক ৮ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ২৬০ জন কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে বর্তমানে ১২১ জন নিয়মিত কর্মচারী (পিআরএল ভুক্ত ৪ জন কর্মচারীসহ) ও ৭ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীসহ সর্বমোট ১২৮ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

কোম্পানির ২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল)

রাজস্ব আয়

কোম্পানি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ২১,৭৯৩.৮০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ও ১,৬৪৬.০২ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করে মোট ১,০৫৫.৩২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। কোম্পানী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৪,৪৫২.২০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ও ২,৫১৭.৪৪ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করে ১,০৭১.৯৩ কোটি টাকা আয় করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর অপেক্ষা আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস পরিবহনের পরিমাণ ১০.৮৭% এবং কনডেনসেট পরিবহনের পরিমাণ ৩৪.৬২% হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে হুইলিং চার্জ খাতে রাজস্ব আয় বাবদ ১৬.৬১ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। গ্যাস উৎপাদন ও ট্রান্সমিশন হ্রাস পাওয়ায় রাজস্ব আয় হ্রাস পেয়েছে।

লাভ-ক্ষতি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী) করপূর্ব ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে ৮১০.৫০ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করপূর্ব ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২১৫.৫১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছর অপেক্ষা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্যাস ও কনডেনসেট পরিবহনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ব্যাপক বৃদ্ধি এবং কোম্পানীর পরিচালন ব্যয় ও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাপক করপূর্ব ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। কোম্পানীর নতুন নতুন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক ও স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ, Amortization Schedule অনুযায়ী বৈদেশিক ও স্থানীয় মুদ্রায় গৃহীত ঋণের কিস্তি পারিশোধ করার পরও মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদ ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে নিজস্ব তহবিল হতে প্রকল্প ব্যয় নির্বাহের কারণে বিগত বছরের তুলনায় ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের (FDR) পরিমাণ কমে যাওয়ায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সুদ আয় কম হয়েছে।

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জিটিসিএল কর্তৃক ঋণের আসল ও সুদ, লভ্যাংশ, সিডিভ্যাট ও আবগারী শুল্ক এবং আয়কর বাবদ সর্বমোট ৪৪৭.১৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়, যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিল ৭০০.৫২ কোটি টাকা।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	দেশের উত্তর জনপদে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১০০০ পিএসআইজি ক্ষমতাসম্পন্ন ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা।
বাস্তবায়নকাল	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।*
অর্থের উৎস	:	জিওবি এবং জিটিসিএল।
প্রকল্প ব্যয়	:	মোট ১৫১৭০০.০০ লক্ষ টাকা(জিওবি: ১৪৯৭৭২.০০ এবং জিটিসিএল: ১৯২৮.০০)।*

অর্জিত অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় লাইনপাইপ, ইন্ডাকশন বেন্ড, কোটিং ম্যাটেরিয়ালস, ফিটিংস ও পিগ ট্রাপ এবং বল ভাল্ব, প্লাগ ভাল্ব ও গেট ভাল্ব আমদানিপূর্বক মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ ঠিকাদারগণকে হস্তান্তর করা হয়। গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ৫টি সেকশনে বিভক্ত করে ৫ জন স্থানীয় ঠিকাদারের সাথে ১২-১২-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৫০ কি.মি.(নদী ক্রসিংসহ) পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এইচডিডি পদ্ধতিতে ৬টি নদী ও ২টি খাল অতিক্রমন কাজের জন্য ইপিসি ভিত্তিক বৈদেশিক ঠিকাদারের সাথে ১১-০৪-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০৮-০৬-২০২২ তারিখ হতে চুক্তি কার্যকর করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় সকল নদী ও খাল ক্রসিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় EPC/Turn-কী ভিত্তিতে সৈয়দপুরে ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সিজিএস, রংপুরে ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টিবিএস এবং পীরগঞ্জে ২০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টিবিএস স্থাপন কাজের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতার সাথে ০৬-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৬-০১-২০২৩ তারিখে ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক Advance Payment Guarantee (APG) ও Engineering Documents দাখিল করা হয়েছে। শুরু হতে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ৮০ ভাগ এবং আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৮০.৮১ ভাগ।

প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে ১৩-০৭-২০২৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর পাইপলাইন প্রকল্পের আওতাধীন মোকামতলা ভাল্ব স্টেশন, বগুড়া

বাখরাবাদ- মেঘনাঘাট- হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে মেঘনাঘাট পাওয়ার হাব এলাকায় এবং হরিপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ ও আড়াইহাজার এলাকায় স্থাপিত ও স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক গ্রাহক ও অন্যান্য গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ করা।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।
অর্থের উৎস	:	জিওবি এবং নিজস্ব অর্থায়ন ।
প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	১৩০৪৬২.০০ (জিওবি: ৫১২৫৯.০০, নিজস্ব অর্থ: ৭৯২০৩.০০)।

অর্জিত অগ্রগতি

পণ্য ও মালামাল ক্রয়

পণ্য ও মালামাল ক্রয়ের ৬টি প্যাকেজের (Line Pipe, Coating & Wrapping Materials, Induction Bends, Miscellaneous Fittings & Pig Traps, Ball, Gate & Plug ValvesI Cathodic Protection (C.P.) Materials চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করা হয়। ইতোমধ্যে ৫টি প্যাকেজের সম্পূর্ণ মালামাল সাইটে এসে পৌছেছে। অপর ১টি প্যাকেজের (Cathodic Protection Materials) মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ২৩-০৮-২০২২ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়। জিটিসিএল পরিচালক মন্ডলীর ৪৭২ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ০৭-০৫-২০২৩ তারিখে NOA প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন

কুমিল্লা জেলার আওতাধীন ৪টি উপজেলার (মুরাদনগর, তিতাস, হোমনা ও মেঘনা) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের নিমিত্তে ৪(১) ধারার নোটিশজারি ও যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৯-০২-২০২৩ তারিখে মুরাদনগর ও তিতাস উপজেলার ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে গণপূর্ত বিভাগ, বনবিভাগ এবং সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় হতে মূল্যহার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। গত ২৪-০৪-২০২৩ তারিখে মেঘনা উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে নথি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার আওতাধীন ১টি উপজেলার (গজারিয়া) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের নিমিত্তে ৪(১) ধারার নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং যৌথ তদন্ত কার্যক্রম ও ফিল্ড বুক প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের নথি গত ১৩-০৬-২০২৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৭ ধারার নোটিশ জারির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলার আওতাধীন ২টি উপজেলার (বন্দর ও সোনারগাঁও) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের নিমিত্তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সোনারগাঁও উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৭ (১) ধারার ও ভূমি হুকুম দখলের জন্য ২০ (১) ধারার নোটিশ জারি করা হয়েছে। বর্তমানে গণপূর্ত বিভাগ, বনবিভাগ এবং সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় হতে মূল্যহার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। বন্দর উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের নিমিত্তে ৭ ধারার নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং মূল্যহার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

নির্মাণ কার্যক্রম

নদী ক্রসিং EPC/Turn-Key ভিত্তিক HDD পদ্ধতি প্রয়োগে ০৯ টি নদী (গোমতী, মেঘনা- গোমতী (কাঠালিয়া), মেঘনা-গোমতী শাখা ১, মেঘনা- গোমতী শাখা ২, কাজলা, মেঘনা, আশারিয়া, মেনিখাল ও ব্রহ্মপুত্র) ক্রসিং (মোট ৫.৮০কিঃমিঃ) কাজের জন্য গত ২৬-০৯-২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। গত ২৯-১২-২০২২ তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও খোলা হয়। মূল্যায়ন পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে ৩টি লটের NOA প্রদান করা হয়। গত ১৪-০৫-২০২৩ তারিখে ২টি লটের এবং ১৫-০৫-২০২৩ তারিখে ১টি লটের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করা হয়। ঋণপত্র খোলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পাইপলাইন নির্মাণ ৪২″ ব্যাসের ৫০কি.মি. পাইপলাইন স্থাপনের দরপত্র আহবানের অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিচালক মন্ডলীর ৪৭৩ তম সভায় উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয়। গত ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে ৩টি সেকশনে বিভক্ত করে দরপত্র আহবান করা হয় এবং ১২-০৬-২০২৩ তারিখে দরপত্র উন্মুক্তকরণ করা হয়। বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রাকৃতিক গ্যাস এর সুষ্ঠ ব্যবহার, গ্যাস পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে জিটিসিএল এর গ্রীড হতে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীকে পরিমাপকৃত ও মানসম্পন্ন গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে ৩৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি, ২৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি, ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ৭টি অর্থাৎ মোট ১১টি (সিজিএস/টিবিএস/আরএমএস) ও ৩০০, ২৫০ ও ১৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন, ৬টি হট ট্যাপিং এবং ৪টি স্টেশনে মডিফিকেশন কার্য সম্পাদন।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।
অর্থের উৎস	:	নিজস্ব অর্থায়ন ।
প্রকল্প ব্যয়	:	৬৬৭৪২.০০ লক্ষ টাকা

অর্জিত অগ্রগতি

মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম

মালামাল ক্রয় প্যাকেজ

পণ্য-৩ এর আওতায় মোট ৬টি লটে (লট-এ, লট-বি, লট-সি, লট-ডি, লট-ই, লট-এফ) ভাগ করা হয়েছে। লট-এ (আশুলিয়া ও ডেমরাতে ২টি সিজিএস ও গাড়ারানে ১টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন এবং আমিনবাজার ও মনোহরদীতে ২টি স্টেশনে মডিফিকেশন কাজ), লট-বি (মুচাইতে ১টি আরএমএস স্থাপন, হবিগঞ্জে ১টি স্টেশনে এবং খাটিহাতাতে ১টি স্টেশনে মডিফিকেশন কাজ), লট-সি (গৌরীপুর ও লাকসামে ২টি আরএমএস এবং বাখরাবাদ ও বিজরাতে ২টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন), লট-ডি (নিজকুঞ্জরা ও মিঠাছড়াতে ২টি আরএমএস, ফৌজদারহাটে ১টি সিজিএস এবং শীতলপুরে ১টি টিবিএস স্থাপন), লট-ই (বগুড়া ও ঈশ্বরদী তে ২টি আরএমএস স্থাপন) এবং লট-এফ (৬টি হট ট্যাপিং ওয়ার্কস)। পণ্য-৩ এর লট-এ এর ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও মূল্যায়িত ১ম সর্বনিম্ন দরপত্র দাতার সহিত গত ৩১-০৭-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। লট-এফ এর অন্তর্ভুক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও মূল্যায়িত ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতার অনুকূলে Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে এবং গত ০৬-০৭-২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতি

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়্যা উপজেলাধীন নিজকুঞ্জরায় আরএমএস স্থাপনের জন্য ১.২৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ চেক এর মাধ্যমে ফেনী জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ৮ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও লাকসাম উপজেলাধীন যথাক্রমে গৌরিপুর আরএমএস ও বিজরা মিটারিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ১.৩৪৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ চেক এর মাধ্যমে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ৮ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন গাড়ারানে মিটারিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ২.৪৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ চেক এর মাধ্যমে গাজীপুর জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ৮ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপিত ও স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক গ্রাহক ও অন্যান্য গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার ইব্রাহিমাবাদে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর পূর্বপাড় ভাল্ব স্টেশন হতে প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার সয়েদাবাদে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর পশ্চিমপাড় ভাল্ব স্টেশন পর্যন্ত ৩৬″ ব্যাসের ১০ কি.মি. দীর্ঘ ১০০০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।
অর্থের উৎস	:	নিজস্ব অর্থায়ন ।
প্রকল্প ব্যয়	:	মোট: ২৯৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা।

অর্জিত অগ্রগতি

প্রকল্পের Feasibility Study এবং রুট জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ১৫-০৬-২০২১ তারিখে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর উভয় প্রান্তে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য গত ২৪-১১-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। Bridge Pier Embedded Material-সমূহ ক্রয়সহ স্থাপন রেলওয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে Depository ভিত্তিতে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ভিত্তিতে সিপি সিস্টেম ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসসহ ৩৬″ ব্যাসের ১০ কি.মি পাইপলাইন নির্মাণের (রেলওয়ে সেতুর উপর প্রায় ৫.৫ কি.মি. এবং সেতুর উভয় প্রান্তে প্রায় ৪.৫ কি.মি.) আন্তর্জাতিক ইপিসি/টার্নকি ভিত্তিক ঠিকাদার SCEGC INSTALLATION GROUP CO. LTD., China এর সাথে গত ২৪-০১-২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং গত ১৬-০৪-২০২৩ তারিখ হতে চুক্তিটি কার্যকর করা হয়েছে। পাইপলাইন নির্মাণ ঠিকাদার SCEGC INSTALLATION GROUP CO. LTD., China কর্তৃক প্রকল্পের ডিজাইন ও মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য x ব্যাস (ইঞ্চি x কি.মি.)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
১।	শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড-ভোলা নর্থ গ্যাস ফিল্ড-লাহারহাট-বরিশাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৩০″ x ৬৫	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৮	গ্যাস/ এলএনজি প্রাপ্ততা স্বাপেক্ষে বাস্তবায়নকাল পরিবর্তন হতে পারে।
২।	কুয়াকাটা-পায়রা-বরিশাল-গোপালগঞ্জ-ফকিরহাট-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৪২″ x ১৯০ ও ৩০″ x ৬০	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯	
৩।	লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া এবং জাজিরা-গোপালগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৩৬″ x ১১০	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯	
৪।	সাতক্ষীরা (ভোমরা)-খুলনা (আড়ংঘাটা) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৩০″ x ৬৫	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৮	
৫।	মহেশখালী-বাখরাবাদ তৃতীয় সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৫২″ x ২৯০	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯	

মানবসম্পদ উন্নয়ন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর প্রশিক্ষণ খাতের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কোম্পানীর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিম্নোক্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার

কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও কোম্পানীর নিজস্ব ভেন্যুতে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বমোট ৭৪টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও

ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মোট ৫৪৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ০১টি বৈদেশিক Tests and/or Inspections এ ০৫ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিচালকমন্ডলীর ৪২৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে জিটিসিএল এর সকল স্থাপনা ও প্রকল্পে কোম্পানীর জন্য প্রস্তুতকৃত 'Environmental policy of GTCL-2019' অনুসৃত হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি

কোম্পানীর দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন এবং পেপার বিহীন অফিসে পরিণত করার লক্ষ্যে জিটিসিএলএ Enterprise Resource Planning/Enterprise Asset Management (ERP/EAM) System ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত ERP/EAM System (SAP)- এর ৬টি মডিউলের মাধ্যমে যাবতীয় বিল পরিশোধ, আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ, বাজেট ছাড়করণ, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, সকল ধরনের ছুটির আবেদন এবং অনুমোদন, বেতন-ভাতাদি প্রদান, মালামাল/ইনভেন্টরী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হচ্ছে এবং ইআরপি সিস্টেমের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। BI Dashboard এর মাধ্যমে দৈনিক গ্যাসের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমের গ্রাফিকাল প্রক্ষেপণ প্রদর্শন করা হচ্ছে। ERP/EAM System এর ব্যাক-আপ সিস্টেম হিসেবে ব্যবহৃত DR Center টি বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানী লিমিটেড (বিডিসিসিএল) কর্তৃক প্রদত্ত Infrastructure as a Service (IAS) সেবার মাধ্যমে ক্লাউডে স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জিটিসিএল এর আইটি কর্মকর্তাগণ SAP মডিউলকন ফিগারেশন, রিপোর্ট প্রস্তুত করণ এবং ERP সাপ্লায়ার টিমের সাথে কাজ করে প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান করছে।

ইন্সপেকশন এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল কার্যক্রম

(ক) বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পের ৬৯ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজের ওয়েল্ডিং, এনডিটি, জয়েন্ট কোটিং এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

(খ) বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পের আওতায় এইচডিডি পদ্ধতিতে ০৮ (আট) টি নদী ক্রসিং কাজের ওয়েল্ডিং, এনডিটি, জয়েন্ট কোটিং এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

(গ) পদ্মা বহুমূখী সেতুতে ৬.১৫ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজের ওয়েল্ডিং, এনডিটি, জয়েন্ট কোটিং এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং কার্যাবলী তদারকি করা হয়েছে।

(ঘ) ২৪″ এবং ৩০″ ব্যাসের এলেঙ্গা হতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপাড় পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রতিস্থাপন কাজের ওয়েল্ডিং, এনডিটি, জয়েন্ট কোটিং এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং কার্যাবলী সম্পাদন করতঃ কমিশনিং এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

(ঙ) আশুগঞ্জ এ অবস্থিত ২০″ ব্যাসের ভিএস-৩ লাইনে হট ট্যাপিং এর মাধ্যমে এসপিসিএল ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিরবিছিন্ন গ্যাস সরবরাহে সহযোগিতা করা হয়েছে।

(চ) এসপিসিএল ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিরবছিন্ন গ্যাস সরবরাহের জন্য ১২″ ব্যাসের পাইপলাইন নির্মাণ কাজের ওয়েল্ডিং, এনডিটি, জয়েন্ট কোটিং এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

(ছ) যমুনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বেজুড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে মাধবপুর জিটিসিএল ভাল্ব স্টেশন (ভিএস-কিউ) হতে জেজিটিডিএসএল সিস্টেমে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ১২″ ব্যাসের পাইপলাইনে হট ট্যাপিং এর কাজ তদারকি করা হয়েছে।

হেলথ এন্ড সেফটি সংক্রান্ত কার্যক্রম

(ক) কোম্পানীর অধীনস্থ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন করত: পর্যালোচনার জন্য পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়।

(খ) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় ভবনের ফায়ার ডিটেকশন, ফায়ার এলার্ম ও ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

(গ) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় ভবন, ট্রান্সমিশন ডিভিশন-ইস্ট, ট্রান্সমিশন ডিভিশন-ওয়েস্ট এবং অপারেশন ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে স্থাপিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসমূহের রিফিলিং, সার্ভিসিং ও পেইন্টিং কাজ সম্পাদন শেষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক কার্যকারিতা পরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

(ঘ) জিটিসিএল এর প্রধান কার্যালয় ভবনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও হেলথ এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিসহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর সহযোগিতায় Mock Drill সম্পাদন করা হয়।

(ঙ) কোম্পানীর আওতাধীন এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশন, মহেশখালী সিটি গেইট স্টেশন এবং ফেনী আইসিএস ইত্যাদি স্থাপনায় সেফটি পরিদর্শন সম্পাদন করা হয়েছে। সাইট পরিদর্শনপূর্বক সেফটি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়।

(চ) CDM প্রকল্পের আওতায় জিটিসিএল-এর বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম (২৪″ ব্যাস) পাইপলাইনে লিক ডিটেকশনের উদ্দেশ্যে প্রি-ফিজিবিলিটি সার্ভে সম্পাদন করা হয় এবং উক্ত পাইপলাইনে কোন লিক পাওয়া যায়নি।

(ছ) কোম্পানীর আওতাধীন আনোয়ারা সিজিএস-এ প্রস্তাবিত ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম এর Conceptual DesignI Cost Estimate প্রণয়ন করা হয়।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২২, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী-২০২৩ উদযাপন

১৫ আগস্ট, ২০২২ জাতীয় শোক দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক যথাযথ মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয় । দিবসটি উপলক্ষে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে পবিত্র কোরআন খতমের আয়োজন করা হয় এবং প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌ: রুখসানা নাজমা ইছহাক এর নেতৃত্বে কোম্পানীর মহাব্যবস্থাপক/পরিচালক/প্রকল্প পরিচালকগণ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে জিটিসিএল প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়াল মোনাজাতে ১৫ আগস্ট জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয় ।

কোম্পানী কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌ. রুখসানা নাজমা ইছহাক এর নেতৃত্বে মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, জিটিসিএল অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ প্রত্যুষে স্বাস্থ্য বিধি মেনে জিটিসিএল প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা নিবেদিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" অবলম্বনে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র "চিরঞ্জীব মুজিব" জিটিসিএল অডিটোরিয়ামে প্রদর্শন করা হয়। কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্ত চলচিত্র উপভোগ করেন।

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী) ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, সম্মানিত সচিব- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সম্মানিত চেয়ারম্যান (সচিব)-বিপিসি, সম্মানিত চেয়ারম্যান-পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে সকালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং কেক কেটে জন্মদিবস পালন করেন। দিবসটি উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জিটিসিএল প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে জিটিসিএল প্রাঙ্গনে মাননীয় উপদেষ্টা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সম্মানিত সচিব, বিপিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান (সচিব) ও পেট্রোবাংলার সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় বৃক্ষরোপন করেন এবং মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী) ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, সম্মানিত সচিব- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সম্মানিত চেয়ারম্যান (সচিব)-বিপিসি, সম্মানিত চেয়ারম্যান- পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভোগের উর্দ্ধতণ কর্মকর্তাগণ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে জন্মদিবস পালন করেন।

এছাড়াও ঐদিন সকালে জিটিসিএল-এ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ" বিষয়ের উপর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও জিটিসিএল বোর্ডের সম্মানিত পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবীর ও জিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী রুখসানা নাজমা ইছহাক পুরস্কার বিতরণ করেন।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

১। কোম্পানি পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী	বর্ণনা
১.১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)
১.২	কোম্পানির রেজিস্টার্ড হেড অফিস	গ্রাম: চৌহাটি, থানা: পার্বতীপুর, জেলা: দিনাজপুর।
১.৩	কোম্পানির লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
১.৪	কোম্পানি গঠনের তারিখ ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮, তারিখ: ০৪ আগস্ট ১৯৯৮
১.৫	ব্যবসায়িক পরিচিতি নং (BIN)	০০০০৯১৩২২

১.৬	টিআইএন সার্টিফিকেট	৪৪৫-২০০-৪১১৫ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯
১.৭	ই-টিআইএন	১৬৪২ ৬৬৭৮ ৬৩৪৮
১.৮	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল	মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার
১.৯	চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ	জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার
১.১০	কোম্পানি সচিব	উম্মে তাজমেরি সেলিনা আখতার
১.১১	অডিটর	এম. জে. আবেদীন এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্, ন্যাশনাল প্লাজা, ৪র্থ তলা, ১০৯ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫।
১.১২	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
১.১৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১.১৪	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ অক্টোবর-১৯৯৮
১.১৫	কোম্পানির ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ ফেব্রুয়ারী-২০০০
১.১৬	বড়পুকুরিয়ায় কয়লা আবিষ্কার হয়	১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় ১১৮ থেকে ৫০৯ মিটার গভীরতায় কয়লা আবিষ্কার হয়।
১.১৭	বড়পুকুরিয়ার কয়লার গুনগত মান	উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা
১.১৮	খনি উন্নয়ণ কার্যক্রম	২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়
১.১৯	কোম্পানি কর্তৃক প্রথম কয়লা উৎপাদন ফেইস	২৬০ মিটার গভীরে অবস্থিত ১১০১ লংওয়াল ফেস
১.২০	কোম্পানি কর্তৃক বাণিজ্যিক ভাবে কয়লা উৎপাদন শুরুর তারিখ	১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সাল
১.২১	খনি উন্নয়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি)
১.২২	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	৭ (সাত) জন।
১.২৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	৭০০,০০,০০,০০০.০০ টাকা
১.২৪	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	৩৯১,৬৩,০৫,৫০০.০০টাকা
১.২৫	কোম্পানির ওয়েবসাইট ঠিকানা	www.bcmcl.org.bd
১.২৬	কোম্পানির ফেসবুক পেজ	www.facebook.com/Barapukuria Coal mining Company Limited.
১.২৭	কোম্পানির ভিশন ও মিশন	**ভিশন:** বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কয়লা উৎপাদন। **মিশন:** দেশের প্রাথমিক জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প কয়লা সম্পদ উন্নয়ন। কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ। কয়লা উৎপাদনে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ঠ থাকা।

কার্যাবলী

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

জনবল কাঠামো

কোম্পানির বর্তমান কার্যপরিধি এবং বাস্তবতার আলোকে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোটি সংশোধনপূর্বক গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে কোম্পানীতে প্রবর্তন করা হয়েছে। সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০১৬ তে সংস্থানকৃত স্থায়ী ৩১০ জন কর্মকর্তা ও ১১৯ জন কর্মচারীর বিপরীতে ০৭ টি বিভাগে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা ১৫২ জন ও কর্মচারী ২৬ জন। এছাড়া, চুক্তিভিত্তিক (খণ্ডকালীন) ১ (এক) জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ০১ জন কর্মকর্তা ও ০২ জন কর্মচারী পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্ত অন্যান্য কোম্পানী হতে বিসিএমসিএল-এ প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন, যাদের হিসাব কর্মরত জনবলে দেখানো হয়েছে। এছাড়া, বিসিএমসিএল-এর ০৪ জন কর্মকর্তা অন্যত্র প্রেষণে কর্মরত/সংযুক্ত রয়েছেন, যাদের হিসাব কর্মরত জনবলে উল্লেখ করা হয়নি। বর্ণিত সাংগঠনিক কাঠামোতে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ৪৮৩ জন কর্মচারীর সংস্থান রাখা হয়েছে। কোম্পানীর কাজের স্বার্থে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ২৭২ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

ক) উৎপাদন বিষয়ক: ২০২২-২৩ অর্থবছরে কয়লা উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রা ৫.০০ লক্ষ টনের বিপরীতে ৭.৬৭ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ৫৩% বেশি।

খ) রোডওয়ে উন্নয়ন: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ভূ-গর্ভে রোডওয়ে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২,৬০০ মিটার (কোল রোডওয়ে ১,৪০০ মিটার এবং রক রোডওয়ে ১,২০০ মিটার) নির্ধারিত ছিল। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কয়লার মধ্য দিয়ে মোট ২,৫৯৪.৮০ মিটার রোডওয়ে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ৮৫.৩৪% বেশি। অপরদিকে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পাথরের মধ্য দিয়ে মোট ১,৫১০.০০ মিটার রোডওয়ে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ২৫.৮৩% বেশি।

গ) কোভিড-১৯ মোকাবেলা করে কয়লা উত্তোলন: ভূ-গর্ভ হতে কয়লা উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যেপ্রায় ৭০০ জন স্থানীয় শ্রমিক এবং প্রায় ৩০০ জন চীনা জনবলের নিয়মিত (নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর) কোভিড পরীক্ষা, স্থানীয় শ্রমিকদের খনিতে অবস্থান নিশ্চিতকরণ, কয়লা উত্তোলন এবং রোডওয়ে উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও যন্ত্রপাতিসমূহ আন্তর্জাতিক বাজার হতে যথাসময়ে প্রাপ্তিসহ অন্যান্য প্রতিকূলতা মোকাবেলাপূর্বক খনির সার্বিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। ফলশ্রুতিতে ১৩০৬ ফেইস হতে ৪.০০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫.৫১ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হয় অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ৩৭.৭৫% বেশী, যা কোভিডকালীন সময়ে বিসিএমসিএল-এর একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

ঘ) কোন দুর্ঘটনা ব্যতিরেকে কয়লা উত্তোলন: বিসিএমসিএল-এর নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় আলোচ্য অর্থবছরে কোনরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন কয়লা উত্তোলনসহ খনির যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

ঙ) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (জিএসবি) কর্তৃক আবিস্কৃত আলিহাট আয়রন ওর (Ore) ক্ষেত্রের প্রিলিমিনারী স্টাডি পরিচালনা। "Preliminary Study for development of Alihat Iron Ore deposit at Hakimpur, Dinajpur, Bangladesh" শীর্ষক স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিসিএমসিএল এবং DMT Consulting Limited এর মধ্যে ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে (Contract No:28.12.0000.332.99.001.21/2160) চুক্তি সম্পন্ন হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ১০ আগস্ট-২০২২ তারিখ থেকে কার্যকর করে উল্লিখিত প্রিলিমিনারি স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনার কাজ চলমান রয়েছে।

চ) দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের স্টাডি প্রতিবেদন রিভিউকরণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ: দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের সমীক্ষার জন্য "ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যা গত ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি হতে

দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রে ৭০৬ মিলিয়ন টন কয়লার ভূ-তাত্ত্বিক মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিসিএমসিএল-এ কর্মরত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DMT Consulting Limited, UK-এর মাধ্যমে দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনটির রিভিউকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং গত ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে চূড়ান্ত রিভিউ প্রতিবেদন জমা প্রদান করেছে। বিসিএমসিএল কর্তৃক দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দিকনির্দেশনা/নীতিগত অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত একটি চিঠি পেট্রোবাংলার মাধ্যমে গত ২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনায় দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়টি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর) নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে জরুরীভিত্তিতে একটি ভিডিও প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ছ) টেকনো ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোলমাইন ইন নদার্ণ এন্ড সাউদার্ণ পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ”-শীর্ষক প্রকল্প:

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তর ও দক্ষিণ অংশ হতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের জন্য “টেকনো ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোল মাইন ইন দা নর্দান এ্যান্ড দা সাউদার্ন পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন,পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পটির প্রস্তুতকৃত পিএফএস অনুমোদনের জন্য গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গত ২০ জুন ২০২৩ তারিখে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোম্পানির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

In the FY 2022-23, total Coal Production was achieved by 7,67,307.47 Metric tons. During the FY 2022-23, the company earned Tk.14,343.56 million from sale of coal and Tk.885.09 million from other sources comprising a total amount of Tk. 15,228.65 million. During this period Tk.12,832.63 million was spent as Cost of operation and expenditure against other heads. In this fiscal year, the net profit stood at Tk.2396.02 million following deduction of Tk.908.83 million provisions for income tax, which was Tk.637.04 million in previous fiscal year. In addition to this, the actual revenue expenditure was Tk.12,832.63 million in the fiscal year under consideration against an allocated budget of Tk.9,190.00 million which is Tk 3,642.63 million or 39.64% more than the allocated budget due to Fluctuation of exchange loss of Dollar against foreign payment and increase of Coal production. During the FY 2022-23, the company deposited Tk.2,855.59 million to the government exchequer.

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প নেই।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

“Preliminary Study for development of Alihat Iron Ore deposit at Hakimpur, Dinajpur, Bangladesh” শীর্ষক স্টাডি প্রকল্প:

“Preliminary Study for development of Alihat Iron Ore deposit at Hakimpur, Dinajpur, Bangladesh” শীর্ষক স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিসিএমসিএল এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DMT Consulting Limited, United Kingdom এর মধ্যে ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে ১১ মাস মেয়াদী একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ১০ আগষ্ট-২০২২ তারিখ থেকে কার্যকর করে উল্লিখিত প্রিলিমিনারি স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য DMT Consulting Limited-কে Commencement পত্র দেওয়া হয় যার মেয়াদ ০৯ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। তবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেয়াদ

বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বিসিএমসিএল-এর ৩৫৬-তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত চুক্তির মেয়াদ ০১ জানুয়ারী ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড দেশের প্রথম এবং একমাত্র কয়লা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খনি বিষয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ না থাকায় খনিতে কর্মরত জনবলের প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এ অর্থবছরের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানি হতে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ২০টি প্রশিক্ষণে মোট ৪৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৫ টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে ১৫১ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারীসহ মোট ১৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বর্ণিত অর্থবছরে ০১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যাতে মোট ৪৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানী হতে ০৪ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ

(ক) কয়লা উত্তোলনের ফলে ভূ-অবনমন সংক্রান্ত তথ্য

প্রতি মাসে তিন বার বিসিএমসিএল-এর সাবসিডেন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট সেকশনের কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান XMC-CMC কনসোর্টিয়ামের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কয়লা উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট সাবসিডেন্স এর পরিমাণ পরিমাপ করা হয়ে থাকে। XMC-CMC কনসোর্টিয়াম প্রতি মাসে একবার সাবসিডেন্স মনিটরিং রির্পোট প্রদান করে থাকে। সর্বোচ্চ সাবসিডেন্স এর পরিমাণ প্রায় ৯.৫ মিটার। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ১৩০৬ নং ফেস থেকে কয়লা উত্তোলনের সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১১৩ নং ফেস থেকে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। ১১১৩ নং ফেসে জুন মাস শেষে সাবসিডেন্স এর পরিমাণ প্রায় ২০৯ মি:মি:।

(খ) তরল বর্জ্য এবং পরিবেষ্টক বায়ুর নমুনা পরীক্ষা

খনি হতে নিষ্কাশিত পানি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করা হচ্ছে। এ পানিতে ক্ষতিকারক পদার্থের সহনীয় মাত্রার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতি তিন মাস পরপর বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এর খনি এলাকা থেকে নির্গত খনির তরল বর্জ্যের PH, DO, BOD, COD, TDS, Oil & Grease I EC এর পাশাপাশি বায়ুর গুণগতমান (SPM, SO2I NOX) পরীক্ষা করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দল খনি এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে খনির তরল বর্জ্য এবং বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষা পূর্বক ফলাফল প্রদান করে। খনি এলাকা থেকে নির্গত খনির তরল বর্জ্য এবং বায়ুর গুণগতমান ECR-97 অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রয়েছে।

(গ) পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

চলতি বছরের নবায়নকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রটি (মেয়াদ: ০৯ জুলাই ২০২২ - ১০ জুলাই ২০২৩) বিসিএমসিএল-এর হস্তগত হয়েছে এবং পরবর্তী মেয়াদের (মেয়াদ: ১০ জুলাই ২০২৩ হতে ৯ জুলাই ২০২৪) জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রটি নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নিম্নরুপঃ

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
সমীক্ষা প্রকল্পসমূহঃ			
১.	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর অপেন পিটকোল মাইন ইন দ্যা নর্দার্ণ এন্ড সাউদার্ণ পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	৩ বছর	বাৎসরিক প্রায় ৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
২.	প্রিলিমিনারী স্টাডি ফর মাইন ডেভেলপমেন্ট এ্যাট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (নর্থ ওয়েস্ট ১৫ বর্গ কি.মি. এরিয়া) জয়পুরহাট এন্ড নওগাঁ ডিসট্রিক্ট, বাংলাদেশ।	২ বছর	বাৎসরিক ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে খনি উন্নয়ন করা গেলে উক্ত কয়লা দ্বারা ১২০০ মে. ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করা সম্ভব।
৩.	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডিফর ডেভেল পমেন্ট অব খালাস পীর কোল ফিল্ড, খালাসপীর, পীরগঞ্জ, রংপুর, বাংলাদেশ।	৪ বছর	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
কয়লাক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ			
১.	ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	৬-৮ বছর	দিঘীপাড়া কয়লা খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।
২.	ডেভেলপমেন্ট অব খালাসপীর কোল ফিল্ড, খালাসপীর, পীরগঞ্জ, রংপুর, বাংলাদেশ।	৭-৮ বছর	বাৎসরিক প্রায় ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।

অন্যান্য কাযক্রম (যদি থাকে): নাই।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১২৮ মিটার গভীরতায় গ্রানাইট পাথর আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নাম) এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ন-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে দুটি শ্যাফট নির্মাণ করে ৫টি স্টোপ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারীর মাধ্যমে খনিটি take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটি হতে উৎপাদন কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হচ্ছিল। কিন্তু নতুন স্টোপ উন্নয়নের জন্য কোম্পানির আর্থিক সংগতি ছিল না। ফলে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে মেসার্স জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬ (ছয়) বছর মেয়াদী "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine" শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ গত ২০-০২-২০২০ তারিখে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত Side Letter Agreement এর মাধ্যমে উক্ত চুক্তির মেয়াদ ১ বছর বর্ধিত করা হয়, যার মেয়াদ ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে শেষ হয়। খনি উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ঠিকাদার জিটিসি'র সাথে পুনরায় ৬ বছর (২০২১-২০২৭) মেয়াদে খনি উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত

হয়েছে। নতুন চুক্তির অধীনে জিটিসি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২টি স্টোপ উন্নয়নসহ ১০,৬৩,৩৩২.৩৭ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন করেছে।

জনবল কাঠামো (সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী):

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	শূন্য পদ
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)	৫১৫	৩০৫	২১০
	কর্মকর্তা - ১৯৮ কর্মচারী - ৩৩ আউট সোর্সড - ২৮৪	কর্মকর্তা - ১১১ কর্মচারী ১৯ আউট সোর্সড -১৭৫	কর্মকর্তা - ৮৭ কর্মচারী - ১৪ আউট সোর্সড - ১০৯

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উৎপাদন করা হয় এবং উক্ত সময়ে খনির ২টি স্টোপ উন্নয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে উৎপাদিত পাথরের বিপরীতে মোট ৫ লক্ষ ৭২ হাজার মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্দ অর্থ ১৯৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা কোম্পানীর কোষাগারে জমা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল):

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিলা বিক্রয় বাবদ ১৯৫.৩৬ কোটি টাকা, ব্যাংক জমার সুদ বাবদ ১.৯৮ কোটি টাকা ও অন্যান্য খাতে ২১.৮০ কোটি টাকাসহ মোট ২১৯.১৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে। প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী ঠিকাদার জিটিসি'র বিল বাবদ ১৫১.৯৮ কোটি টাকা, বেতনভাতা বাবদ ১৫.৬৭ কোটি টাকা, প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ২৫.০১ কোটি টাকা, বিক্রয় কমিশন বাবদ ১.৮২ কোটি টাকা, রয়্যালটি বাবদ ১৪.৩৫ কোটি টাকা এবং আয়কর ৩.২০ কোটি টাকাসহ মোট ২১২.০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে প্রায় ৭.১০ কোটি টাকা লাভ হতে পারে।

৩০-০৬-২০২৩ তারিখে কোম্পানির নীট ঋণের পরিমাণ ১১০৪.৩১ কোটি টাকা, বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৮.২৫ কোটি টাকা নীট লাভ হলেও ক্রমপুঞ্জিত লোকসানের পরিমাণ ৫৩০.১৭ কোটি টাকা ছিল। লোকসান হওয়ায় কোম্পানীর মূলধন কাঠামোতে ঋনাত্মক ইক্যুয়িটি বিরাজমান। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসেবে ১.০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া পেট্রোবাংলা হতে গৃহিত ঋণের মধ্যে ২.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

কোম্পানি পরিচালনায় প্রতি বছর লোকসান হলেও রয়্যালটি, ঠিকাদারের আয়কর ও মূসক, বিস্ফোরক আমদানির কাস্টম, ডিউটি ও মূসক, মাইনিং লিজ ফি ইত্যাদি খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৮৪.৭৭ কোটি টাকাসহ শুরু হতে সর্বমোট ৪৭৬.৯৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোম্পানীর প্রধান অফিস ডুয়েল সোর্স Wi-Fi ও ইন্টারনেট কেবল নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম ইজিপি টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সফটওয়ার ভিত্তিক স্টোর ইনভেন্টরী, মার্কেটিং সফটওয়্যার, সিটিজেন চার্টাড, ERM এর জন্য ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানীর প্রধান গেটসমূহের নেইম প্লেট ডিজিটাল করা হয়েছে। পাথর সরবরাহকারী ডিলারদের প্রতিনিধিদের জন্য ওয়েটিং রুম ও ওয়াশ রুম তৈরি করা হয়েছে। খনির প্রধান কার্যালয় হতে হাইওয়ে রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি ঢালাইসহ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এমজিএমসিএল-এর মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তন ও SMS এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বায়মেট্রিক অফিস এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা ও সিসিটিভি এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

দেশের ক্রমবর্ধমান পাথরের চাহিদা পুরণ ও গ্রানাইট পাথর হতে স্লাব তৈরির লক্ষ্যে নতুন খনি উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য পেট্রোবাংলার অর্থায়নে এমজিএমসিএল কর্তৃক "Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ আগস্ট, ২০১৯ এর মধ্যে শেষ হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ শিলায় অসংখ্য ফ্রাকচার-ফিশার থাকায় স্লাব আকারে গ্রানাইট উত্তোলন সম্ভব নয়। তবে প্রতিদিন ১১,০০০ মেট্রিক টন ক্রাশড গ্রানাইট স্টোন উত্তোলনযোগ্য ৪০ বছর মেয়াদী একটি খনি উন্নয়ন সম্ভব হবে। বিনিয়োগকারী নিয়োগ করে নতুন খনি উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ:

অর্থ বৎসর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা	কর্মচারির সংখ্যা	মোট
২০২২-২০২৩	ইন-হাউজ ৪টি	ইন-হাউজ ১৬৫ জন	-	৭৭৯ জন
	স্থানীয় ২৬টি	স্থানীয় ৬১৪ জন	-	৭৭৯ জন
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:				
অর্থ বৎসর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা	কর্মচারির সংখ্যা	মোট
২০২২-২০২৩	-	-	-	-

পরিবেশ সংরক্ষণ:

খনি এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানীর পক্ষ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্রাশিং ও সর্টিং প্লান্টে এবং স্কীপ আনলোডিং হাউজে সৃষ্ট শিলাধূলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাস্ট কালেক্টর স্থাপন করা আছে। ভূ-উপরিভাগে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হতে উদ্ভুত শব্দ অনুমোদিত মাত্রা ৭৫ ডেসিবল-এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অত্র খনি কাজে সংশ্লিষ্ট জনবল ও পরিবেশের উপর উদ্ভুত শব্দের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রোপণকৃত গাছ নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও "রূপকল্প-২০৪১" বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রজেক্টসমূহে গ্রানাইট পাথর-এর সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনির গ্রানাইট পাথর উৎপাদন ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য আরও একটি নতুন খনি উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

কর্পোরেশনের পরিচিতি ও কার্যাবলী:

পরিশোধিত তেল আমদানি ও পরিশোধন, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ও লুব্রিক্যান্টস আমদানি, বিপণন ও বিতরণ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখ থেকে কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি'র উপর অর্পিত রয়েছে। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দুটি ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট এবং একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্বাবলী পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহন খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্পোরেশনের গঠন ও দায়িত্ব

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ৩ জন সরকার মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নীতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী। বিপিসি'র বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৮ জন। Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, 1976 রহিতক্রমে ১৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, আইন ২০১৬ সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দায়িত্বাবলী:

১। পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের সংগ্রহ ও আমদানি।

২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের উৎপাদন।

৩। পেট্রোলিয়াম শোধণাগার এবং তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা।

৪। বেস-স্টক প্রয়োজনীয় সংযোজনের বস্তু এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন।

৫। লুব্রিক্যান্ট তেলের আমদানি ও উৎপাদন।

৬। ব্যবহৃত লুব্রিক্যান্ট এর জন্য পুন:ব্যবহারযোগ্য প্লান্ট প্রতিষ্ঠা।

৭। অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং রিফাইনারীর অবশিষ্টাংশ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৯। আন্তঃমহাদেশীয় তেলের ট্যাংকার সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ।

১০। পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত ও সম্প্রসারণ।

১১। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপণনে কোন সংস্থা বা কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

১২। বিপিসি'র অধীনস্থ কোম্পানিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ, তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাদি সম্পন্নকরণ।

জনবল কাঠামো

কর্মকর্তা				কর্মচারী				মন্তব্য
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৮	০১	
পরিচালক	৩	৩	-	রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				স্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				সাঁটলিপিকার/পিএ	১২	০৬	০৬	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ	২৮	১৯	০৯	
উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/ মহাব্যবস্থাপক	৬	৫	১	কম্পাউন্ডার	১	১	-	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক	১৩	১৩	-	টেলেক্স অপাঃ	২	-	২	
উর্ধ্বতন আবাসিক চিকিৎসক	১	১	-	টেলিফোন অপাঃ	২	১	১	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	১২	৩	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৪	৭	ড্রাইভার	১৩	১০	৩	
				মোটঃ (৩য় শ্রেণী)	**৭৩**	**৫১**	**২২**	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী)	৭	৩	৪	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণী)	১	১	-	ডেসপাচ রাইডার	২	২	-	
				অফিস সহায়ক	২৭	২০	৭	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	৯	১	
				বাস হেলপার	১	১	-	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৩	২	
				মোটঃ (৪র্থ শ্রেণী)	৪৬	৩৬	১০	
মোটঃ	**৫৯**	**৪৪**	**১৫**	**সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী):**	**১১৯**	**৮৭**	**৩২**	

জনবলের বর্তমান অবস্থা

	মঞ্জুরীকৃত পদ	বিদ্যমান পদ	শূণ্য পদ
কর্মকর্তা	৫৯	৪৪	১৫
কর্মচারী	১১৯	৮৭	৩২
মোটঃ	**১৭৮**	**১৩১**	**৪৭**

বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

১। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একইসাথে দেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যেকোন দেশের উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি হলো জ্বালানি তেল। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে জ্বালানি তেলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-কারখানাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২। সে প্রেক্ষিতে বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হতে জি-টু-জি মেয়াদী চুক্তি ও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ করছে। রাষ্ট্রায়াত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ হল:- Emirates National Oil Company (ENOC)-UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL)-Malaysia, Petrochina International (Singapore) Pte. Ltd.-China, Unipec Singapore Pte Ltd.-China, PT Bumi Siak pusako (BSP)-Indonesia, PTT International Trading Pte. Limited-Thailand, Indian Oil Corporation Limited (IOCL), India, Numaligar Refinery Limited (NRL), India. উল্লেখ্য, ভারতের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল)-এর শিলিগুড়িস্থ মার্কেটিং টার্মিনাল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) আমদানির লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গত ১৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখে "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল)"-এর শুভ উদ্বোধন করেন। পাইপলাইনের মাধ্যমে সহজ, সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে জ্বালানি তেল আমদানি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

পাশাপাশি বিপিসি জি-টু-জি মেয়াদী চুক্তির আওতায় সৌদি আরবের Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানি করছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস হতে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩। বিপিসি কর্তৃক আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল (ক্রুড অয়েল) দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ইআরএল এ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ৬৮১৫৪৮.০০ মেট্রিক টন মারবান ক্রুড অয়েল এবং ৮৬৯৪৭৭.০০ মেট্রিক টন এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল (এএলসি) অর্থাৎ প্রায় ১৫৫১০২৫.০০ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। উক্ত আমদানিতে প্রায় ১০৯৬৮.৩০ কোটি টাকা বা ১০৪৪.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়।

৪। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির পাশাপাশি বিপিসি কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৯,৭৬,১০৯ মেট্রিক টন ডিজেল, ৩৩৭,৪৯৮ মেট্রিক টন মোগ্যাস, ৪৭২,৬৩৯ মেট্রিক টন জেট এ-১, ৪৮৯,৪৯৪ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল এবং ৩০,০৭২ মেট্রিক টন মেরিন ফুয়েল আমদানি করা হয়। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি খাতে এ অর্থবছরে প্রায় ৪৮৫৯৬.১১ কোটি টাকা বা প্রায় ৪৭১৮.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়।

বিপিসি কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জ্বালানি তেল আমদানির পরিমাণ ও আমদানি ব্যয়

(আনঅডিটেড/প্রভিশনাল)

অর্থ বছর	অপরিশোধিত			পরিশোধিত		
	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মূল্য (কোটি টাকায়)
২০২২-২৩	১৫৫১০২৫.০০	১০৪৪.৫৯	১০৯৬৮.৩০	৫৩০৫৮১২.০০	৪৭১৮.৮৬	৪৮৫৯৬.১১

৫। বিপিসি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে ৩২০.১৩৭ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট গ্রহণ করেছে। পূর্বের মজুদসহ ৫২০.৩৫৩ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড ক্রুড অয়েলের সাথে মিশ্রণ করে প্রক্রিয়াজাত করেছে। রিফাইনারির মজুদ ও আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলসহ ইআরএল ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রায় ১৪.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত জ্বালানি তেলসহ পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ইআরএল এ উৎপাদিত বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ নিম্নরূপ:

পরিমাণঃ মেট্রিক টন

অর্থ বছর	ডিজেল	ফার্নেস অয়েল	পেট্রোল (এমএস)	কেরোসিন	এলপিজি	ন্যাফথা	বিটুমিন	অন্যান্য
২০২২-২৩	৬৭২৭৪৬	৩৯৪০২০	৭৯১৪৯	৫৩৬১০	১৩৮৭৯	১১৮৪৯৪	৬৩০২৬	৯৩৩০২

৬। ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত জ্বালানি তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপজাত হিসেবে ন্যাফথা উৎপাদিত হয়। ইআরএল-এ উৎপাদিত ন্যাফথা দেশে স্থাপিত বিভিন্ন বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্লান্টে জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত ন্যাফথা রপ্তানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথার পরিমাণ, বৈদেশিক রপ্তানি ও স্থানীয়ভাবে সরবরাহের পরিমাণ নিম্নের ছকে দেয়া হলো:

অর্থবছর	ইআরএল এ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	বৈদেশিক রপ্তানি (মেট্রিক টন)	বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্লান্টে সরবরাহ (মেট্রিক টন)			
			সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম	এ্যাকোয়া রিফাইনারি লিঃ, নরসিংদী	সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারি লিমিটেড, চট্টগ্রাম	মোট
২০২২-২০২৩	১১৮৪৬৪	০	৬৭৪৩০	৩৬৪০৫	৫০০৪	১০৮৮৩৯

৭। উল্লেখ্য, স্থানীয় উৎস (বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেসন প্ল্যান্ট/ পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট) থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ৫,৭৩,৫০৮ মেট্রিক টন পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ নিম্নে ছকে দেয়া হলো:

পরিমাণঃ মেট্রিক টন

অর্থবছর	ডিজেল	অকটেন	পেট্রোল (এমএস)	কেরোসিন	জেট এ-১	অন্যান্য
২০২২-২৩	৮৮৭৫৫	২৫৯৩৫০	১৯০১৭২	২০৯৭৭	২২৬০	১১৯৯৪

বিপণন কার্যক্রম

ক) ২০২২-২৩ (জুলাই'২২ থেকে জুন'২৩ পর্যন্ত) অর্থবছরে স্থানীয় উৎস থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ (মেট্রিক টন)

পণ্যের নাম	পরিমাণ (মেট্রিক টন)
অকটেন	২৫৯৩৫০
পেট্রোল	১৯০১৭২
ডিজেল	৮৮৭৫৫
কেরোসিন	২০৯৭৭
এমটিটি	৫২৪৬
এসবিপিএস	৬৫১৪
লাইট এমএস	২৩৪
কনডেনসেট	০
জেট এ-১	২২৬০
মোট	**৫৭৩৫০৮**

খ) ২০২২-২৩ (জুলাই'২২ থেকে জুন'২৩ পর্যন্ত) অর্থবছরে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় (মেট্রিক টন)

অকটেন	পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল	ডিজেলএলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল)	জেবিও (জুট ব্যাচ অয়েল)	ফার্নেস	লুব	এলপিজি
৩৯৩৫৫৭	৪৫৪৫৫৬	৭৭৪৮৭	৪৯৩৫৪৮৩	৩১০	৯৭৬৩	৮৮০৭০২	১৬১৭৩	১৫২১৫

বিটুমিন	এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)	এমটিটি (মিনারেল তারপেনটাইন)	জেটএ-১ এম.	ফুয়েল	মোট
৫৭৭২৯	৬৪৪৫	৫০৯৮	৪৭১৫৩৫	১৭৩৭৫	৭৩৪১৫২০

(গ) ২০২২-২৩ (জুলাই'২২ থেকে জুন'২৩ পর্যন্ত) তারিখে বিভাগ ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩৮৫
সিলেট	১৪৭
ঢাকা	৫৮৩
ময়মনসিংহ	১২৬
রাজশাহী	৩৩০
রংপুর	৩৫৪
খুলনা	৩১০
বরিশাল	৬২
মোট	**২২৯৭**

কোম্পানিসমূহের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
পদ্মা অয়েল কোম্পানী	৭০৯
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৮৪২
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	৭৪৬
মোট	**২২৯৭**

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিপিসি'র বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ০১টি এডিপিভুক্ত ও ১১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিপিসি'র গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ

১। দেশে আমদানীতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সমুদ্রবক্ষে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) নামক ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলছে। জাহাজ হতে খালাসকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল অফশোর-অনশোর পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল এবং তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। জাহাজ হতে এক (১.০০) লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৮/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল জাহাজ হতে খালাসের ক্ষেত্রে ১০৮ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হলেও এসপিএম স্থাপনের পর তার দ্বিগুন পরিমাণ ডিজেল প্রায় ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। ফলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করার প্রয়োজন হবে না এবং এ খাতে কোন ব্যয় হবে না। স্বল্প সময়ে তেল খালাস সম্ভব হবে বিধায় জাহাজ ভাড়া উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। এতে অপারেশনাল ফ্লেক্সিবিলিটি ও ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। সর্বমোট ২২০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন, Deep Post Trenching, প্রকল্পের পাম্পিং স্টেশন

ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) এলাকায় ৬টি স্টোরেজ ট্যাংকের স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কমিশনিং কাজ সফলভাবে সম্পন্নকরতঃ দ্রুততম সময়ে প্রকল্প উদ্বোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৯৭%।

২। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে ''জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক'' শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি জুন,২০২৪ এর মধ্যে বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৪.৫০ কিলোমিটার লাইনপাইপ স্থাপন, ৬ টি নেমলেস নদী/খাল ক্রসিং, ৮ টি কেসড ক্রসিং, এইচডিডি পদ্ধতিতে বালু নদী এবং বোয়ালিয়া খাল ক্রসিং, রেলওয়ে ও ঢাকা ময়মনসিংহ রোড কেসড ক্রসিং প্রায় ১২০ মিটার এর কেসিং পাইপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও পিতলগঞ্জ ডিপোর ল্যান্ড ফিলিং ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৪৮%।

৩। চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) গোদনাইল/ফতুল্লা ডিপোতে পরিবহনের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৩৭ কিলোমিটার, গোদনাইল হতে ফতুল্লা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ২২৫.১১১ কিঃমিঃ পাইপলাইন লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও মেঘনা নদী- ১ ও ২, মেঘনা শাখা নদী- ১, ২, ৩, ৪ ও ৫, ব্রহ্মপুত্র নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, ফুলদী নদী ক্রসিং, ডিটি ১০.৫%, আরটি ও আইপিএস ৩১% এবং কুমিল্লা ডিপো ৪৩% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৬২%।

৪। দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আরো দ্রুত,সুষ্ঠ ও ব্যয় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রায়াত্ত্ব প্রতিষ্ঠান নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (এনআরএল) এর শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল আমদানির নিমিত্ত "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৩১.৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইন গত ১৮/০৩/২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কর্তৃক (বাংলাদেশ অংশে ১২৬.৫৭ কি.মি. ও ভারত অংশ ০৫ কি.মি. পাইপলাইন) শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। রিসিপ্ট টার্মিনাল নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে ০৬টি ট্যাংক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। রিসিপ্ট টার্মিনালের অয়েল ট্যাংক ও ফায়ার ট্যাংক নির্মান কাজের অগ্রগতি প্রায় ৭০%। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৬৫%।

৫। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণতঃ ২ মাসের জ্বালানি তেল মজুদ রাখতে পারলে একটি দেশকে জ্বালানি নিরাপত্তাসম্পন্ন দেশ বলে গণ্য করা হয়। দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালে ছিল ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত এবং বিপিসি ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে।

৬। দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পুরণ করার লক্ষ্যে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এর পরিশোধন ক্ষমতা আরো ৩০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির জন্য ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। "ইআরএল ইউনিট-২"নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পের ডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর ঠিকাদার (EPC) নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে, এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি জুন,২০২৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ERL এর বার্ষিক পরিশোধন ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। জুলাই,২০২৩ হতে জুন,২০২৮ বাস্তবায়নকাল ধরে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হবে। বতর্মানে বর্ণিত প্রকল্পের সহায়ক প্রকল্প হিসেবে PMC & FEED Service প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। FEED Service for ERL Unit-2 প্রকল্পের আওতায় ০৫টি লাইসেন্সর প্রতিষ্ঠানের সাথে Novation Agreement সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্টানের সম্পাদিত চুক্তি সংশোধন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও PMC Service for ERL Unit-2 প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদার (EPC) নিয়োগের লক্ষ্যে বিড ডকুমেন্ট চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৭। ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) কর্তৃক পরিশোধিত জ্বালানি তেল বিপিসির আওতাধীন ০৩টি তেল বিপণন কোম্পানিকে সরবরাহের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত কাস্টডি ট্রান্সফার অটোমেশনের নিমিত্ত "Design, Supply, Installation, Testing and Comissioning of custody transfer flo meter with supervisory control at ERL Tank Firm" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল এ জ্বালানি তেল গ্রহণ এবং ইআরএল হতে বিভিন্ন মার্কেটিং কোম্পানিতে জ্বালানি তেল সরবরাহ অটোমেশন এর আওতায় আসবে। জ্বালানি তেল সরবরাহে অপচয় হ্রাস পাবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হবে। কমিশনিংসহ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফ্লো-মিটার স্কিডের মেকানিক্যাল ইন্সটলেশন সম্পন্ন হয়েছে। যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৭০%।

৮। জ্বালানি তেল সেক্টরের অপারেশন, বিক্রয় ও হিসাব ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে 'সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা' (Integrated Automation system) চালু করার লক্ষ্যে "Automation of Main Installations of Three Oil Marketing Companies at Patenga, Chittagong, Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মূল প্রকল্প হিসেবে মূল স্থাপনার জ্বালানি তেল অপারেশন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে। এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে এ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) ও প্রাক্কলন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রনালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে ও টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও দেশের অন্যান্য ৩৯ টি ডিপো অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে Feasibility Study ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগের জন্য RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

ক) এডিপিভূক্ত চলমান প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র/ নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০১	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন।	দেশে আমদানীতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের খালাস কার্যক্রম আরও সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কুতুবদিয়ার সমুদ্রবক্ষে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপ লাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল'র ট্যাংক ফার্মে এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করা প্রয়োজন হবে না বলে লাইটারেজ খরচ সাশ্রয় হবে। ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েলের জাহাজ ৯-১১ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে এবং ৬০-৭০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ২৮-৩০ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। অপারেশনাল ইফিসিয়েন্সি অনেক বৃদ্ধি পাবে। ফলে ইমপোর্ট ট্যাংকার হ্যান্ডলিং বাবদ বিপিসি'র বাৎসরিক প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।	নভে'১৫-জুন'২৩ (প্রস্তাঃ নভে'১৫-জুন'২৪)	৭১২৪৬২.৪৬ (প্রস্তাঃ ৮২২২৪৪.৩০)

খ) নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র/ নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০১	কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)।	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।	জুলাই' ১৩- ডিসে' ২১ (প্রস্তা: জুলাই' ১৬- জুন' ২৬)	১০১০১.৯৯ প্রস্তাঃ ১৯২১০.৫৯
০২	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপাতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে জেট-এ-১ সরাবরাহ ব্যবস্থা আরো নিশ্চিত হবে।	সেপ্টে' ১৭-ডিসে' ২২ (প্রস্তা: সেপ্টে' ১৭-ডিসে' ২৪)	৩৩৯৬৩.০০
০৩	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এ-কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	এপ্রিল' ১৬-জুন, ২৪	২৬০৪৬.৫০
০৪	কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং(যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)।	যমুনা অয়েল কোম্পানি (জেওসিএল) এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই' ১৫-ডিসে' ২২ (প্রস্তাঃ জুলাই' ১৫-জুন' ২৬)	১৫৪১৮.৬০ প্রস্তাঃ ১৮৯৭৭.৩৭
০৫	কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম।	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ (পিওসিএল) এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই' ১৬-জুন' ২০ (প্রস্তাঃ জুলাই' ১৬-জুন' ২৭)	৬১৭৭.০০ প্রস্তাঃ ১১৬০৩.৯৭
০৬	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানী তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।	অক্টো' ১৮-ডিসে' ২২ (প্রস্তাঃ অক্টো' ১৮-ডিসে' ২৪)	৩১৭১৮.০০ (প্রস্তাঃ ৩৬৯৮৬৩.০০)

ক্র/ নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০৭	ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২।	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন, ড্রইং সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	অক্টো' ১৬ - জুন' ২৩ (প্রস্তাঃ অক্টো' ১৬-জুন' ২৪)	৪৪৯৫২.০০
০৮	ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত হতে বাংলাদেশে তেল আমদানি ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবিচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।	জানু' ২০-জুন' ২৪	৩১৩৬৪.২৪
০৯	ইনস্টলেশন অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম ।	ইআরএল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল এর ট্যাংকে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিখুঁত ও সঠিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	মার্চ' ২০-ডিসে:' ২৩	৮৪৫২.৪৫
১০	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম এম আই টু শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণকারী উড়োজাহাজসমূহে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাটিতে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।	নভে' ২০-ডিসে' ২২ (প্রস্তাবিত নভে' ২০-মার্চ' ২৫)	৫৮০৬.০০ (প্রস্তাবিত ১৫৬৩২.০০)
১০	কনস্ট্রাকশন অব ১২ (জি+১১) স্টোরিড মডার্ন রেসিডেন্সিয়াল কাম কমার্শিয়াল অফিস বিল্ডিং উইথ ০২ (টু) বেইসমেন্টস অব পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা-১০০০।	ঢাকাস্থ পরিবাগে পিওসিএল এর মালিকানাধীন ১.৮৮ একর জমির কার্যকর সর্বোত্তম ব্যবহারসহ দৃষ্টিনন্দন আধুনিক ভবন নির্মাণ করা।	জানু' ২২-জুন' ২৫	৩৯৩০৬.০০

গ) বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ

ক্র/ নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০১	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২	দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত আছে। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ইআরএল ইউনিট-২ নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।	জুলাই'২৩-জুন'২৭ (প্রস্তাবিত জুলাই'২৩-জুন'২৮)	২৩,০৩,৬১০.৬৩
০২	অটোমেশন অব অয়েল ডিপো ইনক্লুডিং সেফটি এন্ড সিকিউরিটি।	দেশের সকল ডিপো অটোমেশনের আওতায় এনে জ্বালানি তেলের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	জুলাই'২৩-জুন'২৭	৪০০০০০.০০
০৩	সিলেকশন অফ কনসালটিং ফার্ম ফর কনডাকটিং ফিজি-বিলিটি স্টাডি ফর সেটিং আপ এ নিউ পেট্রোলিয়াম রিফাইন-ারী এন্ড পেট্রোক্যামিক্যাল কমপ্লেক্স ইনক্লুডিং এসপিএম এ্যাট পায়রা পোর্ট এরিয়া, পটুয়াখালী, বাংলাদেশ।	দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য পায়রা বন্দরে কম্পোজিট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী নামে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় পেট্রোলিয়াম পণ্যের পাশাপাশি সরকার পেট্রোক্যামিক্যাল পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।	জুলাই'২৪-জুন'২৬	৫০০০.০০

ক্র/ নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০৪	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন সংক্রান্ত।	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক বৃহৎ এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হবে রেফ্রিজারেটেড মাদার টার্মিনাল। এ টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন এলপিজি কোম্পানির নিকট বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস বিক্রয় করা হবে। প্রস্তাবিত এলপিজি টার্মিনালের অপারেশন ক্ষমতা হবে বার্ষিক প্রায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন।	জুলাই'২৪-জুন'২৬	২৫০০০০.০০

হিসাব কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরে শুল্ক-করাদি, লভ্যাংশ ও উদ্বৃত্ত তহবিল হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিবরণীঃ-

(Provisional)

খাতসমূহ	কোটি টাকা
ট্যাক্স, ভ্যাট ও ডিউটি	১৪,৪০৮.২০
লভ্যাংশ	২০০.০০
উদ্বৃত্ত তহবিল হতে	৫০০.০০
মোট =	**১৫,১০৮.২০**

আর্থিক কার্যক্রম

১। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৮,৬৮,১৫৬.৪৩ (প্রভিশনাল) মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে মার্কিন ডলার ৬০,০৩.৪৫৩ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ৬২,১৩২.৬১ কোটি (প্রভিশনাল) ব্যয় হয়। এর মধ্যে ১৫,৫০,৭৬০.৬৬ (প্রভিশনাল) মে.টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ১,০৪৪.৫৯ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ১০,৯৬৮.৩ কোটি (প্রভিশনাল) এবং ৫৩,১৬৬,৫১০.৪৩ (প্রভিশনাল) মে.টন রিফাইন্ড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৪৯,৫৯.২৫ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ৫১,১৬৪.৩২ কোটি (প্রভিশনাল)।

২। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিতে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মার্কিন ডলার ১১২৬.৬৬ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মার্কিন ডলার ১১১৬.০৫ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বাংলাদেশের প্রাচীনতম "বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে সৃষ্টি। কোম্পানীর পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান" রেংগুন অয়েল কোম্পানী" ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানী সমূহের মধ্যে অন্যতম। কোম্পানীর ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরূপ:

- ১৮৭১ খ্রিঃ বার্মার আকিয়াব অঞ্চলের খনিজ-তেল আহরণকারী প্রতিষ্ঠান রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানী, SCOTLAND এ জয়েন্ট স্টক কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধন।
- ১৮৮৫ খ্রিঃ রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানী, বার্মা অয়েল কোম্পানী নামে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ এবং বৃটিশ ভারত অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- ১৯০৩ খ্রিঃ চট্টগ্রামের গোসাইল ডাঙ্গায় বার্মা অয়েল কোম্পানীর মহেশখাল অয়েল ইনস্টলেশন স্থাপন।
- ১৯১০ খ্রিঃ বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক সীতাকুন্ডে তেল অনুসন্ধানের কাজে কুপ খনন।
- ১৯১৪ খ্রিঃ চট্টগ্রামের সদরঘাটে বার্মা অয়েল কোম্পানীর পরিবেশক "মেসার্স বুলক ব্রাদার্স" কর্তৃক কার্যালয় স্থাপন।
- ১৯২৯ খ্রিঃ বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক মেসার্স বুলক ব্রাদাসের সদরঘাটস্থ কার্যালয় অধিগ্রহণ এবং তথায় কোম্পানির কার্যালয় স্থাপন।
- ১৯৫৬ খ্রি: বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক চট্টগ্রামের গুপ্তখালে বৃহদাকার অয়েল ইনস্টলেশন স্থাপন।
- ১৯৬৫ খ্রি: বার্মা অয়েল কোম্পানী কর্তৃক এতদঞ্চলের বার্মা শেলের (রয়েল ডাচ্ গ্রুপের কোম্পানী) ব্যবসা ও স্থাপনাদি ক্রয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বার্মা অয়েল কোম্পানীর ৪৯% অংশীদারীত্বে বার্মা ইষ্টার্ণ লিমিটেড নামে নতুন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গঠন।
- ১৯৭৭ খ্রি: বার্মা ইষ্টার্ণ লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত।
- ১৯৮৫ খ্রি: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বার্মা অয়েল কোম্পানীর এদেশে অবস্থিত সমূদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির (বার্মা ইস্টার্ণের শেয়ারসহ) মালিকানা ক্রয়।
- ১৯৮৮ খ্রি: "পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড" নামে কোম্পানির নতুন নামকরণ।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ

- ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।
- কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।
- কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন তিনি পদাধিকার বলে পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য।
- কোম্পানির বর্তমান শেয়ার স্ট্রাকচার: (৩০.০৬.২০২৩ অনুসারে)

	হার (%)	শেয়ার সংখ্যা
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৫০.৩৫	৪৯৪৫৫৬৬৬
ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	৩৪.০৬	৩৩৪৫৭৭৭১
বিদেশি বিনিয়োগকারী	০.৮৩	৮১২১১৯
ব্যক্তিগত (বাংলাদেশি)	১৪.৭৬	১৪৫০৭১৯৪
মোট	১০০.০০	৯৮২৩২৭৫০

* কোম্পানির শেয়ার ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জে তালিকাভূক্ত

কোম্পানি কর্তৃক বিপণনযোগ্য পেট্রোলিয়াম পণ্য

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম
১	অকটেন
২	জেট এ-১
৩	পেট্রোল
৪	কেরোসিন
৫	ডিজেল
৬	এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল)
৭	ফার্নেস অয়েল
৮	এলএসএফও (লো সালফার ফুয়েল অয়েল)
৯	জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল)
১০	এমটিটি (মিনারেল টারপেন্টাইন)
১১	এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট)
১২	লুব অয়েল (অটোমোটিভ অয়েল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অয়েল, মেরিন অয়েল, ট্রান্সফরমার অয়েল)
১৩	এলপিজি (লিকুফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)
১৪	এলএমএস (লাইট মোটর স্পিরিট)
১৫	বিটুমিন

পিওসিএল এর স্থায়ী জনবল কাঠামো (৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত)

	সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
কর্মকর্তা	২৯৫	২০৮
কর্মচারী-শ্রমিক	৯১৬	৬৫৭
মোট	**১২১১**	**৮৬৫**

পিওসিএল এর কার্যাবলী

ব্যবসায়িক কার্যাবলী

১। সরকার নির্ধারিত মূল্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে দেশব্যাপি নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন।

২। বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

৩। কোম্পানী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এয়ার লাইনসমুহে সরকার নির্ধারিত মূল্যে উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল (জেট এ-১) সরবরাহকরণের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করছে।

৪। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পাশাপাশি কৃষি-রসায়নজাত বিভিন্ন পণ্য যথা বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশক ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফার্টিলাইজার বিপণন ।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী

১। সরকার ও বিপিসি'র নির্দেশনার আলোকে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২। ইআরএল, আমদানি এবং অন্যান্য স্থানীয় উৎস হতে জ্বালানি তেল গ্রহণ ও মজুদকরণ।

৩। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৪। জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা, বিপণন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

৫। ডিপো/প্রধান স্থাপনায় বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

৬। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ব্যয় সাশ্রয়ী প্রকল্প গ্রহণ করা।

৭। জ্বালানি তেল হ্যান্ডলিং নিরাপদ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অপারেশনাল ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং দক্ষ পরিচালনগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৮। কোম্পানী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীকরণ।

কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রম

১। বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ দেশের জ্বালানি তেলের সার্বিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোতে ২০১২ হতে ২০২২ সালের মধ্যে জ্বালানি তেল ধারণক্ষমতা ১.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে।

৩। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ডিপো এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পরিবহন বহরে ট্যাংকার সংখ্যা ৬৯টি তে উন্নীত করা হয়েছে।

৪। জ্বালানি তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে জ্বালানি তেল পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধান স্থাপনায় ম্যানুয়েল সিস্টেমের পরিবর্তে আধুনিক "রাডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম"।

৫। সকল পেট্রোলিয়াম ডিপোতে ইনভয়েস ও একাউন্টিং সিস্টেম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। কেমিক্যাল ডিপোসমূহে ইনভয়েস/একাউন্টিং সিস্টেম পর্যায়ক্রমিকভাবে অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য এর উৎস

১। ইআরএল/স্থানীয় ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য।

২। আমদানিকৃত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য।

৩। চট্টগ্রামে অবস্থিত এলপি গ্যাস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত বোতলজাত গ্যাস।

কোম্পানীর প্রধান স্থাপনা/ডিপোর জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা (মে: টন)

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	২০২২-২০২৩
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম	১,৪১,৫৭৩
মংলা অয়েল ইন্সটেলশন, বাগেরহাট	৩৫,০০০
গোদনাইল ডিপো, নারায়নগঞ্জ	৩০,৯৩৪
দৌলতপুর ডিপো, খুলনা	২৪,২৮২
বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ	২২,০৪৯
চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুর	৪,২৮০
আশুগঞ্জ ডিপো, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২,৭৪১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিপো	২,৯১৭
ভৈরববাজার ডিপো	৬৪১
সিলেট ডিপো	২,৯২৯
শ্রীমঙ্গল ডিপো	১,১৮১

পার্বতীপুর ডিপো	৫,২৭৫
রংপুর ডিপো	৯১৫
নাটোর ডিপো	৯৫১
বরিশাল ডিপো, বরিশাল	৬৬৮
ঝালকাঠি ডিপো	২,৮৯১
কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো	৮,৪৮১
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	১,০৭১
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	৯৯৬
সর্বমোট	**২,৮৯,৭৭৫**

কোম্পানির বিপণন নেটওয়ার্কঃ (২০২২-২০২৩)

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা	এজেন্ট/এজেন্সী/ ডিস্ট্রিবিউটারের সংখ্যা	প্যাক্ড পয়েন্ট ডিলারের সংখ্যা	এলপি গ্যাস ডিলারের সংখ্যা	মেরিন ডিলারের সংখ্যা	এ্যাগ্রোকেমিক্যালস্ ডিলার
চট্টগ্রাম	১১২	২১৩	৭০	২৭৬	২৯	৩২৫
সিলেট	৫৭	৫২	৫৫	৪৯	০	
ঢাকা	১৬৭	১২৫	১৫	৯	১২	
ময়মনসিংহ	২৭	২২	৫	০	০	
বরিশাল	২০	৪৭	২৫	৩২	৪	
খুলনা	৯৮	১৫৩	১৯	১২৪	২	
রাজশাহী	১১১	১৪০	২২	১৫৩	০	
রংপুর	১২৫	৯৬	১৭	৩২	০	
সর্বমোট	**৭১৭**	**৮৪৮**	**২২৮**	**৬৭৫**	**৪৭**	**৩২৫**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি দেশের সকল ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষে কোম্পানী সর্বদা সচেষ্ট থাকে। দেশের বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহের চাহিদা মোতাবেক ডিজেল/ফার্নেস অয়েল নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মানসম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা হয়। এছাড়া দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষিরাসায়ানিক (Agrochemicals) পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখে। বর্তমানে কোম্পানী ৪৩ টি বালাইনাশক পণ্য ও সার বিপণন করছে যা ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে। এ কোম্পানী ৭১৭ টি ফিলিং স্টেশন, ৮৪৮ টি এজেন্ট/এজেন্সী/ডিস্ট্রিবিউটর, ২২৮ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৪৭ টি মেরিন ডিলার, ৩৩ টি লুব ডিলার, ৬৭৫ টি এলপিজি ডিলার ও ৩২৫ জন এগ্রো-কেমিক্যালস্ পরিবেশক এর সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ বিপণন নেওয়ার্কের মাধ্যমে ৩৩ টি ডিপো (প্রধান স্থাপনাসহ জ্বালানি তেল ডিপো ১৭ টি, এভিয়েশন ডিপো ৩ টি ও এ্যাগ্রোকেমিক্যালস্ ডিপো ১৩টি) হতে সমগ্র দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কোম্পানি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২৬.৯০ লক্ষ মেঃ টন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে (২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের পণ্য ভিত্তিক বিক্রয় পরিসংখ্যানঃ সংযুক্তিঃ ১)।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী বর্ণিত অর্থবছরে করোত্তর মুনাফা দাঁড়ায় ২২,০০৫.৪১ লক্ষ টাকা। এছাড়া আলোচ্য হিসাব বছরে এ্যাসেট ভ্যালু দাঁড়ায় ১,৫৩৭,৯৫৮.০৩ লক্ষ টাকা, নেট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৯০.২৮ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাঁড়ায় ২২.৪০ টাকা (৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণীঃ সংযুক্তিঃ ২ এর ক ও খ)। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ১২ মাসের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

১। চাঁদপুর ডিপোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য অত্যাধুনিক ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

২। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামের জন্য ২ টি এয়ারক্রাফট রিফুয়েলার ক্রয়।

৩। খুলনাস্থ দৌলতপুর ডিপোতে ৫০০ কেভিএ উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

৪। প্রধান স্থাপনায় ৭৪ নং ট্যাংক সংস্কার।

৫। চাঁদপুর ডিপোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য অত্যাধুনিক ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

৬। ফিজিবিলিটি স্টাডি অব টার্মিনাল অটোমেশন এ্যাট মেইন ইন্সটলেশন অব থ্রি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানীজ।

৭। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা এর জন্য জন্য ২ টি হাইড্রেন্ট ডিস্পেন্সার ক্রয়।

৮। ইন্সটলেশন অব এভিয়েশন ফুয়েল (জেটএ-১) হাইড্রেন্ট ফুয়েলিং সিস্টেম এ্যাট শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম অন টার্ন-কী বেসিস।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

১। কোম্পানির অর্থায়নে চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ২৩ তলা বিশিষ্ট কোম্পানীর নিজস্ব হেড অফিস বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

২। পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর পরিবাগস্থ নিজস্ব জমিতে ঢাকা অফিসের জন্য অতিরিক্ত দুইটি বেইজমেন্টসহ ১২ তলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৩। জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম এম আই টু শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।

৪। এক্সটেনশান অব এভিয়েশন ফুয়েল (জেটএ-১) হাইড্রেন্ট ফুয়েলিং সিস্টেম এ্যাট শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম অন টার্ণ-কী বেসিস।

৫। ভৈরব বাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী রিভারাইন ডিপো নির্মাণ।

৬। ফিজিবিলিটি স্টাডিজ, প্রিপারেশন অব কীড অ্যান্ড সুপারভিশন ফর অটোমেশন অব ডিপোজ অব থ্রি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানীজ।

৭। অটোমেশন অব মেইন ইন্সস্টলেশন অব থ্রি অয়েল কোম্পানীজ (পিওসিএল, এমপিএল, জেওসিএল) এ্যাট পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

৮। ইন্সস্টলেশন অব জেট এ-১ পাম্পিং স্টেশন ইনক্লুডিং কোলেসার ফিল্টার সেপারেটর, জেট এ-১ স্টোরেজ ট্যাংক ২০” পাইপিং ১৬” ডাবল গেজ এ-১ ফিডার পাইপলাইন, ১৫০০ কেভিএ সাবস্টেশন অ্যান্ড ডিসিএস/স্ক্যাডা এ্যাট কেএডি হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা অন টার্ন কি বেসিস।

৯। ইন্সস্টলেশন অব জেট এ-১ হাইড্রেন্ট ফীডার পাইপলাইন উইথ এসোসিয়েটেড ইক্যুইপমেন্ট এ্যাট হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা অন টার্ন কি বেসিস।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুতকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম দক্ষতার সহিত সম্পাদনের লক্ষ্যে এ কোম্পানি সর্বদা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর কাজ করে যাচ্ছে যার চিত্র নিম্নরুপঃ

১। কোম্পানির মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

২। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন পদে নতুন ২৭ (সাতাশ) জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দানের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

৩। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানিতে ৬৫ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি এবং ৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে আপগ্রেডেশন প্রদান করা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড মূলত পেট্রোলিয়াম ও কৃষি রাসায়নিক জাতীয় পণ্য বিপণনকারী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের ডিপো স্থাপনাসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোম্পানীর প্রধান স্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ETP (Effluent Treatment Plant) স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রধান স্থাপনাসহ বিভিন্ন ডিপোর আধুনিকীকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর অফিস ও স্থাপনাসমূহে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবহারে অপচয়রোধের জন্য শীতাতপ যন্ত্রের তাপমাত্রা ২৪˚ তে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্যোগ গৃহীত হয়। ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমাতে প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন পুকুর হতে পানি সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে কোম্পানীর প্রধান স্থাপনাসহ বিভিন্ন ডিপোর পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

১। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক, ৬০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা ১টি জেট এ-১ এবং ৪৫০০ মেট্রিক টনের ১টি অকটেন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;

২। জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

৩। বরিশাল বার্জ ডিপোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী রিভারাইন ডিপো নির্মাণ।

৪। প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিসিটিভি স্থাপনসহ কোম্পানির বিভিন্ন নির্মাণ কাজ নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করা হয়েছে।

৫। কক্সবাজার এয়ারপোর্ট ডিপোর অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা;

৬। রাজশাহী, যশোর, বরিশাল বিমানবন্দরে এভিয়েশন তেল জেট এ-১ সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ জমির সংস্থান ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে দেশের কোন স্থানে বিমানবন্দর স্থাপিত হলে সে স্থানের বিমানবন্দরে জেট এ-১ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জমির সংস্থানসহ অবকাঠামোগত সুবিধাদি স্থাপন ও আনুষঙ্গিক ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়;

৭। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষি রাসায়নিক পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৮। কোম্পানির মালিকানাধীন দেশের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহৃত জমিতে আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

পণ্য	বিক্রয় (মেট্রিক টন)
অকটেন	১৪০৯২৮
জেট এ-১	৪৭১৫৩৫
পেট্রোল	১৫৮৭০২
কেরোসিন	৩০১২৯
ডিজেল	১৫৬২০০৮
এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল)	৩১০
ফার্নেস অয়েল	২৮৭৯৬৬

এলএসএফও	৫৭৯৪
জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল)	২৭১৪
এমটিটি (মিনারেল টারপেন্টাইন)	৪৯১৩
এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট)	৬৪৪২
লুব অয়েল	২৪৪৩
গ্রীজ	১৭
এলপিজি (লিকুফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)	৩০৫২
বিটুমিন	১৩১৬৯
মোট	**২৬৯০১২২**

৩১ শে মার্চ ২০২৩ তারিখে

আর্থিক অবস্থার বিবরণী (সাময়িক)

লক্ষ টাকায়

	৩১.০৩.২০২৩
সম্পত্তিসমূহ	
স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	
স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	১৭,৪৫৬.৪৪
নির্মাণাধীন মূলধন	১০,২৪৪.৪৫
বিনিয়োগ- অবচয় তহবিল (এফডিআর)	৪০,১৭০.০০
বিনিয়োগ- দীর্ঘ মেয়াদী (এফডিআর)	১৮,৮৯৮.৮৯
	৮৬,৭৬৯.৭৮
চলতি সম্পত্তিসমূহ	
মজুদমাল	২৫৯,২১৯.৩৮
স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ (এফডিআর)	০.০০
বিবিধ দেনাদার	২০০,৫৩২.৩৬
অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা	৫৬৯,৫৮২.৪৮
অগ্রিম, জমা ও আগাম প্রদান	২,০৭৮.০০
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৪১৯,৭৭৬.০২
মোট চলতি সম্পত্তিসমূহ	**১,৪৫১,১৮৮.২৪**
মোট সম্পত্তিসমূহ	**১,৫৩৭,৯৫৮.০২**
মালিকানাসত্ত্ব ও দা সমূহ	
শেয়ারহেল্ডারদের সত্ত্ব	
শেয়ার মূলধন	৯,৮২৩.২৭
অবচয় তহবিল সঞ্চিতি (পুঞ্জিভুত উদ্বৃত্ত)	৩,৭০৮.৯৯
সংরক্ষিত আয়	১৭৩,৩৮৭.৮১
মোট মালিকানাসত্ত্ব	**১৮৬,৯২০.০৭**
স্থায়ী দায়সমূহ	
বিলম্বিত কর দায়	১,৫১৪.৬৮
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	১,৮৩৪.৬৩
	৩,৩৪৯.৩১

চলতি দায়সমূহ	
বিবিধ পাওনাদার	২৬৬,৯৮৫.৪২
সরবরাহ ও খরচ খাতে দায়	৬১,৮৮৪.১৬
অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়	৯৭৩,৫৯৪.০৩
অন্যান্য দায়	৪৪,৩৩০.০০
লভ্যাংশ খাতে দায়	৮৩৮.১৬
আয়কর খাতে দায়	৫৬.৮৮
মোট চলতি দায়সমূহ	**১,৩৪৭,৬৮৮.৬৫**
মোট দায়সমূহ	**১,৩৫১,০৩৭.৯৬**
মোট মালিকানাসত্ত ও দায়সমূহ	**১,৫৩৭,৯৫৮.০৩**
শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তির মূল্য (এনএভি) (টাকা)	**১৯০.২৮**

লাভ লোকসান হিসাব ও অন্যান্য আয়ের বিবরণী

৩১ মার্চ ২০২৩ (সাময়িক হিসাব)

লক্ষ টাকায়

	(০১.০৭.২২-৩১.০৩.২৩)
পেট্রোলিয়াম পণ্যের মোট আয়	১৯,৯৫২.৬০
পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রত্যক্ষ খরচ	
মোড়ক	-১৭০.১৩
হ্যান্ডলিং	-৫৯.২০
	-২২৯.৩৩
পেট্রোলিয়াম পণ্যের নীট আয়	১৯,৭২৩.২৭
পরিচালন লাভ/ক্ষতি	
পরিচালন খরচ	
প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	-১৫,০৪৩.০৮
অর্থসংস্থান খাতে ব্যয় ও প্রদেয় সুদ	-১,৮৯৬.৫৫
অবচয়	-১,৮০০.০০
	-১৮,৭৩৯.৬৩
পেট্রোলিয়াম ব্যবসার ব্যবসায়িক মুনাফা	৯৮৩.৬৬
অন্যান্য পরিচালন আয়- পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়	৪,২৭০.০০
এগ্রো-কেমিক্যালস ব্যবসায় পরিচালন মুনাফা	-১৭.৬৫
মোট পরিচালন মুনাফা	৫,২৩৬.০১
অপরিচালন আয়	২৪,৪০৭.৭৩
শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব এবং কল্যান তহবিল পূর্ব নীট মুনাফা	২৯,৬৪৩.৭৪
শ্রমিকদের (মুনাফায়) অংশীদারিত্ব এবং কল্যান তহবিলে দেয় নীট মুনাফার ৫%	-১,৪৮২.১৯
করপূর্ব নীট মুনাফা	২৮,১৬১.৫৫
চলতি কর	-৫,৯২৮.৭৪
বিলম্বিত কর	-২২৭.৩৯
কর উত্তর নীট মুনাফা - সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরিত	২০,৫২৩.২৩
অবচয় তহবিলে স্থানান্তর	-১,০১০.০৩
অন্যান্য সামগ্রিক আয়	০.০০
মোট সামগ্রিক আয়	২০,৯৯৫.৩৯
শেয়ার প্রতি আয় (ই পি এস) (বেসিক) (টাকা)	২২.৪০

* ২০২২-২৩ অর্থ বছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

কোম্পানির পরিচিতি

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। অত্র কোম্পানি বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং বিপি ও ক্যাষ্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস সমগ্র দেশে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দুটি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানী লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ০১-০১-১৯৭৭ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানী লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানী আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এ স্থানান্তর করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে নবগঠিত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে)। কোম্পানী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ যথাক্রমে ১৪ নভেম্বর ২০০৭ এবং ২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে কোম্পানীর ৫৮.৬৭% শেয়ার বিপিসি'র মালিকানায় এবং বাকী ৪১.৩৩% শেয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের মালিকানায় রয়েছে।

কার্যাবলী

১.১ সমগ্র দেশব্যাপী চাহিদার নিরীখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, বিটুমিন, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিতরণ এবং বিপি ও ক্যাষ্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস আমদানি করা, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ;

১.২ দেশব্যাপী চলমান সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও বিদ্যমান বিভিন্ন শিল্পগ্রুপ, শিল্প কারখানা ও সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান-কে সরাসরি কাস্টমার বিবেচনায় সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়।

১.৩ ফিলিং ষ্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা, পরিমাপ এবং যাচাইকরণ;

১.৪ খরা মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ;

১.৫ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্রেতা ও গ্রাহকদের দ্বারপ্রান্তে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কোম্পানীর ১৭টি ডিপো-মজুদ ব্যবস্থাসহ সুবিন্যাস্ত বিপণন নেটওয়ার্ক এর আওতায় ৮৩৬ টি পেট্রোল পাম্প, ১৮০টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৫৮টি মেরিন ডিলার, ৯০২ টি এজেন্সি, ১২৪৯ টি এলপিজি ডিলার রয়েছে।

কোম্পানির কর-উত্তর মুনাফা এবং পণ্য বিক্রয়

২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী কর-উত্তর মুনাফা ২৭০,০০,৮৯,১০৩ টাকা। আলোচ্য হিসাববছরের নয় মাসে নেট এ্যাসেট ভ্যালু ১৯৯২,২৮,৪২,৪৩৯ টাকা, নেট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) ১৮৪.১০ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় ২৪.৯৫ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে ২০২২-২৩ অর্থবছরের

পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয়ের পরিসংখ্যান:

পণ্যের নাম	২০২২-২৩ (মে. টন)
অকটেন	১১০,১৬১
জেটএ ১	-
পেট্রোল	১১২,৮৯৫
কেরোসিন	১৯,১৬৪
ডিজেল	১৪,৫৫,৩০৫
এলডিও	-
ফার্নেস অয়েল	২৪৯,৯৯৮
এলএসএফও	-
জেবিও	৩,২৮৬
এমটিটি	১৭৪
এসবিপি	৩
লুব অয়েল	৬,৪৬৯
গ্রীজ	২৩
এলপিজি	২,১৭০
বিটুমিন	১৩,৪৬০
মোট :	**১৯,৭৩,১০৭**

জনবল কাঠামো:

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানীর বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল
কর্মকর্তা	২৩০	১৪৫
কর্মচারী	১৪০	৯০
শ্রমিক ও সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১৩৫
মোট :	**৭৪০**	**৩৭০**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানী সমগ্র দেশে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল ভোক্তা পর্যায়ে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানী সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মান সম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল (BP Brand Ges Castrol Brand) সরবরাহ করা হয়। কোম্পানী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২৬,১৭,৩৯৯ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে। উল্লেখিত অর্থ বছরে কোম্পানী দেশের মোট চাহিদার ৩৪% পেট্রোল, ৩৮% অকটেন, ৩২% কেরোসিন, ৩৯% ডিজেল, ৪০% ফার্নেস অয়েল এবং ৫৭% লুব অয়েল বিক্রি করে। সর্বোপরি বর্ণিত অর্থবছরে কোম্পানি দেশে ব্যবহৃত মোট চাহিদার ৩৮.৭৪% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

নিরীক্ষা আপত্তি ০১-০৭-২০২২ খ্রি: তারিখে অত্র কোম্পানির অমীমাংসিত নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্য ছিল ২৪২টি। ০১-০৭-২০২২ হতে ৩০-০৬-২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে সর্বমোট ১০টি নিরীক্ষা আপত্তি মীমাংসিত হয়। ফলে অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা দাঁড়ায় (২৪২-১০)= ২৩২টি।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী কর-উত্তর মুনাফা ২৭০,০০,৮৯,১০৩ টাকা। আলোচ্য হিসাববছরের নয় মাসে নেট এ্যাসেট ভ্যালু ১৯৯২,২৮,৪২,৪৩৯ টাকা, নেট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৮৪.১০ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় ২৪.৯৫ টাকা।

কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ড

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

০১. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ডলফিন অয়েল জেটি (ডিওজে-৫) পুনঃসংস্কার ও মেরামত।

০২. ঝালকাঠি ডিপোতে অফিস ভবন সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ এবং আরসিসি পেভমেন্ট মেরামত।

০৩. গোদনাইল ডিপোতে রেলওয়ের নিকট হতে লীজকৃত ০.৮৫৮৬ একর জায়গা ভরাট করে ট্যাংকলরী ইয়ার্ড নির্মাণসহ ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন।

০৪. বরিশাল ডিপোতে ৭০০ মেট্রিকটন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

০৫. মহেশ্বরপাশা খুলনাতে কোম্পানীর নিজস্ব জমির চর্তুদিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।

কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

২০২২-২০২৩ অর্থবৎসরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

০১. চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ।

০২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৮০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

০৩. গোদনাইল ডিপো নারায়নগঞ্জে জেটি মেরামত, ট্যাংক ও পাইপলাইন রংকরণ এবং ডেলিভারী পয়েন্ট বৃদ্ধিকরণ।

০৪. প্রধান স্থাপনায় ৬০০০ মেট্রিকটন তেল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক মেরামত কাজ।

০৫. ফতুল্লা ডিপো নারায়নগঞ্জে ৬০০০কি:লি: ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক নির্মাণ।

০৬. গোদনাইল ডিপো নারায়নগঞ্জে ১০০০০কি:লি: ও ১০০০ কি:লি: ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

০৭. দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় বাউন্ডারী ওয়াল ও আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ।

০৮. দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় ৪৮০ কি:লি: ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক মেরামত ও অন্যান্য কাজ।

০৯. দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় যমুনা অয়েল কোম্পানী ও এমপিএল এর মধ্যবর্তী বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।

১০. প্রধান স্থাপনায় এলপিজি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ কাজ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয় :

০১. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০২. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট

০৩. পেট্রোবাংলা

০৪. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

০৫. হাইড্রোকার্বন ইউনিট

০৬. শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম

০৭. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

০৮. সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)

০৯. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

১০. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

১১. ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড

১২. চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড

১৩. ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ

১৪. ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস বাংলাদেশ

এছাড়া কর্মকর্তাদের উন্নততর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানীর চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়ের আধুনিক ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

০১. প্রধান স্থাপনাসহ বিভিন্ন ডিপোর নির্গত পানির দূষন রোধকল্পে Oil Separator তৈরি করা হয়েছে।

০২. প্রধান স্থাপনায় অটোমেশন প্রকল্পের আওতায় পানি দূষন রোধকল্পে ETP তৈরি করা হবে।

০৩. বজ্রপাতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ডিপোতে তালগাছ রোপন করা হয়েছে।

০৪. প্রধান স্থাপনাসহ বিভিন্ন ডিপোতে পরিচ্ছন্নতার কাজ অব্যাহত আছে।

কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরুপঃ

০১. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৩০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

০২. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে মেইন গেইটের সামনে কালভার্ট পূনঃনির্মাণসহ পাইপলাইন পরিবর্তন কাজ।

০৩. ১৩১-১৩৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকাতে ২২.৫ কাঠা জমির উপর বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি।

০৪. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে লুব অয়েল সংরক্ষণের জন্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ওয়্যারহাউজ বর্ধিতকরণ।

০৫. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ১০০০ কি:লি: তেল ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ১ টি ট্যাংক নির্মাণ।

০৬. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে জেটি মেরামত ও ট্যাংক, পাইপ লাইন, গেইট রংকরণ কাজ।

০৭. বাঘাবাড়ি ডিপোতে লুব ড্রাম এবং এলপিজি যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং মজুদের লক্ষ্যে ওয়্যার হাউজ/ওপেন শেড নির্মাণ।

০৮. ইপিওএল ডিপো, ঢাকাতে বাউন্ডারী ওয়াল ও ফায়ার হাইড্রেন্ট রিজার্ভার নির্মাণ, ডেলিভারী পাইপলাইন স্থাপন, ট্যাংক ও পাইপলাইন রংকরণ এবং অফিস বিল্ডিং সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

০৯. ঝালকাঠি ডিপোতে নদীর পাড়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণসহ রিভার ব্যাংক প্রোটেকশন ওয়ার্ক।

১০. ঝালকাঠি ডিপোতে আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

১১. ঝালকাঠি ডিপোতে ১০০০ কি:লি: ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

১২. মোগলাবাজার ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

১৩. শ্রীমঙ্গল ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সেমি আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

১৪. পার্বতীপুর ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

১৫. চাঁদপুর ডিপোতে জেটি মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

১৬. মোংলা অয়েল ইনস্টলেশনে জেটি সংলগ্ন নদীর পাড়ে Protection Work.

১৭. মোংলা অয়েল ইনস্টলেশনের প্রধান গেইটের সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

অন্যান্য কার্যক্রম

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানী বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) নীতিমালা এর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৫,৮৫,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন/অনুদান প্রদান করা হয়।

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশক ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানী অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালিন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানীটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্পোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-০৪-১৯৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানী পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানীজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সলের ১২ মার্চ কোম্পানী আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানী হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং LXXXVIII (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারীতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানীর সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানী লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থবৎসরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানীর মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানীকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫-০৭-২০১১ তারিখে অবমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থবৎসরে কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, যা প্রতিটি ১০ টাকার মূল্যের ১১,০৪,২৪,৬০০টি শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশ

পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%। এ ছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রীজ বাজারজাত করার পাশাপাশি যমুনা ব্রান্ডের (নিজস্ব ব্রান্ড) লুব অয়েলও বাজারজাত করে। কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানীর প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর ৭৪২ টি ডিলার, ৯৫৪ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৪ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৭২ টি এলপিজি ডিলার এবং ১৯ টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানী পরিচালনার জন্য বর্তমানে দশ (১০) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ৭ জন পরিচালক বিপিসি/সরকার কর্তৃক মনোনীত, ২ (দুই) জন স্বতন্ত্র পরিচালক বোর্ড কর্তৃক মনোনীত যাদের নিয়োগ বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয় এবং ১ (এক) জন পরিচালক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানীর সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

প্রধান কার্যালয়	:	যমুনা ভবন, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
আবাসিক অফিস	:	বিটিএমসি ভবন (১১ম তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ।
বিভাগীয় কার্যালয়	:	চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, বগুড়া ।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ডিপো	:	সারা দেশে ১৬টি ডিপো রয়েছে।
ব্যবসা প্রকৃতি	:	পেট্রোলিয়াম পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমেন এবং এলপিজি সংগ্রহ, মজুদকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপণন

কার্যাবলি

- সরকার ও বিপিসির নির্দেশনার আলোকে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা ।
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ক্রয়, মজুদ, বিপণন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- পেট্রোলিয়াম সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর উন্নয়ন।
- বিপণন ও পরিচালন কার্যক্রম আধুনিকায়নকরণ।
- বাজার চাহিদার সাথে মিল রেখে উদ্ভাবনী ব্যবসা নীতি এবং পণ্যের বহুমুখিতা আনয়ন।

জনবল কাঠামো

	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক	কর্মরত জনবল	কম (-)/ বেশী (+)
কর্মকর্তা	২৪২	১২৮	-১১৪
কর্মচারী	১৩৭	৯২	-৪৫
শ্রমিক (সিকিউরিটি গার্ড ব্যতিত)	২৮৬	১৭৫	-১১১
সিকিউরিটি গার্ড	১৪১	৬১	-৮০
মোট	**৮০৬**	**৪৫৬**	**-৩৫০**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

২০২১-২০২২ অর্থবছরে শেয়ার প্রতি আয় ছিল ১৬.৮৭ টাকা। এর বিপরিতে ২০২২ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত শেয়ার প্রতি আয় ২৩ টাকা।

সুতরাং বলা যায় ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের কোম্পানীর সার্বিক কর্মকান্ড সাফল্যজনক।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বিগত ০৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে যার চিত্র নিম্নরূপ:

নিম্নে ৫ বছর পণ্য বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

মেট্রিক টন

পণ্য	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩ (মার্চ'২৩ পর্যন্ত)
অকটেন (এইচওবিসি)	৭১১১২	৭১৪৮৪	৮১৮৪৭	১০৪৯২৭	৭৭৫২০
পেট্রোল (এমএস)	৯৮৬৬৫	৯৬৭৬৫	১১৬৩১০	১৩৬০৭৮	১০৪০০২
কেরোসিন (এসকেও)	৪৩৪২৭	৩৭৪৮১	৩৪৫৬০	২৭৬৪০	১৭১০৯
ডিজেল (এইচএসডি)	১৩৩৩৩৭৫	১১৭৪২৬৫	১৩২৮৬০৯	১৪২৫৩৮৬	১০৬৬৩২১
এলএসএফও	-	-	৩০১৮	৬২৩২	২৫৮১
ফার্নেস অয়েল (এফও)	১৭৫১৩৭	৯৫৪৪৬	১৬৫৮৭৯	১৪৩৯৮০	১১৬৪৯৬
জেবিও	৩৫৪৫	৩৭১১	৩১৬১	২৬৪২	১৮৫৮
লুব অয়েল	৪৩৫৪	৩৫০৭	৩২৪৩	৩৮০৫	২৮২৭
এমটিটি	-	-	-	-	-
এলপিজি	৪৬১৪	৩১৭৮	৩২৭৪	৩১৭১	২১৭২
বিটুমিন	১২৪১০	১৯৮৬	১০৬৪৩	১৪১৫২	৮৯১১
মোট	১৭৪৬৬৩৯	১৪৮৭৮২৩	১৭৫০৫৪৪	১৮৬৮০১৩	১৩৯৯৭৯৭
হ্রাস/বৃদ্ধি	(৮৭৩২০)	(২৫৮৮১৬)	২৬২৭২১	১১৭৪৬৯	৪৬৮২১৬
%	(৪.৭৬)	(১৪.৮২)	১৭.৬৬	৬.৭১	(২৫.০৬)

বিগত ০৫ বছরের সমন্বিত আয়ের বিবরণী

(কোটি টাকায়)

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩ (মার্চ'২৩ পর্যন্ত)
মোট বিক্রয়	১৩,০৮৩.৩৩	১১,৪০৩.৬১	১৩,১০৭.৮৮	১৬৩৯৫.৮০	১৭৩৫০.২২
বিক্রয় পরিব্যয়	(১২,৯৫২.৬৫)	(১১,২৯৮.৯২)	(১২,৯৯০.৮০)	(১৬২৬৬.৬৫)	(১৭২৬৩.১৬)
নীট আয়	১৩০.৬৮	১০৪.৬৯	১১৭.০৮	১২৯.১৫	৮৭.০৬
মোট খরচ	(১১২.৬২)	(১১৪.৩৭)	(১১৫.৪৩)	(১২৩.৬৪)	(৯৮.৫৫)
অন্যান্য পরিচালন আয়	৩৪.৩০	৩০.৮৬	৯.৩১	১৪.৮৩	১১.৭৩
পরিচালন মুনাফা	৫২.৩৬	২১.১৮	১০.৯৬	২০.৩৪	০.২৪
অন্যান্য আয়	২৭১.৭০	২৬৭.৩৫	২৬০.৬৮	২২৭.৭৫	২৯৮.৮৭
নীট মুনাফা	৩২৪.০৬	২৮৮.৫৩	২৭১.৬৪	২৪৮.০৯	২৯৯.১১
শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল	(১৬.২০)	(১৪.৪৩)	(১৩.৫৮)	(১২.৪০)	(১৪.৯৬)
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ	২.৩২	(৭.৯৩)	২.২০	২.৭১	৩.১০
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৩১০.১৮	২৬৬.১৭	২৬০.২৬	২৩৮.৪০	২৮৭.২৫
আয়কর	(৭৬.২২)	(৬৫.৯৯)	(৫৮.৮৬)	(৫২.০৬)	(৫৭.৪৫)
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	২৩৩.৯৬	২০০.১৮	২০১.৪০	১৮৬.৩৪	২২৯.৮০
শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	২১.১৯	১৮.১৩	১৮.২৪	১৬.৮৭	২০.৮১

বিগত ০৫ বৎসরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

কোটি টাকায়

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩ (মার্চ'২৩ পর্যন্ত)
তহবিল উৎস					
শেয়ার মূলধন	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২
মূলধন সঞ্চিতি	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮
সাধারণ সঞ্চিতি	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০৫০.০০	১,০৫০.০০	১,১৫০.০০
অবন্টিত মুনাফা	২৬১.১৩	৩১৭.৭৬	৩৩৬.৬৬	৩৯০.৪৯	৩৮৭.৭৮
বিনিয়োগের বাজার মূল্য অনুযায়ী লাভ	৪৬৩.৯৫	৩৩৮.৭৭	৪৮৪.৫৮	৫২০.৮৮	৪৯৪.৫৪
মোট তহবিল	১,৮৫০.৭৮	১,৭৮২.২৩	১,৯৯৬.৯৪	২,০৮৭.০৭	২,১৫৮.০২
তহবিলের প্রয়োগ					
মোট স্থায়ী সম্পদ	১১৪.৭৯	১৯৭.৩৭	২০০.৯১	১৮৯.০২	১৮৩.৫৪
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি	(৮৬.৩৮)	(৮৭.০০)	(৯০.০৬)	(৯২.৯০)	(৯৩.৯৮)
বিলম্বিত কর	(৬৫.৮৭)	(৪২.৩৩)	(৮.৪৩)	(১১.৬১)	(৯.৯২)
বিনিয়োগ	৫৭২.৯৩	১,০৮৬.৮১	১,৩৮০.৫৫	১,১৮২.৩৮	১০৮৭.৭৫
চলতি সম্পদ	৩,৯৪০.২৬	৩,৬১৯.২০	৩,৪৫৭.১৭	৫,৬৭৭.১৯	৮,৬১৮.৭০
চলতি দায়-দেনা	(২,৬২৪.৯৫)	(২,৯৯১.৮২)	(২,৯৪৩.২০)	(৪,৮৫৭.০১)	(৭,৬২৮.০৭)
নীট চলতি সম্পদ	১,৩১৫.৩১	৬২৭.৩৮	৫১৩.৯৭	৮২০.১৮	৯৯০.৬৩
নীট সম্পদ	১,৮৫০.৭৮	১,৭৮২.২৩	১,৯৯৬.৯৪	২,০৮৭.০৭	২,১৫৮.০২
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ (টাকা)	**১৬৭.৬১**	**১৬১.৪০**	**১৮০.৮৪**	**১৮৯.০০**	**১৯৫.৪৩**

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয়

অর্থবছর	করপূর্বক মুনাফা (কোটি টাকায়)	করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	ঘোষিত লভ্যাংশ (%)	
				নগদ	স্টক
২০১৮-১৯	৩১০.১৮	২৩৩.৯৬	২১.১৯	১৩০	--
২০১৯-২০	২৬৬.১৭	২০০.১৮	১৮.১৩	১২০	--
২০২০-২১	২৬০.২৬	২০১.৪০	১৮.২৪	১২০	--
২০২১-২২	২৩৮.৪০	১৮৬.৩৪	১৬.৮৭	১২০	--
২০২২-২৩ (মার্চ'২৩ পর্যন্ত)	২৮৭.২৫	২২৯.৮০	২০.৮১	--	--

বিগত ৫ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে কোম্পানির অবদান

অর্থবছর	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩ (মার্চ'২৩ পর্যন্ত)
অন্যান্য	২.১৯	২.১১	২.৪৩	২.৬৫	২.২৩
কাস্টম ডিউটি ও ভ্যাট	৭.১০	৫.৩২	৪.২৬	৪.৬০	৩.০৪
আয়কর	৮৫.৩২	৬০.৬৩	৬৭.৯২	৬৪.১০	৮৩.৫১
মোট	**৯৪.৬১**	**৬৮.০৬**	**৭৪.৬১**	**৭১.৩৫**	**৮৮.৭৮**

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

		২০২২-২৩ (মার্চ'২৩ পর্যন্ত)		২০২১-২২		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	১০০.২৮	৮৬.৫৫	৬৩.৫০	৬৮.৭০	৫৭.৯২	২৫.৯৮
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৩.৫০	২.২৩	৩.৫০	২.৬৫	-	(১৫.৮৫)
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসেবে		১৪৩.৫৫		১৩২.৫১	১৩২.৫১	-	-

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

ভবিষ্যতে জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ডিপোতে তৈলাধার নির্মাণ ও সংস্কার এবং অন্যান্য পরিচালন সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানির জ্বালানি তেল মজুদ ও পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনার ৬,৭৫০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের ১(এক)টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রাম টার্মিনালের স্টোরেজ ট্যাংক ক্যালিব্রেশান কাজ ।
- চট্টগ্রাম টার্মিনাল, ফতুল্লা ডিপো, দৌলতপুর ডিপো, বাঘাবাড়ী ডিপো ও চাঁদপুর ডিপো ও সিলেট ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক ও পাইপলাইন রংকরণ কাজ ।
- চট্টগ্রাম টার্মিনাল এর ৪০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১৫(পনের)টি স্টোরেজ ট্যাংকে রাডার টাইপ অটো গেজিং সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ যমুনা ভবনের কনফারেন্স রুমের সাজসজ্জা, সৌন্দর্য্যবর্ধণ ও আধুনিকায়নকরণ এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ও চাঁদপুর ডিপোর জেটি রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ও বাঘাবাড়ি ডিপোর ক্যাবল রিনোভেশন কাজ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ফতুল্লা ডিপোতে আধুনিক ফায়ার ফাইটিং স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রাম টার্মিনালের ২ নং এবং ৯ নং ট্যাংকের রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- রংপুর ডিপোর অফিস ভবন রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- দৌলতপুর ডিপো এবং নাটোর ডিপোর পুরাতন অফিস ভবন সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- দৌলতপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চাঁদপুর ডিপোর সিকিউরিটি ওয়াচ টাওয়ার, বাউন্ডারী ওয়ালের রিনোভেশন এবং ট্যাংক ফার্ম এলাকায় ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চাদঁপুর ডিপোর রিটেনিং কাম বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বরিশাল ডিপোতে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বরিশাল ডিপোর জেটি পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বাঘাবাড়ী ডিপোর জেটি সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- বাঘাবাড়ী ডিপোর ৩০০ কেভিএআর ক্যাপাসিটির অটোমেটিক পিএফআই প্লান্ট (৭% ডিটিউন রিএ্যাক্টরসহ) স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রধান স্থাপনাসহ ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর, বাঘাবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, বরিশাল এবং ভৈরববাজার ডিপোতে সিসিটিভি স্থাপন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ভৈরব বাজার ডিপোর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে ডিপোর দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে প্রায় ৯,৫০০ বর্গ ফুট জায়গা লীজ গ্রহণ ও দখল বুঝে নেওয়া হয়েছে।
- পার্বতীপুর ডিপোর ১ম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম অকটেন মজুদের জন্য ০১টি ২০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার সেমি-বারিড হরাইজেন্টাল স্টীল ট্যাংক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বাঘাবাড়ী ডিপোর ৫০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার ক্রয় ও স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

বর্তমানে উল্লেখযোগ্য চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড নিম্নরূপ

বিবরণ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ফতুল্লা ডিপোর ট্যাংক লরী ফিলিং এরিয়ার হার্ড স্ট্যান্ডিং নির্মাণ কাজ।	৮৯.৩১
ফতুল্লা ডিপোর ২ নং জেটির সম্প্রসারণ, সংস্কার ও পাইপলাইন নির্মাণ কাজ।	১৮০.০০
ফতুল্লা ডিপোর চারতলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	৭৫৩.০০
ফতুল্লা ডিপোতে ৫০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ।	৮৩৯.৯৭
দৌলতপুর ডিপোতে ২০০ মি.মি. ও ৪০০মি.মি. ডায়া সাইজের ডিপ-টিউবওয়েল ইন্সটলেশন কাজ।	৪৮.৫৮
দৌলতপুর ডিপোতে স্টোরেজ ট্যাংক নং-১৪ ও ১৬ এর রিনোভেশন কাজ।	২০৯.৮০
দৌলতপুর ডিপোর ট্যাংক লরী ফিলিং এরিয়ার হার্ড স্ট্যান্ডিং পূন:নির্মাণ কাজ।	৯২.০০
বাঘাবাড়ী ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-০১ এ ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণসহ ক্যালিব্রেশন কাজ।	৩৫.৯০
চাঁদপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই , ইন্সটলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ।	১৮৭.০০
চাঁদপুর ডিপোর অভ্যন্তরীন প্রধান রাস্তা পুনঃনির্মাণ কাজ।	৯৩.১৫
ভৈরব বাজার ডিপোর অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৭৫.৫০
সিলেট ডিপোর জেটি রিনোভেশন কাজ।	২৪.৫০
সিলেট ডিপোর ফায়ার ফাইটিং হাইড্রেন্ট সিস্টেম এর কাজ।	২২১.২০
বরিশাল ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-১ এর ফাউন্ডেশন ও বটম প্লেট রিনোভেশন, স্টোরেজ ট্যাংক নং-২ এর ফাউন্ডেশন	
সংস্কার, ট্যাংকদ্বয়ের বাউন্ডারি ওয়াল, ট্যাংক ফার্ম এলাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম ও অয়েল-ওয়াটার সেপারেটর নির্মাণ কাজ।	১১৭.০০
বরিশাল ডিপোর ষ্টোরেজ ট্যাংক নং-০১ এ ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ সরবরাহ,স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরনসহ ক্যালিব্রেশন কাজ।	৩৮.০০

মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য দক্ষ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান মানবসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুতকরণ, সেইফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ কোম্পানীতে একদল দক্ষ মানবসম্পদ রয়েছে। এ মানবসম্পদের মান আরও উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছরে মোট ৩২২জন প্রশিক্ষণার্থী (কর্মকর্তা-কর্মচারী) বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর কর্মকর্তাগণ বিশেষ অবদান রেখেছেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এ কোম্পানির প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। এ বছরে বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বনভোজন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। এ কোম্পানী বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ গুরুত্বসহকারে পালন করে থাকে। এছাড়া কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের পোষ্যগণের শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা ভবিষ্যতে আরও ভাল ফল করার উৎসাহ পায়। জ্বালানি তেল পরিবহণ কার্যক্রমের ফলে নদী দূষণ বা অন্য কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ যাতে সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং এতদ্বিষয়ে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করেছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- প্রধান স্থাপনায় মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১২০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি, ১০০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি এবং ৬৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টিসহ সর্বমোট ৪টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।
- প্রধান স্থাপনায় মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার একটি ফার্নেস অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।
- প্রধান স্থাপনার ২২ নং ট্যাংকের ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ ক্রয় ও স্থাপন কাজ;
- প্রধান স্থাপনায় অপারেশন্স সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পন্টুন জেটি/"এলজে-৩" টি সংস্কার ও বর্ধিতকরণ কাজ।
- প্রধান স্থাপনার ক্যাবল রিনোভেশন কাজ।
- নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে শীতলক্ষা নদীর তীরে ৮.৫ একর জায়গায় স্থায়ী ডিপো নির্মাণ।
- ভৈরব বাজার ডিপোর ১ম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম অকটেন মজুদের জন্য ০২টি ৩০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ; পাম্প হাউজ ও ফিলিং গ্যান্ট্রি স্থানান্তর ও সম্প্রসারণ।
- দৌলতপুর ডিপোতে ওয়াগন সেড নির্মাণ।
- দৌলতপুর ডিপোতে ৪০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়।
- দৌলতপুর ডিপোর ১৫ নং ট্যাংকের ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ ক্রয় ও স্থাপন কাজ।
- দৌলতপুর ডিপোর ফিলিং গ্যানট্রি সংস্কার।
- চাঁদপুর ডিপোর ফিলিং গ্যানট্রি সংস্কার, সম্প্রসারণ ও হার্ডস্ট্যান্ডিং নির্মাণ।
- চাঁদপুর ডিপোতে ২০০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ স্থাপন ও ক্যাবল রিনোভেশন কাজ।
- বরিশাল ডিপোর ফিলিং গ্যানট্রি সংস্কার, সম্প্রসারণ ও হার্ডস্ট্যান্ডিং নির্মাণ।
- বরিশাল, শ্রীমঙ্গল ও রংপুর ডিপোর ফায়ার ফাইটিং সুবিধাদির আধুনিকায়ন।
- সিলেট ডিপোর ফিলিং গ্যানট্রি পুনঃনির্মাণ, হার্ডস্ট্যাডিং ও ড্রেনের সিস্টেম নির্মাণ।
- বাঘাবাড়ী ডিপোর ইন্টারনাল রোড নির্মাণ।
- বাঘাবাড়ী ডিপোর অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড

কোম্পানি পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

কোম্পানি পরিচিতি

একটি দেশের জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি জ্বালানি। ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) দেশের জ্বালানি তেল তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত একমাত্র রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। এটি বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে প্রায় ২৩২ একর জমির উপর স্থাপিত। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। এর নিবন্ধন তারিখ: ১৬/০৩/১৯৬৩, অনুমোদিত মূলধন : ৫০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন : ৩৩ কোটি টাকা এবং শেয়ার সংখ্যা : ৩৩ লক্ষ। প্রতিষ্ঠানটির শতভাগ শেয়ারের মালিক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। ইআরএল এর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক হিসেবে প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

ইআরএল এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার পূর্বে জ্বালানি ও তেলের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ সম্পূর্ণরূপে আমদানি নির্ভর ছিল। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ তারিখ ফ্রান্স ভিত্তিক TECNIP, ENSA ও KOFRI নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানের কনসোর্টিয়ামের সাথে চুক্তির মাধ্যমে টার্ন-কী ভিত্তিতে ইআরএল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৭ তারিখ রিফাইনারীর সংস্থাপন কাজ সম্পন্ন হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা Mr. Charles Mc. Farlane কে প্রতিষ্ঠানটির প্রথম জেনারেল ম্যানেজার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৭ মে ইস্টার্ণ রিফাইনারী প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৭ মে ১৯৭২ তারিখ বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেডকে রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) এর অধীনে ন্যস্ত করেন। পরবর্তীতে ০১ জুলাই ১৯৭৭ তারিখ ইআরএলকে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

ইআরএল কোম্পানী আইন ১৯১৩ (সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। কোম্পানীর সার্বিক পরিচালনার ভার কোম্পানী আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি বিপিসি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

রূপকল্প (Vision) পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

অভিলক্ষ (Mission) দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে-

- বিপিসি মারফত নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রুড অয়েলের সরবরাহ গ্রহণ ও সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ, মানসম্মত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করত বিপিসি'র অধীনস্থ বিপণন কোম্পানীসমূহে সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ইআরএলকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা।
- কর্মকৌশল বাস্তবায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা।
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

কার্যাবলী

১. নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রুড অয়েল সংগ্রহ করা।

২. সংগৃহীত ক্রুড অয়েল পরিশোধনপূর্বক বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য তৈরি করা।

৩. দেশব্যাপি পেট্রোলিয়াম পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিফাইনারী কর্তৃক উৎপাদিত জ্বালানি তেল নিয়মিতভাবে মার্কেটিং কোম্পানীসমূহে স্থানান্তর কর।

৩. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন করা।

৪. ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৫. পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা।

৬. রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

৭. যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

৮. দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা।

জনবল কাঠামো

ইআরএল মূলত অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাণিজ্যিক পরিমন্ডলে কোম্পানী তার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইআরএল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং একইসাথে বোর্ডের একজন সম্মানিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং কর্মচারী সমন্বয়ে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং শাখার দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকেন।

ইআরএল এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ

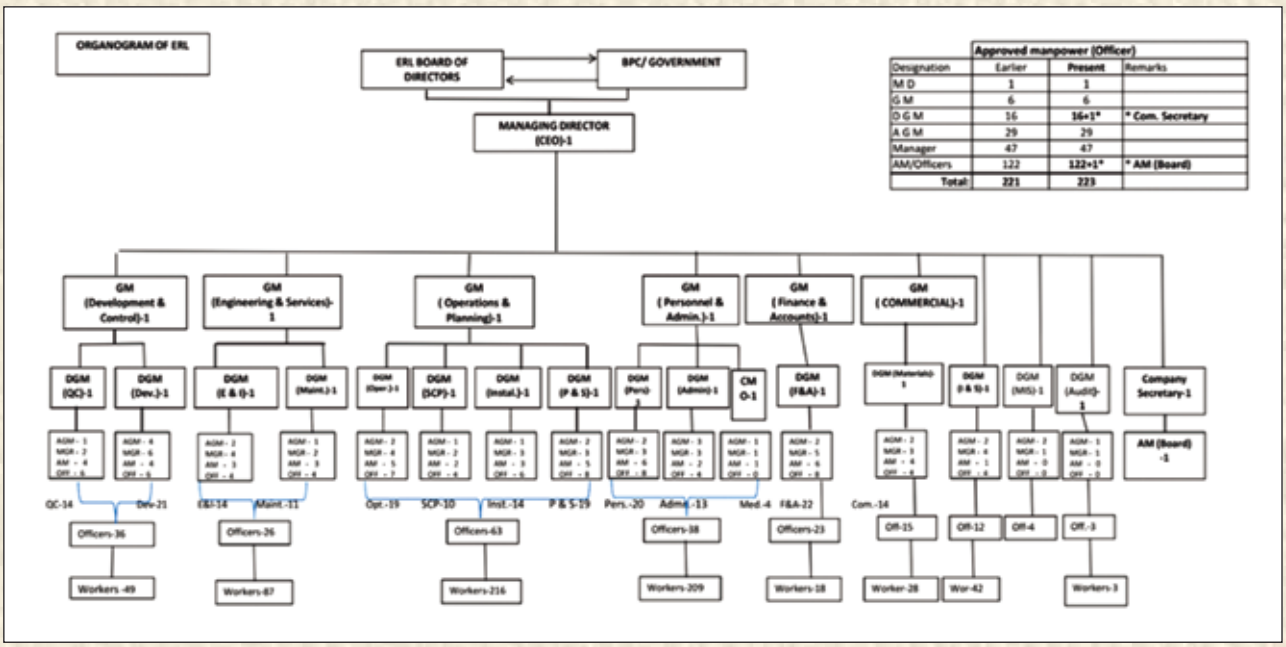

Approved manpower (Officer)			
Designation	Earlier	Present	Remarks
M D	1	1	
G M	6	6	
D G M	16	16+1*	* Com. Secretary
A G M	29	29	
Manager	47	47	
AM/Officers	122	122+1*	* AM (Board)
Total	221	223	

চিত্রঃ সাংগঠনিক কাঠামো

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীসহ মোট ৮৭৫ টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৭৫ জন কর্মকর্তা ও ৪৯৩ জন শ্রমিক-কর্মচারীসহ মোট ৬৬৮ জন কর্মরত আছেন।

শ্রমিক-কর্মচারী			কর্মকর্তা		
গ্রেড	অনুমোদিত	বর্তমান	গ্রেড ও পদ	অনুমোদিত	বর্তমান
গ্রেড - ১	৬৫২	১৫৭	স্পেশালঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর	১	১
গ্রেড - ২		৪৬	স্পেশালঃএম-১ জেনারেল ম্যানেজার	৬	৫
গ্রেড - ৩		১০৩	এম-১: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১৭	১২
গ্রেড - ৪		৫৭	এম-২: এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার	২৯	২৭
গ্রেড - ৫		৬৭	এম-৩: ম্যানজোর	৪৭	৩৪
গ্রেড - ৬		৪৯	এম-৫: এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার	১২৩	৯৬
গ্রেড - ৭		১৪	এম-৭: অফিসার		
			এম-৮: অফিসার		
মোট	৬৫২	৪৯৩	মোট	২২৩	১৭৫

ইআরএল এর বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ও উৎপাদন ক্ষমতা

চিত্রঃ প্রসেস প্ল্যান্ট

প্রসেস ইউনিটসমূহ

(ক) এ্যাটমোস্ফোরিক ডিস্টিলেশন ইউনিট	:	১৫ লক্ষ মেঃ টন/বছর
(খ) ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট	:	৭০ হাজার মেঃ টন/বছর
(গ) এল পি জি মেরক্স ইউনিট	:	২৪ হাজার টন/বছর
(ঘ) গ্যাসোলিন মেরক্স ইউনিট	:	৬৪ হাজার টন/বছর
(ঙ) কেরোসিন মেরক্স ইউনিট	:	১ লক্ষ ২৫ হাজার টন/বছর
(চ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট	:	৭০ হাজার মেঃ টন বিটুমিন/বছর
(ছ) হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট	:	১১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা
(জ) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেট ইউনিট*	:	৬০ হাজার মেঃ টন/বছর

(ঝ) ভিস-ব্রেকার ইউনিট : ৫ লক্ষ ২২ হাজার মেঃ টন/বছর

(ঞ) ড্রাম তৈরি ও বিটুমিন ফিলিং ইউনিট : ১১০০ ড্রাম/প্রতি ৮ ঘন্টা

ইউটিলিটি ইউনিটসমূহ

(ক) স্টীম জেনারেশন ইউনিট (৪ টি বয়লার) : ৮০ মেট্রিক টন/ঘন্টা

(খ) পাওয়ার জেনারেটর (এসটিজি-২ ও ডিজেল জেনারেটর-২) : ৬ ও ৪ মেগাওয়াট

মজুদ ট্যাংকসমূহ

(ক) ক্রুড ট্যাংক - ৮ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা) : ৩,২৮,০০০ ঘনমিটার/২,৭৮,৮০০ মেট্রিক টন

(খ) এলপিজি স্টোরেজ ট্যাংক- ২ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা) : ২,২০০ ঘনমিটার / ১,২১০ মেট্রিক টন

(গ) বিটুমিন স্টোরেজ ট্যাংক- ৭ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা) : ৩,৫০০ ঘনমিটার / ৩,৬৭৫ মেট্রিক টন

(ঘ) অন্যান্য প্রোডাক্ট ট্যাংক- ৪৬ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা) : ২,৯০,০০০ ঘনমিটার

(*মাইল্ড হাইড্রোক্র্যাকিং (এমএইচসি) ইউনিটকে পরিবর্তন করে ইআরএল এর দক্ষ প্রকৌশলীগণ এটি তৈরি করেন)

চিত্র: স্টোরেজ ট্যাংক

উৎপাদিত পণ্যসমূহ

প্রতিষ্ঠালগ্নে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারী হিসেবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে দেশের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু নতুন ইউনিট সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমানে কিছু নন-ফুয়েল পণ্যসহ লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট (এসবিপি), মোটর গ্যাসোলিন রেগুলার (পেট্রোল), মোটর গ্যাসোলিন প্রিমিয়াম (অকটেন), ন্যাফথা (গ্যাসোলিন), মিনারেল টার্পেনটাইন (এমটিটি), সুপিরিয়র কেরোসিন অয়েল (এসকেও), জেট এ-১ (এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল), হাই স্পীড ডিজেল (এইচএসডি), জুট ব্যাচিং অয়েল (জেবিও), লাইট ডিজেল অয়েল (এলডিও), ফার্নেস অয়েল (এফও), বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন করছে। রিফাইনারীর প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত 'ক্রুড অয়েল' বা অপরিশোধিত খনিজ তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারের (১,০০,০০০ মে.টন) মাধ্যমে আমদানিকৃত 'ক্রুড অয়েল' বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে (১২,০০০ মে.টন) পরিবহন করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। মজুদকৃত 'ক্রুড অয়েল' পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিপিসি'র অধীনস্থ মার্কেটিং

কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করা হয়। বিপিসি'র সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত 'পরিশোধন ফি' রিফাইনারীর আয়ের মূল উৎস। ইআরএল এর অপারেশন কার্যক্রম দিন-রাত ২৪ ঘন্টা বিরামহীন শিফট ভিত্তিক পরিচালিত হয়।

ইআরএল সর্বমোট ১৬ টি পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করে থাকে, তন্মধ্যে কিছু কিছু জ্বালানি নয়, যেমনঃ এসবিপি, জেবিও, এমটিটি, বিটুমিন ইত্যাদি। কিছু কিছু পণ্য কেবল চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদন করা হয়। ইআরএল কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসমূহের বিবরণ সংক্ষেপে ছকভূক্ত করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
০১		রিফাইনারী গ্যাস (আর জি)	এ পণ্যটি বাজারজাত করা সম্ভব নয়। এটি মূলতঃ কার্বন-১, কার্বন-২ হাইড্রোকার্বন চেইন নিয়ে গঠিত এবং রিফাইনারীর হিটিং সিস্টেমে উপজাত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
০২		লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এল পি জি)	এটি মূলতঃ প্রোপেইন এবং বিউটেন হাইড্রোকার্বন। পণ্যটি সিলিন্ডারের মাধ্যমে এলপি গ্যাস লিমিটেড বাজারজাত করে থাকে। রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে এটি খুবই জনপ্রিয় এবং এর চাহিদা অনেক বেশি। এছাড়া মোটরযানের জ্বালানি হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়।
০৩		এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)	এটি মূলতঃ লাইট গ্যাসোলিনের সুইটেন্ড ফর্ম। ইহা শিল্পকারখানায় দ্রাবক এবং ড্রাই-ক্লিনিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়।
০৪		ন্যাফথা	এটি মূলত অপরিশোধিত হালকা এবং ভারী পেট্রল যা অতিরিক্ত হিসেবে থাকে। এটি প্রধানত পেট্রোকেমিক্যালের ফিড এবং দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ন্যাফথা বেশিরভাগই রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
০৫		মোটর গ্যাসোলিন রেগুলার (পেট্রোল)	এটি পেট্রোল হিসাবে পরিচিত এবং পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হালকা পেট্রোলিয়াম ডিস্টিলেট এবং এর অকটেন রেটিং ন্যূনতম ৮৯ RON (রিসার্চ অক্টেন নাম্বার)।
০৬		মোটর গ্যাসোলিন প্রিমিয়াম (অকটেন)	সাধারণত ১০০ অক্টেন বা অকটেন হিসেবে পরিচিত (কারণ এর অকটেন সংখ্যা ১০০ এর কাছাকাছি), পেট্রোল ইঞ্জিনে MOGAS এর সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। মূল স্টকটি ক্যাটালিটিক রিফর্মিং ইউনিটে উৎপাদিত রিফর্মেট। এটি বাজারজাতকরণের পূর্বে লাল রঙ করা হয়। এটির সর্বনিম্ন অকটেন রেটিং ৯৫।
০৭		এসকেও (সুপেরিয়র কেরোসিন অয়েল)	ইহা সাধারণত কেরোসিন নামে পরিচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি বাতি জ্বালানি এবং রান্নার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ক্রমিক নম্বর	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
০৮		Mtt (Mineral turpentine)	এটি লাইটার বা হালকা কেরোসিন যা বার্নিশকে পাতলাকরণ এবং পেইন্ট এ দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি টারপেনটাইন তেল বা হোয়াইট স্পিরিট নামেও পরিচিত এবং শুধুমাত্র চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত হয়।
০৯		জেড এ-১	এটি কেরোসিন এর সহিত অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে পণ্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াকরণকৃত একটি পণ্য। পণ্যটির হিমাঙ্ক বিন্দু (-47°C) খুবই কম। পণ্যটি এভিয়েশন জেট ইঞ্জিন অর্থাৎ বিমানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জেট এ-১ এখন শুধুমাত্র চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত হয়।
১০		JBO (Jute Batching Oil)	এটি সোজা-চালিত পেট্রোলিয়াম পাতনের মাধ্যমে তৈরিকৃত একটি বাদামী রঙের পদার্থ যা পাট থেকে সূতা তৈরির আগে নরম করার জন্য এবং ধুলো ও অন্যান্য অমেধ্য বা ক্ষতিকারক পদার্থ অপসারণের জন্য ইমালসন আকারে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অদাহ্য পেট্রোলিয়াম পণ্য।
১১		HSD (High Speed Diesel)	এটি ডিজেল নামে পরিচিত এবং অটোমোবাইল ও সেচ পাম্পের উচ্চগতির ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ডিজেল জেনারেটরেও ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হালকা-হলুদ রঙের জ্বালানি।
১২		LSDO (Low Sulfur Diesel Oil)	কম সালফার উপাদান সমৃদ্ধ এক ধরণের বিশেষ ডিজেল। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজের মাঝারি গতির সামুদ্রিক ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
১৩		LDO (Light Diesel Oil)	এটি বড় স্থির বা কম গতির (600 RPM-এর কম) সামুদ্রিক ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহৃত একটি গাঢ় রঙের ডিজেল।
১৪		HSFO (High Sulfur Furnace Oil)	এটি সাধারণত এফ ও (ফার্নেস অয়েল) নামে পরিচিত। এই উচ্চ সালফার সমৃদ্ধ রেসিডিউয়েল জ্বালানিটি ভিস-ব্রেকিং ইউনিটে মিশ্রণের ম্যাধ্যমে উৎপাদিত হয়। এটি শুধুমাত্র চুল্লি এবং বয়লার এর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
১৫		LSFO (Low Sulfur Furnace Oil)	এটি সোজা-চালিত মারবান অবশিষ্টাংশ। এই ধরণের নামকরণের কারণ হলো এতে সালফারের পরিমাণ অনেক কম (১.৫%)। এই পণ্যটির উৎপাদন আপাতত বন্ধ।
১৬		বিটুমিন	অ্যাসফ্যাল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্টের একটি কাঙ্খিত পণ্য হলো বিটুমিন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অদাহ্য পেট্রোলিয়াম পণ্য। ইআরএল সাধারণত তিন ধরণ বা গ্রেডের বিটুমিন উৎপন্ন করে থাকে যথা ৮০/১০০, ৬০/৭০ এবং ১০/২০। তন্মধ্যে ৮০/১০০ এবং ৬০/৭০ গ্রেডের বিটুমিন রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে কার্পেটিং কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে ১০/২০ গ্রেডের বিটুমিন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিমাগারে নিরোধক বা আস্তরণের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদিত পণ্যসমূহের মধ্যে এলপিজি এলপি গ্যাস লিমিটেড এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করা হয়।

নিম্নে প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রামে ইআরএল এর উৎপাদন প্রক্রিয়াটি দেখানো হল

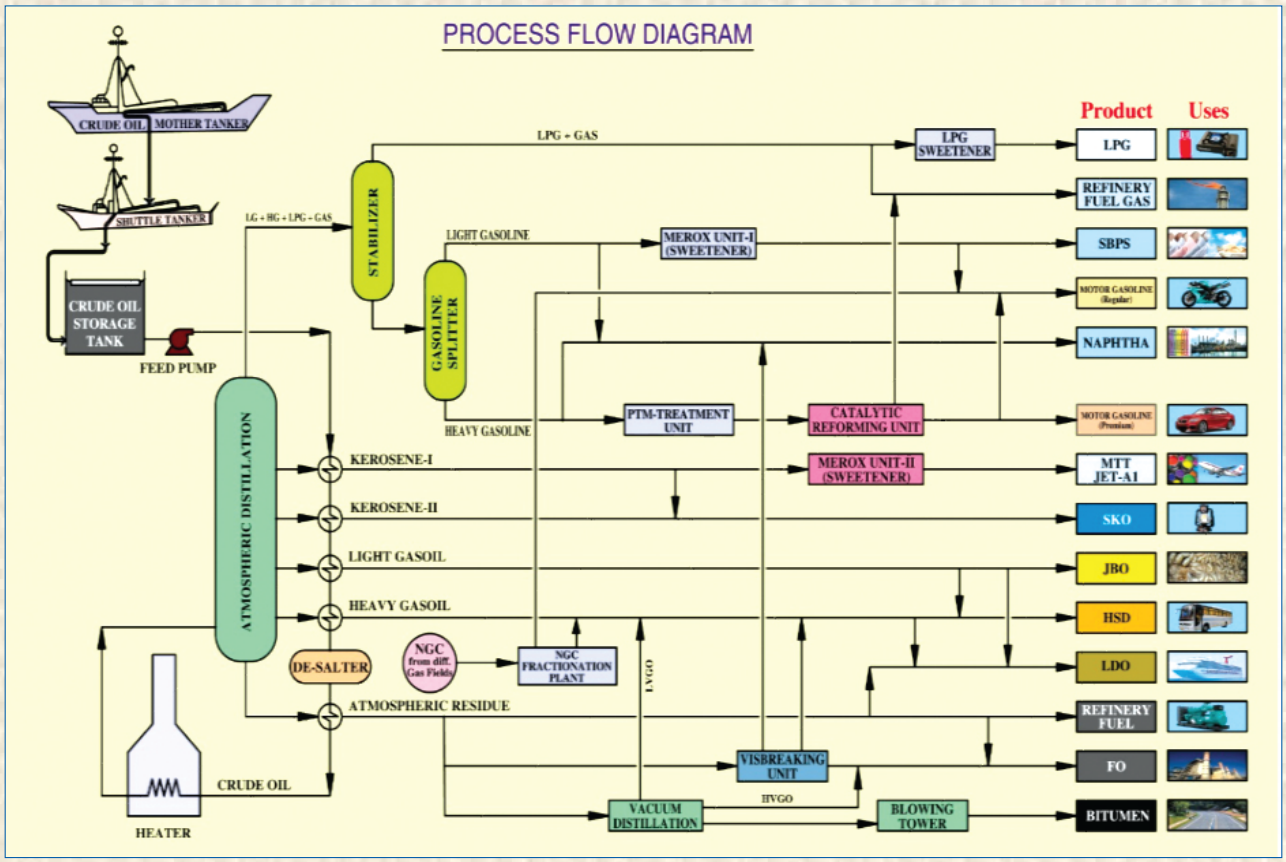

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ:

ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য পরীক্ষাগার আছে, যা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। ইআরএল এর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গবেষণাগারে টিবিপি, জেট ফুয়েল থার্মাল অক্সিডেশন স্ট্যাবিলিটি টেস্ট (জেফটট), সেনট্রিফিউজ, সিএফআর (কো-অপারেটিভ ফুয়েল রিচার্জ ইঞ্জিন), অটো ডিস্টিলেশন, ডিজিটাল রিফ্যাকটোমিটার, গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফসহ বিভিন্ন ইন্স্ট্রুমেন্ট এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয়। এই বিভাগ অত্যন্ত সুনামের সাথে সারাদেশের পেট্রোলিয়াম পণ্যের মান যাচাইকরণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একদল দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ল্যাবরেটরি সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ইআরএল এএসটিএম, ইউওপি এবং আইপি নির্ধারিত টেস্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

এই ল্যাবরেটরিতে-

- পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রায় ১৪০ টিরও বেশি পরীক্ষা করা সম্ভব।
- ৩০ টিরও অধিক ওয়াটার এনালাইসিস করা সম্ভব।

- অসংখ্য মেটালিক ও কেমিক্যাল টেস্ট করা সম্ভব।
- ক্রুড অয়েলের সম্পূর্ণ এনালাইসিস এবং গ্যাস কনডেনসেট এর এনালাইটিক্যাল পরীক্ষা করা সম্ভব।

ইআরএল এর কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে দেশের বিভিন্ন কোম্পানী, কারখানা এবং স্থান থেকে নির্ধারিত চার্জের বিনিময়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যের গুণগত মান যাচাই করার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষার ভিন্নতার উপর নির্ভর করে ৯ টি ল্যাবরেটরি সমন্বয়ে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ গঠিত। এর মধ্যে জেট পেট্রোলিয়াম ল্যাব, বিটুমিন ল্যাব, ওয়াটার এনালাইসিস এবং ইনঅরগানিক ল্যাব, স্পেশাল ল্যাব-১, স্পেশাল ল্যাব-২, সিএফআর ল্যাব, ডার্ক রুম, ক্রোমাটোগ্রাফ রুম উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লখ্যেযোগ্য সিএফআর ইঞ্জিন, টিবিপি এপারেটাস, রেসিডিউ প্রেশার এপারেটাস, সালফার এপারেটাস ল্যাম্প, হাই টেম্পারেচার মেথড, ল্যাব-এক্স, রানে-নি, বম্ব-ক্যালোরিমিটার, রোটারি ইভাপোরেটর, কার্ল-ফিশার এপারেটাস, মাইক্রো সেপারেটর ইত্যাদি।

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা

চিত্র: অগ্নিনির্বাপক ইউনিট

পেট্রোলিয়াম পণ্য দাহ্য বিধায় এ প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দু'টি ফোম টেন্ডার ইউনিট ও একটি আরআইভিসহ মোট ৬টি অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং পুরো ইউনিট এলাকায় ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক রয়েছে যা অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে উৎপাদন কর্মকান্ড (খসড়া)

ক) ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এ প্রক্রিয়াকরণ ও অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তি আমদানিকৃত ক্রুড, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদসহ মোট ১৫৪১১৩৭.৬৮৬ মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৪৪৩৪২০ মেট্রিক টন প্রক্রিয়াজাত করে ১৪১৯০৫৭.৭৩৫ মেট্রিক টন ফিনিশড্ প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ২৪,৩৬২.২৬৫ মেট্রিক টন, স্লাজ নিষ্কাশন ১১৫২.২৫২ মেট্রিক টন এবং অবশিষ্ট ৯৬৫৬৫.৪৩৪ মেট্রিক টন মজুদ আছে।

খ) সেকেন্ডারি কনভারশন প্ল্যান্ট মেডিক্যাল ইস্টার্ণ রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ৩৪৫০৬০ মেট্রিক টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৯৮ মেট্রিক টন ন্যাফথা, ৩৬৪৬৫ মেট্রিক টন ডিজেল ও ৩০০৫৯৫.১৯৮ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ৭৯০১.৮০২ মেট্রিক টন।

গ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট রিফাইনারীর টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ১৪২৭৪০ মেট্রিক টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৬৩০২৫.৯৮ মেট্রিক টন বিটুমিন, ৩৮৯২১.১৯১ মেট্রিক টন ডিজেল ও ৩৭৮৩২.৯৮৫ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ২,৯৫৯.৮৪৪ মেট্রিক টন।

ঘ) **মোট উৎপাদিত পণ্য (সকল প্ল্যান্ট থেকে)** ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এলপিজি ১৩৮৭৮.৯৯৮ মেট্রিক টন, ন্যাফথা ১১৮৪৬৩.৯৯৬ মেট্রিক টন, এসবিপিএস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট) ০ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার) ৭৯১৪৮.৭৪২ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম) ২৪৬.৮৭৭ মেট্রিক টন, মিনারেল টারপেনটাইন ০ মেট্রিক টন, কেরোসিন ৫৩৬৮১.৭১৭ মেট্রিক টন, এইচএসডি (হাই স্পিড ডিজেল) ৬৭২৭৪৬.০৬৭ মেট্রিক টন, জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল) ৭৬৮১.১৪৮ মেট্রিক টন, এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল) ০ মেট্রিক টন, এফও (ফার্নেস অয়েল) ৩৮৯৭১৩.৭০২ মেট্রিক টন, বিটুমিন ৬৩০২৫.৯৮০ মেট্রিক টন, জেট এ-১ (৭১.৯৭৭) মেট্রিক টন উৎপাদন করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ড

ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ, প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনসেনটিভ, আরসিও প্রক্রিয়াকরণ, ক্রুড অয়েল আমদানি ও রপ্তানি হ্যান্ডলিং কমিশন, বিটুমিন বিক্রয়ে মার্জিন ইত্যাদি খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানির আয় ২৬৬৫৩.৩৪ লক্ষ (খসড়া) টাকা এবং ব্যয় ২২৩২৬.৩৯ লক্ষ টাকা (খসড়া)।

সরকারি কোষাগারে জমাদান

বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও আবগারি শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর, ঋণের উপর সুদ পরিশোধ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানি সর্বমোট ৩০৭৬.৬৬ লক্ষ টাকা (অনিরীক্ষিত) সরকারি কোষাগারে পরিশোধের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

সাম্প্রতিককালে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

১) এক্সপানশান অব এ্যারোকন্ডেন্সার ব্যাংক ফর ইআরএল।

২) নতুন কুলিং টাওয়ার (৪০০০ ঘ.মি./ঘন্টা) স্থাপন।

৩) নতুন প্রসেস বয়লার স্থাপন।

৪) পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন।

৫) ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ (ট্যাংক-জি এবং ট্যাংক-এইচ)।

৬) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-১)।

৭) ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এর ফার্নেস রিবাম্পিং।

৮) নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন।

৯) ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-২) স্থাপন।

১০) এমএস স্টোরেজ ট্যাংক (টি - ৫১) নির্মাণ ।

১১) ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক (টি-৫২, টি-৫৩, টি-৫৪) নির্মাণ ।

১২) এনজিসি ইউনিটের ফার্নেস টিউব প্রতিস্থাপন।

১৩) সিসিটিভি নেটওয়ার্ক স্থাপন।

১৪) এবিপি কলাম ১০সি০১ (এবিপি ইউনিট), রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর-১২০৪ (রিফর্মিং ইউনিট) প্রতিস্থাপন।

১৫) রিনোভেশন এন্ড রিপেয়ারিং ওয়ার্কস এ্যাট ডলফিন অয়েল জেটি-৭ এ্যাট চট্টগ্রাম।

১৬) এনহেন্সমেন্ট অব আয়রন রিমুভাল ক্যাপাসিটি অব একজিস্টিং ওয়াটার প্রি-ট্রিটমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার বেসিন এ্যাট ইআরএল।

১৭) ইআরএল ইউনিট-২ এর জন্য সরকার (জিইএম কোম্পানী লিমিটেড) থেকে লীজ নেয়া ৭.৫ একর জমির উপর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

১৮) নতুন ন্যাফথা লাইন নির্মাণ।

১৯) হোয়াইট অয়েল লাইন প্রতিস্থাপন।

(খ) এক নজরে উন্নয়ন পরিক্রমা

বিগত ৫৫ বছরের গৌরবময় পদচারণায় ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে, যা একাধারে দেশের টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে। ইস্টার্ণ রিফাইনারীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১. **এলপিজি সুইটেনিং ইউনিট ও এলপিজি স্ফেয়ার** লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসোলিন থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড সম্পূর্ণরূপে অপসারণসহ অন্যান্য সালফার যৌগকে সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমার নিচে নামিয়ে উন্নতমানের এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই ইউনটটি স্থাপন করা হয়। ক্রমবর্ধমান এলপিজি চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে স্টোরেজ হিসেবে এলপিজি স্ফেয়ার স্থাপন করা হয়।

২. **এসফল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্ট** প্রায় ২১০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ১৯৮০ সালে ৭০,০০০ মেট্রিক টন বিটুমিন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্ল্যান্টটি নির্মাণ করা হয়। একইসাথে গড়ে তোলা হয় ড্রাম ম্যানুফেকচারিং প্ল্যান্ট, যা ইআরএলকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিটুমিন বাজারজাতকরণের উপযোগী করার সক্ষমতা প্রদান করে।

৩. **ক্রুড অয়েল, ন্যাফথা ও অন্যান্য প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক**

- প্রতিটি ৫০,০০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি নতুন ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- পাম্পিং সুবিধাসহ প্রতিটি ১৭,৫০০ ঘনমটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি নতুন ন্যাফথা স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- প্রতিটি ২০,০০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৬ টি বিভিন্ন প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন।
- ১৯৮৮ সালে প্রায় ৬৫.১৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ৪ টি পুরাতন ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক মেরামত।

৪. **৩ মেগাওয়াট পাওয়ার স্টেশন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও কুলিং টাওয়ার** বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইউনিট ও কুলিং টাওয়ারসহ ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্টীম টারবাইন জেনারেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়।

৫. **রিভার মুরিং-৭ এ ডলফিন জেটি নির্মাণ** ক্রুড অয়েল রিসিভ এবং প্রোডাক্ট রপ্তানি হ্যান্ডলিং এর জন্য ১৯৯২ সালে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে পতেঙ্গাস্থ কর্ণফুলী নদীর তীরে রিভার মুরিং-৭ এ একটা আধুনিক ডলফিন অয়েল জেটি নির্মাণ করা হয়।

৬. **সেকেন্ডারি কনভার্সন প্ল্যান্ট (এসসিপি)** ১৯৯৪ সালে প্রায় ২৬০০ মিলিয়ন টাকায় স্থাপিত সেকেন্ডারি কনভার্সন প্ল্যান্ট ইআরএল এর এ যাবৎ কালে সফলভাবে সম্পন্ন প্রকল্পের মধ্যে একটি অন্যতম প্রকল্প। স্বল্পমূল্যের ফার্নেস অয়েল থেকে অতিরিক্ত ডিজেল, এলপিজি এবং ন্যাফথা (সবকটিই দামী পণ্য) তৈরি করাই এই প্ল্যান্টের কাজ। এই প্ল্যান্টটি একটি ভিস-ব্রেকার, একটি মাইল্ড হাইড্রোক্র্যাকার এবং একটি হাইড্রোজেন ইউনিট নিয়ে গঠিত।

৭. **প্রসেস বয়লার স্থাপন** ক্রমবর্ধমান বাষ্পের চাহিদা মিটাতে একটি ওয়াটার টিউব এবং একটি ফায়ার টিউব বয়লার স্থাপন করা হয়।

৮. **হোয়াইট অয়েল ট্যাংক নির্মাণ** আমদানিকৃত ডিজেল অয়েল রিসিপশন ও পাম্পিং এর জন্য ১৯৯৮ সালে প্রতিটি ১৩,০০০ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়।

৯. **২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর স্থাপন** ১৯৯৮ সালে ইআরএল এর পাওয়ার জেনারেশনে ২ মেগাওয়াটের একটি ডিজেল জেনারেটর সংযোজিত হয়।

১০. **ট্রেনিং কমপ্লেক্স বিল্ডিং নির্মাণ** ১৯৮৪ সালে প্রায় ৭ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে ট্রেনিং কমপ্লেক্স বিল্ডিং নির্মাণ করা হয় যা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অবদান রেখে চলেছে।

১১. **কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ** পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পুরাতন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি আধুনিক করা হয়।

১২. **অগ্নিনির্বাপণ এবং সেফটি সিস্টেম পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ** আধুনিক ফায়ার ফাইটিং যন্ত্র এবং অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং গাড়ি সংযোজনসহ ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ করা হয়।

১৩. পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রায় ১০৩.৫২ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে ৩১ বছর অপারেশনে ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন করা হয়। এ সময় অভ্যন্তরীণসহ কিছু ইন্সট্রুমেন্ট লুপ,ট্রে, ক্ল্যাডিং ইত্যাদি পরিবর্তন করা হয়।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

১. ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন

চিত্র: এসপিএম প্রকল্প: বঙ্গোপসাগরের নির্ধারিত স্থানে বয়া স্থাপন

বাংলাদেশ সরকার দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদাপূরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা আরও অধিক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" (২০১৮ সনের সর্বশেষ সংশোধনীসহ) এর আওতায় আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল এবং ফিনিসড্ প্রোডাক্টস সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত "ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬ মে ২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় মহেশখালি দ্বীপের পশ্চিমে (বঙ্গোপসাগরে) গভীর সমুদ্রে একটি 'এসপিএম' বয়া তথা ভাসমান জেটি এবং উক্ত জেটি হতে কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় নির্মিত পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) হয়ে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) পর্যন্ত প্রতিটি ১১০ কি:মি: দৈর্ঘ্যের ২ (দুই) টি পাইপলাইন সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হয়েছে। জাহাজ থেকে তেল সরাসরি পাম্প করা হবে যা 'এসপিএম' হয়ে ৩৬″ ব্যাসের ২টি পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে মহেশখালি এলাকায় নির্মিতব্য স্টোরেজ ট্যাংকে জমা হবে। পরবর্তীতে উক্ত স্টোরেজ ট্যাংক হতে পাম্পিং করে ১৮" ব্যাসের অপর ২টি পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এ সরবরাহ করা হবে। বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটির মাধ্যমে একটি ১,২০,০০০ DWT অয়েল ট্যাংকার ৪৮ ঘন্টায় এবং বছরে মোট ৯.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন তেল আনলোডিং করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় ৩টি ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক (প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৫০,০০০ ঘনমিটার), ৩টি ফিনিসড্ প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক (প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৩০,০০০ ঘনমিটার), স্কাডা সিস্টেমস্, প্রধান পাম্প, বুস্টার পাম্প, জেনারেটর, মিটারিং স্টেশন, পিগিং স্টেশন, অফিস ও আবাসিক ভবন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো নির্মাণসহ একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম (পিএসটিএফ) অর্থাৎ জ্বালানি তেলমজুত/সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কুতুবদিয়া চ্যানেল ও মাতারবাড়ী এপ্রোচ চ্যানেল অংশে Deep Post Trenching পদ্ধতিতে এ প্রকল্পের ৪টি পাইপলাইন নির্ধারিত গভীরতায় স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

চিত্র: মহেশখালিতে নির্মিত পাম্পিং স্থাপনা ও ট্যাংক ফার্ম

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ 'এসপিএম' বয়া এবং পাইপলাইন এন্ড ম্যানিফোল্ড (PLEM) বঙ্গোপসাগরে নির্ধারিত স্থানে স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৯৭%। চলতি অর্থবছরের প্রথমদিকে প্রকল্পের কমিশনিং কাজ শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ILF Consulting Engineers, Germany কে পরামর্শক এবং China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. (CPPEC) কে ইপিসি ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

আর্থিক সংশ্লেষ

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭১২৪৬২.৪৬ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে জিওবি - ৬০১১৬.৬৭ লক্ষ টাকা, বিপিসি - ১৮৩৫১৯.৩২ লক্ষ টাকা এবং পিএ - ৪৬৮৮২৬.৪৭ লক্ষ টাকা।

২. ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন

বর্তমানে ইআরএল এর বার্ষিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের বর্তমান জ্বালানি তেলের চাহিদার মাত্র ২০ ভাগ ইস্টার্ণ রিফাইনারী পূরণ করে থাকে এবং বাকি ৮০ ভাগ জ্বালানি তেল ফিনিসড্ প্রোডাক্ট হিসেবে আমদানি করা হয়। বর্তমানে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৬.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রসেসিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল এর দ্বিতীয় ইউনিট নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল এর বার্ষিক ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হবে এবং দেশের জ্বালানি খাতে চাহিদা ও যোগানের বহুল প্রতীক্ষিত ভারসাম্য অর্জিত হবে। এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব গ্যাসোলিন ও ডিজেল উৎপাদন সম্ভব হবে।

বিপিসি কর্তৃক বার্ষিক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল এ স্থাপিতব্য নতুন (ইআরএল ইউনিট-২) ইউনিটে নিম্নলিখিত সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবেঃ

- পরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ফিনিসড প্রোডাক্ট) উপর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে উত্তরোত্তর শিল্প উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
- দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করা।
- অধিকতর পরিবেশবান্ধব জ্বালানি তেল উৎপাদন করা।
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ইস্টার্ণ রফাইনারী লিমিটেড) দ্বারা দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের চাহিদা পূরণ করা।
- সাশ্রয়ী উপায়ে অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে অধিক মূল্যের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" এর আওতায় ১২/০৬/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইউরো-৫ মানের জ্বালানি তেল উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বর্তমান রিফাইনারীতে উৎপাদিত কেরোসিন ও ডিজেল আন্তর্জাতিক মানের না হওয়ায় তা নতুন রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের অর্থাৎ ইউরো-৫ মানে উন্নীত করা হবে।

"ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (PMC) প্রদান করার জন্য ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (EIL) কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক (PMC) প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

আর্থিক সংশ্লেষ

প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ২৩৭৩৬ কোটি টাকা, যা বিপিসি ও সরকারের অর্থায়নে করা হবে। ডলার অবমূল্যায়নের কারণে অর্থ বিভাগ হতে অতিরিক্ত ৪৯৩.২৫৮ কোটি টাকার লিকুইডিটি সার্টিফিকেট পাওয়ার পর সংশোধিত ডিপিপি ০৯.০৭.২০২৩ তারিখ বিপিসিতে পাঠানো হয়েছে। বিপিসি হতে ১১.০৭.২০২৩ তারিখ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নোভেশান কার্যক্রম ০৬.০৬.২৩ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৫টি প্রসেস লাইসেন্সর এর সাথে ডিজাইন ফেজ-২ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন হবে

ক) সাইট প্রিপারেশন।

খ) ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং।

গ) প্রকিউরমেন্ট।

ঘ) কন্সট্রাকশন (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল)।

ঙ) ২১ টি প্রসেসিং ইউনিট এবং ১৮ টি ইউটিলিটি ও অফসাইট ইউনিটসহ মোট ৩৯ টি ইউনিট স্থাপন ।

বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি

১. ১৫/১২/২০২১ তারিখ অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল হতে "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের অনুকূলে লিকুইডিটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

২. ২৪/০৪/২০২২ তারিখ "নিজস্ব তহবিলে" বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৪/০৫/২০২২ তারিখ বিপিসিতে প্রেরণ করা হয়।

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর একনেক সভায় উত্থাপনের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে ১৪.০৬.২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. প্রকল্পের জন্য মোট ৬৪.১২৭ একর জমি (জিইএম কো: লিঃ হতে ৪৫ একর, পিওসিএল হতে ১১.৬২৭ একর এবং ৭.৫ একর সরকারি জমি) লীজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইআরএল প্রাঙ্গনে অবস্থিত ৫৯ একর জমি এবং লীজ গ্রহণকৃত ৬৪.১২৭ একর জমি মিলিয়ে মোট ১২৩.১২৭ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের সহায়ক প্রকল্পসমূহ

ক. ফীড সার্ভিসেস ফর দ্যা ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২

১. প্রকল্পের কন্ট্রাকটর হিসেবে টেকনিপ, ফ্রান্সকে ১৮/০১/২০১৭ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২. টেকনিপ ফীড (FEED) পর্যায়ের সকল ডকুমেন্ট জমা দিয়েছে।

৩. ফীড সার্ভিসেস প্রকল্পের সময়সীমা জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে যা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। বর্তমানে লাইসেন্সরদের সাথে Novation সংক্রান্ত কার্যাদি ০৬/০৬/২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

খ. পিএমসি সার্ভিসেস ফর দ্যা ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২

১. প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (PMC) কন্ট্রাকটর হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (ইআইএল), ভারতকে ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ১০ আগস্ট, ২০২০ তারিখে উক্ত চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।

২. পিএমসি প্রকল্পের আরটিএপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯ মে ২০২০ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। এতে প্রকল্পের মেয়াদ অনুমোদন করা হয়েছে এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

৩. ইআইএল এর কস্ট এস্টিমেট এর উপর ভিত্তি করে "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টুডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম

এই প্রকল্পটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল ইআরএল এর উৎপাদিত জ্বালানি তেল বিভিন্ন মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে সরবরাহ, রপ্তানি, আমদানিতব্য জ্বালানি তেল ও গ্যাস কনডেনসেট ইআরএল এ অটোমেটিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে পরিমাপপূর্বক গ্রহণ ও পরিমাপ করা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্যাংক ফার্ম অপারেশন ও উন্নতমানের সেফটি নিশ্চিত করা। সর্বোপরি সিস্টেম লসসহ পরিচালন খরচ কমানো এবং পরিচালন ব্যয় কমিয়ে ব্যয় সাশ্রয়ী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির কার্যক্রম: প্রকল্পটির আওতায় কন্ট্রোল সেন্টার নির্মাণ এবং স্কিডসহ ফ্লো-মিটার, স্মল ভলিউল প্রুভার, অটোমেটিক ভাল্ব, সার্ভার ও সার্ভার রেক, এইচএমআই প্যানেল, ইমারজেন্সি সাট ডাউন সিস্টেম, পিএলসি প্যানেল স্থাপন ও অয়েল সেক্টর ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ রয়েছে।

সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ইআরএল এর অভ্যন্তরে নির্মাণাধীন দ্বিতল বিশিষ্ট কন্ট্রোল রুম, ভূমি উন্নয়নসহ স্কিড বেজ নির্মাণ, অয়েলি ওয়াটার নেটওয়ার্ক, রেইনি ওয়াটার নেটওয়ার্ক এবং প্রুভার রোড নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

- যন্ত্রপাতিসহ সকল (৭টি) ফ্লো মিটার স্কিড এর মেক্যানিকাল ইনস্টলেশন সম্পন্ন হয়েছে। অটোমেটিক ভাল্ব স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০%
- ঠিকাদার কর্তৃক ফ্লো কম্পিউটার প্যানেল, ইএসডি প্যানেল, ডিসিএস প্যানেল, ডিস্ট্রিবিউশান প্যানেল, স্যাম্পলিং স্কিড, মিটার প্রুভার এবং সার্ভার প্যানেল ইআরএল এ সরবরাহ করা হয়েছে। শীঘ্রই ইনস্টলেশন ও টেস্টিং কার্যক্রম শুরু করা হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০%
- ইআরএল ও মার্কেটিং কোম্পানীর অভ্যন্তরে ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০%
- ইআরএল এর উদ্যোগে পাইপলাইন মডিফিকেশন সংক্রান্ত কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০% প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বিপিসির অর্থায়নে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৮৫২.৪৫ লক্ষ টাকা।

চিত্র: কাস্টুডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার

০৫) ইআরএল ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ (ISO Lab.)।

০৬) সিসিটিভি সিস্টেম বর্ধিতকরণ।

০৭) ইআরএল এর ইউনিট-২ এর জিইএম কোম্পানী হতে লীজ নেয়া জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

০৮) অটোমেটিক ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (এটিজি) সিস্টেম

সম্প্রতি ইআরএল-এ স্বয়ংক্রিয় ট্যাংক গেজিং সিস্টেম (Automatic Tank Gauging System) স্থাপন করা হয়েছে। ইআরএল-এ বিদ্যমান সর্বমোট ৬৩ টি ট্যাংক এর মধ্যে বর্তমানে সর্বমোট ২৬ টি ট্যাংকে অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম চালু রয়েছে। অবশিষ্ট ৩৭টি ট্যাংকে এটিজি সিস্টেম স্থাপন করার কাজ বর্তমানে চলমান। স্থাপিত এটিজি সিস্টেম আমাদের নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করবে :

- রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি তথ্য
- অন্যান্য রিয়েল-টাইম ডেটা, যেমন তাপমাত্রা, জলের স্তর, ভলিউম, পণ্য চলাচলের তথ্য ইত্যাদি ট্যাংক ফার্ম কন্ট্রোল রুমে (ট্যাংক ফার্ম মনিটরিং কম্পিউটার) স্থানীয়ভাবে এবং দূরবর্তী স্থান অর্থাৎ আমাদের প্রসেস কন্ট্রোল রুম থেকেও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। স্থাপিত এটিজি সিস্টেম ম্যানুয়াল ট্যাংক গেজিংয়ে মনুষ্য ত্রুটি কমাতে এবং ক্রুড ও ফিনিশড্ পণ্যগুলির নিরাপদ পরিচালন ও অপারেশনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

সর্বশেষ অবস্থা: কন্ট্রাক্ট নং : ER/I&C/ATG/01/2020, মালামাল ইআরএল-এ পৌঁছার তারিখঃ ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। এটিজি সিস্টেমের মেকানিক্যাল ইন্সটলেশনের কাজ বর্তমানে চলমান আছে, যা শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। অবশিষ্ট ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সটলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং-এর কাজও অতি দ্রুত সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

শুরু থেকেই ইআরএল এ নিজস্ব শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দকে এবং বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের পেট্রোলিয়াম অয়েল রিফাইনিং ও প্রসেসিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে

নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যথা-শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য পেশামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের বাহিরেও কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড

মানবসম্পদ উন্নয়ন (২০২২-২৩)

প্রশিক্ষণের ধরণ	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৯৮	১৯৩
দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার / ওয়ার্কশপ	০৭	০৯
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০১	০১
মোট :	**১০৬**	**২০৩**

এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষানবিশ স্কীম', 'প্রবেশনারী ইঞ্জিনিয়ার স্কীম' ও 'ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস্ স্কীম' এর মাধ্যমে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও ইআরএল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ (কেপিআই) স্থাপনা। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইআরএল এর অভ্যন্তরীণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর। ইআরএল এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে যথাযথ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কোড/স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকায় নিয়মিত সেফটি অডিট ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে কোন প্রকার টক্সিক কেমিক্যাল ও অকটেন বুস্টিং তথা সীসামুক্ত বায়ু বজায় রাখার স্বার্থেই ১৯৯৯ সাল হতে TEL/TML ব্যবহার বন্ধ করে অকটেন তৈরিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দূষণমুক্ত করার জন্য আলাদা নিউট্রালাইজেশন সিস্টেম রয়েছে। ট্যাংক ফার্ম এলাকায় অয়েল স্পীলেজ মনিটরিং এর জন্য বিভিন্ন ট্যাংকে অটোগেজিং সিস্টেম রয়েছে। সকল ধরণের অস্বাস্থ্যকর সালফাইডযুক্ত গ্যাস সুউচ্চ কলামের মাধ্যমে উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজ এর ব্যাপারে ইআরএল পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রসেস ইউনিট থেকে পার্জিংকৃত তেল নিয়ন্ত্রিতভাবে একটি উন্নত ধরণের স্ট্যান্ডার্ড অয়েলি ওয়াটার সিস্টেমের মাধ্যমে দুইটি এপিআই সেপারেটরে জমা করা হয়। সেখান থেকে ডিকেনটেশন মেথডের মাধ্যমে তেল থেকে পানি আলাদা করা হয়। এছাড়া আলাদা রেইনি ওয়াটার সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যান্ট থেকে আগত স্টীম কনডেনসেট ও রেইনি ওয়াটার অন্য একটি অয়েল সেপারেটরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ডিকেনটেশন মেথডের মাধ্যমে তেল থেকে পানি আলাদা করা হয়। পরিশেষে পানি ইটিপি হয়ে কর্ণফুলী নদীতে নিঃসরণ করা হয়। ইআরএল এর নিজস্ব পরীক্ষাগারে উক্ত পানির টিডিএস, সাসপেন্ডেড সলিড, পিএইচ, কন্ডাক্টিভিটি, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। ইটিপি আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে, যা আগামী এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়াও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সবসময় ইআরএল এর চারিদিকের পরিবেশ সুন্দর, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মডার্নাইজেশন এন্ড এক্সপানশন অব এপিআই সেপারেটর এ্যাট ইআরএল (ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই, কন্সট্রাকশন, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব এন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) হ্যাভিং ক্যাপাসিটি ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা অন টার্নকী ব্যসিস)

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এপিআই সেপারেটর, স্লাজ পন্ড ও ডিকান্টেশন বেসিনের মাধ্যমে ইআরএল এর তরল বর্জ্য ট্রিটমেন্ট করা হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ অয়েল ও গ্রীজ রিমুভ করা গেলেও তা পরিবেশ সংরক্ষন নীতিমালা (ECR'১৯৯৭) এর নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি আরো কিছু উপাদান যেমন,

TSS ও BOD_5 এর পরিমাণও বেশি ছিল। এই উপাদানগুলো কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে পড়ে যা জীব বৈচিত্রের জন্য হুমকিস্বরুপ। এমতাবস্তায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড তাঁদের বিদ্যমান তরল বর্জ্য শোধনাগার আধুনিকায়নের মাধ্যমে নতুন Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে। নতুন ইটিপিতে API Separator, Neutralization, Flocculation, Coagulation, Sedimentation, Aeration, Filtration & Sludge Treatment unit সহ আরো কিছু ধাপ রয়েছে যার মাধ্যমে ইআরএল হতে নির্গত তরল বর্জ্য পরিশোধন করে ECR'১৯৯৭ এ নির্ধারিত সীমার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল হতে নির্গত তরল বর্জ্য দ্বারা পরিবেশের আর কোন ক্ষতিসাধন হবে না। ইআরএল এর ETP স্থাপনের কাজ চলমান আছে। যত দ্রুত সম্ভব উক্ত কাজটি সম্পন্ন করা হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

আমদানিকৃত জ্বালানি তেল মাদার ট্যাংকার থেকে দ্রুত, নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী, সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে খালাসের জন্য কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালির নিকটে বঙ্গোপসাগরে "ইন্সটলেশন অব সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া বর্তমান রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা বাৎসরিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'ইআরএল ইউনিট-২' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া "ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টুডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বাধুনিক অটোমেটিক পদ্ধতিতে কাস্টুডি ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে।

দেশে ক্রমবর্ধমান পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানীর দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

১) টপিং ইউনিটের ফার্নেস এফ-১১০১ এ/বি প্রতিস্থাপন।

২) ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।

৩) এপিআই সেপারেটর আধুনিকীকরণ।

৪) ২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর ক্রয়।

৫) ল্যাবরেটরি ভবন সম্প্রসারণ।

৬) আধুনিক ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়।

৭) পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআই) বাস্তবায়ন।

৮) ফায়ার এন্ড গ্যাস ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন।

৯) এবিপি ফার্নেস ১০-এফ-০১ এর টিউব কয়েল ও রিফ্র্যাকটরি পরিবর্তন।

১০) কলাম সি-১২০১ ও সি-১২০২ পরিবর্তন।

১১) বিটুমিন প্রসেস প্ল্যান্টের এমসিসি প্যানেল প্রতিস্থাপন।

১২) এবিপি ড্রাম প্ল্যান্টের ড্রাম ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট প্রতিস্থাপন।

১৩) বাল্ক বিটুমিন লোডিং ইউনিটের স্বয়ংক্রিয় লোডিং আর্ম স্থাপন।

১৪) ক্রুড অয়েল ট্যাংক ৬১০১সি সহ অন্যান্য প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক মেরামত।

১৫) ইআরএল ট্যাংক ফার্ম এলাকায় আরসিসি ডাইক নির্মাণ।

১৬) এসপিএম এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ডিজেল সরাসরি মার্কেটিং কোম্পানীতে সরবরাহের লক্ষ্যে ইআরএল এ এইচএসডি কাস্টুডি ফ্লো-মিটার স্থাপন।

১৭) এলপিজি ও আরজি বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ (জিসি) ক্রয়।

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড ১৯৬৮ সালের ৭ মে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। অদ্যাবধি জ্বালানি তেলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফিনিসড্ প্রোডাক্ট সরবরাহ করে একদিকে যেমন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের যথাযথ গুণগত মান বজায় রেখে সুদীর্ঘ ৫৫ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

এলপি গ্যাস লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

কোম্পানির পরিচিতি

ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজতপূর্বক গার্হস্থ রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি'র একটি সাবসিডিয়ারী হিসেবে ৩মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রুপান্তর করা হয়। সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও ডিস্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা।

কার্যাবলী

এলপি গ্যাস লিমিটেডের চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত দুইটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিসিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানীসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিজিবি'র বিভিন্ন ইউনিটে সরাসরি এলপি গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। এক শিফটে এলপি গ্যাস লিমিটেড এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১০,০০০ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮,৫০০ মেট্রিক টন। এলপি গ্যাস লিমিটেডের শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

জনবল কাঠামো

কোম্পানীতে অনুমোদিত এবং বর্তমানে জনবলের সংখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণী-১

	অনুমোদিত জনবল		কর্মরত জনবল	
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট
কর্মকর্তা	২১	১০	৯	০২
কর্মচারী	৬৫	৫৭	৪২	১৭
মোট	**৮৬**	**৬৭**	**৫১**	**১৯**

২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেডের বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস ইআরএল ও আরপিজিসিএল হতে প্রাপ্ত এলপিজি'র উপর নির্ভরশীল। ২০২২-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানীর চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ

সারণী-২

বছর	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	মোট
	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	
২০২২-২০২৩	১৪,৪৬৪	৭৫১	১৫,২১৫

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোম্পানীর ২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর আর্থিক কর্মকান্ডের সম্ভাব্য পরিসংখ্যান

সারণী-৩

(লক্ষ টাকায়)

বছর	সম্ভাব্য করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				লভ্যাংশ প্রদান
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০২২-২০২৩	৫৫০.০০	(১২৭.০০)	২৯৯.০০	৭২২.০০	২০২২-২৩ অর্থ বছরের হিসাব চুড়ান্ত না হওয়ায় লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় নাই।

বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানীর বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প নিম্নরুপ:

ক) বিপিসি'র সার্কুলেশনের ৪,০০০ পুরাতন সিলিন্ডার মেরামত করা হয়েছে।

খ) রশিদপুর CRU প্ল্যান্ট হতে এলপিজি গ্রহণের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ সম্পাদন করে কৈলাশটিলা প্ল্যান্টে বাল্ক এলপিজি গ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

বিপিসি'র অর্থায়নে অত্র কোম্পানীর অধীনে গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরুপ:

ক) এলপি গ্যাস লিমিটেড, চট্টগ্রাম প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলপিজি ফিলিং মেশিন অটোমেশন (ক্যারোজেল) স্থাপনের মেশিনারী আমদানীর জন্য এলসি খোলা হয়েছে। বর্ণিত কাজটি চলতি বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

খ) টাঙ্গাইলস্থ এলেঙ্গায় বার্ষিক ২০(বিশ) লক্ষ সিলিন্ডার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে Fisibility Study এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গ) বিপিসি'র সার্কুলেশনে সিলিন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) নতুন এলপিজি সিলিন্ডার ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিআইএম, পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত ও পরিচালিত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অত্র কোম্পানী হতে জনবল প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া করোনা মহামারী পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অব্যাহত আছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

কাঠের বিকল্প হিসাবে রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য আভ্যন্তরীণ উৎস হতে প্রাপ্ত এলপিজি বোতলজাত করে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিষ্টানটি চট্টগ্রাম ও সিলেট প্ল্যান্ট হতে উৎপাদিত প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন এলপিজি রান্নার কাজে ব্যবহারের ফলে জ্বালানি চাহিদা পূরনের পাশাপাশি দেশের বনাঞ্চল ধ্বংসরোধে ভূমিকা পালন করে আসছে, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতা থাকায় গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সুলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কক্সবাজারের মহেশখালি এলাকায় বার্ষিক ১০.০০(দশ) লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার একটি এলপিজি মাদার টার্মিনাল নির্মানের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই (Fisibility Study) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় ৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া বহুতল ভবনসহ বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য বোতলজাত ও বাল্ক এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে সারাদেশে এলপিজি সরবরাহ ও বাজারজাত নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কোম্পানীর পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে কোম্পানীর খালি জায়গায় বৃক্ষরোপন করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ, সিএসআর-এর আওতায় বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ও অসহায় ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

কোম্পানির পরিচিতি

১৯৬৫ সালে এসো স্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০:৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে **'স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড'** প্রতিষ্ঠিত হয়। এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার। মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানীর ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানীর ৫০% মালিকানা ''বি'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা ''এ'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এ্যাসোশিয়েশনের ৬৮ নং ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত সমসংখ্যক (দুইজন করে মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং ৭০ ধারা মোতাবেক "বি" ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় দিক নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। কোম্পানীর সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এক্ষত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

	শেয়ারের ধরণ	হার (%)	শেয়ার সংখ্যা
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	বি ক্লাশ	৫০%	৯৮,৮০০
দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা	এ ক্লাশ	৫০%	৯৮,৮০০
মোটঃ		**১০০%**	**১,৯৭,৬০০**

কোম্পানির কার্যক্রম

ক) লুব বেইস অয়েল এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি।

খ) লুব বেইস অয়েল ব্লেন্ডিং এবং বিভিন্ন গ্রেডের ও মানের লুব্রিকেটিং পন্য সামগ্রী উৎপাদন।

গ) বেইস অয়েল স্টক বা কাঁচামাল, আবশ্যকীয় এ্যাডিটিভস, প্রস্তুতকৃত লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যাক্ট বিটুমিন সহ লুব্রিকেটিং পণ্যাদি আমদানি, উৎপাদন ও বিপণন।

ঘ) মিশ্রণসূত্রে লুব্রিকেন্টস পণ্যাদি উৎপাদন।

ঙ) পেট্রোলিয়াম (পরিশোধিত) পণ্য গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফেসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থাপন।

চ) বিপণন কোম্পানীসমূহের চাহিদা মোতাবেক লুব বেইস অয়েল সরবরাহ ও ব্লেন্ডিং কার্যসম্পাদন ।

ছ) এ প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানী হিসেবে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিটুমিন, এলপি গ্যাস, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঝ) লুব অয়েল ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি নিজস্ব লুবজোন ব্রান্ডে লুব অয়েল ব্লেন্ডিং করে সমগ্র বাংলাদেশে লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা।

ঞ) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ।

ট) বিপণন কোম্পানী হিসাবে দায়িত্ব পালন বা যেকোন ফার্মে বা কোম্পানীর সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বা অন্য যেকোন প্রকারের চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট সম্পাদন।

কোম্পানির স্থায়ী জনবল কাঠামো (৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

বর্তমানে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা, শ্রমিক ও কর্মচারিগণ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেনঃ-

	সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
কর্মকর্তা	৮১	৫৭
কর্মচারী-শ্রমিক	১১৫	৭০
মোট	১৯৬	১২৭

পেট্রোলিয়াম পণ্য এর উৎস

১। ই.আর.এল প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য।

২। আমাদানিকৃত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য।

৩। চট্টগ্রামে অবস্থিত এলপি গ্যাস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত বোতলজাত গ্যাস।

৪। সিলেটে অবস্থিত কৈলাশটিলা প্লান্ট হতে প্রাপ্ত বোতলজাত গ্যাস।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি দেশের সকল ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষে কোম্পানী সর্বদা সচেষ্ট থাকে। দেশের বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের চাহিদা মোতাবেক ডিজেল/ফার্নেস অয়েল নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিভন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মানসম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা হয় ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

পণ্য	২০২২-২০২৩ (মেঃটন)
ডিজেল	২২৪০৮.৩১
ফার্নেস অয়েল	৪৫৮০৮.৬৩
লুব অয়েল	১৫৪৯.৬৯
গ্রীজ	৯.৩৬
এলপিজি	২৩২৬.১২
বিটুমিন	১৩৬৬০.৪০
অন্যান্য	-
মোটঃ	**৮৫৭৬২.৫১**

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২০২২-২০২৩)

		প্রোভিশনাল (কোটি টাকা)
জাতীয় কোষাগারে জমা প্রদানঃ		
১। আয়কর	=	৭.০
২। শুল্কখাতে	=	১৬.৫৬
৩। ভ্যাট	=	৩১.৩৩
সর্বমোট	**=**	**৫৪.৮৯**
কর পূর্ব মুনাফা	=	১০.৬০
কর পূর্ব মুনাফার উপর প্রদেয় কর	=	৩.৪৪
নীট মুনাফা	=	৭.১৬

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

ক) গ্রীজ প্ল্যান্ট স্থাপনঃ বাজারে ক্রমবর্ধমান গ্রীজের চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি আধুনিক মাল্টি গ্রীজ প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা আনুমানিক ১০০০ মে.টন। বর্তমানে উৎপাদিত গ্রীজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ স্থানীয় বাজারে গ্রাহকদের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে।

খ) প্রধান স্থাপনা ২,৩, ও ৪ নং স্টোরেজ ট্যাংক পুনঃনির্মাণ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

সংস্থা সমূহের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ক	খ	গ
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	৪৮	১২২
মোট=	**৪৮**	**১২২**

পরিবেশ সংরক্ষণ

পেট্রোলিয়াম পণ্যের নির্গমনের কারণে নদীর পানি দূষিত হয়ে পরিবেশের বিপর্যয় এড়াতে মজুদকৃত মালামাল অনুসারে সমগ্র ট্যাংক ফার্ম এলাকায় ডাইক ওয়াল বিদ্যমান রয়েছে এবং আপদকালীন সময়ে উপচে পড়া/লিকেজ হওয়া মজুদকৃত তেল সংগ্রহের জন্য ২ চেম্বার বিশিষ্ট ২ টি Sump বিদ্যমান রয়েছে। নদীতে তেল ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে স্থাপনার ভেতর

ড্রেনের শেষ প্রান্তে গেইট ভাল্ব সংযোজিত আছে। Oil Spillage রোধ কল্পে Oil Protection Boom, Skimmer ইত্যাদি রাসায়নিকের ব্যবহার ভবিষ্যতে যুক্ত করা হবে।

পরিবেশের কোন বিপর্যয়/ক্ষতি এড়াতে কোম্পানী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এলক্ষ্যে গ্রাহককে নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম ও লুব অয়েল পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কোম্পানীর প্রধান স্থাপনায় টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে;

কোম্পানীর স্থাপনা/ডিপোতে অগ্নিনির্বাপনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নিনির্বাপন সামগ্রী মজুদ রয়েছে;

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানীর স্থাপনা/ডিপোতে নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়;

ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা

ক) ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ

কোম্পানির নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণ, নতুন ট্যাংক নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ায় Fire system protection rules অনুযায়ী Fire water capacity বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। তাই ১,০০,০০০ লিটার ক্যাপাসিটির ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) জেটি পাইপলাইনের পুনঃ সংস্কার ও প্রতিস্থাপন

দীর্ঘদিনের পুরাতন জেটি এলাকার সম্পূর্ণ পাইপলাইন (ডিজেল, লুব, ফার্নেস অয়েল) লোনা আবহাওয়ার কারণে মরিচা ধরায় ম্যাটেরিয়াল ক্ষয়জনিত কারণে প্রতিস্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়ায় আনুমানিক ৭০০ মিটার নতুন এমএস পাইপ প্রতিস্থাপন করা হবে। বর্তমানে স্থাপিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে জেটি থেকে তৈল খালাস করে ট্যাংকে মজুদ রাখা হচ্ছে।

গ) ব্রেক ফ্লুইড এবং রেডিয়েটর কুল্যান্ট প্লান্ট স্থাপন

এ কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় একটি রেডিয়েটর কুল্যান্ট প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা আনুমানিক ১০০০ মেট্রিক টন এবং একটি ব্রেক ফ্লুইড প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা আনুমানিক ৫০০ মেট্রিক টন।

ঘ) প্রধান স্থাপনায় নতুন ডেলিভারী পাইপলাইন স্থাপন, ট্যাংক ও পাইপলাইন রংকরণ এবং ওয়্যারহাউজ সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

ঙ) জ্বালানি তেলের চাহিদা অনযায়ী মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

চ) প্রধান স্থাপনায় জ্বালানি তেল গ্রহণ ও সরবরাহ কার্যক্রম, বিক্রয় ও হিসাব কার্যক্রম অটোমশেনের আওতায় আনয়ন।

ছ) প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিসি টিভি স্থাপনসহ কোম্পানির বিভিন্ন নির্মাণ কাজ নিজস্ব অর্থায়নে সম্পন্ন করা হবে।

অন্যান্য কার্যক্রম

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানী বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন/অনুদান প্রদান করা হয়।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রধান কার্যালয়	:	পদ্মা ভবন, স্ট্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ।
নিবন্ধনের তারিখ	:	২২ শে অক্টোবর, ১৯৬৩।
		০১) লুব বেইজড অয়েল আমদানি ও সংরক্ষণ
		০২) বিপণন কোম্পানীসমূহের (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড) চাহিদানুযায়ী লুব্রিকেন্টস্ পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ।
		০৩) বিটুমিন বিপণন (গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে) এবং সময়ে সময়ে বিপিসি কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকার প্রকল্পের চাহিদার নিরিখে মজুদসাপেক্ষে বিটুমিন সরবরাহ।
		০৪) সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে শেল (SHELL) লুব্রিকেন্টস্ পণ্য বিপণন।
		০৫) সেনা কল্যাণ সংস্থার সহযোগী প্রতিষ্ঠান কেবি পেট্রোক্যামিকেলস এর নিকট লুব অয়েল বিক্রয় এবং ইএলবিএল প্ল্যান্ট এ টোল ব্লেন্ডিং।
কোম্পানির ধরন	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী।
তালিকাভূক্তি	:	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভূক্ত।
অনুমোদিত মূলধন	:	৫ কোটি টাকা।
পরিশোধিত মূলধন	:	১১৯.২৮ লক্ষ টাকা।
শেয়ার সংখ্যা	:	১১,৯২,৮০০।

জনবল কাঠামো

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানীর বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল	বর্তমান লোকবল (৩০ জুন ২০২১ তারিখে)
কর্মকর্তা	৪১	০৫
কর্মচারী	৫৮	-
মোটঃ	**৯৯**	**০৫**

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩১ শে মার্চ ২০২৩ ও ৩০ শে জুন ২০২২ তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

		হাজার টাকায়	
	টীকা	৩১ শে মার্চ ২০২৩	৩০ শে জুন ২০২২
সম্পত্তিসমূহ			
স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ			
স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা		৮,১৮১	৮,৪৭৩
বিনিয়োগ অবচয় তহবিল		২২,৫৩৫	২২,৫৩৫
বিনিয়োগ-শেয়ার		১,৭৬৫	১,৬০২
মোট স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ		**৩২,৮৪১**	**৩২,৬১০**
চলতি সম্পত্তিসমূহ			
মজুদমাল		৯৭,৩৪১	৭,০৪৮
দেনাদার		১৪,৯২৪	১৫,০৬৬
অগ্রিম, জমা ও আগাম প্রদান		২১,৭৯১	৮,০৮৯
নগদ ও নগদ সমতুল্য		৩,৮৮,৮৩২	৩,৭০,৮২৬
মোট চলতি সম্পত্তিসমূহ		**৫,২২,৮৮৮**	**৪,০১,০২৯**
মোট সম্পত্তিসমূহ		**৫,৫৫,৩৬৮**	**৪,৩৩,৬৩৯**
মালিকানাসত্ব ও দায়সমূহ			
মালিকানাসত্ব			
শেয়ার মূলধন		১৩,১২১	১১,৯২৮
সংরক্ষিত আয়		২,১৬,২২৩	২,০৯,২২৭
অবচয় তহবিল সঞ্চিতি		১,৮৬৬	১,৮৫১
সাধারণ সঞ্চিতি		৬৬৭	৬৬৭
মোট মালিকানাসত্ব		**২,৩১,৬৭৬**	**২,২৩,৬৭৩**
স্থায়ী দায়সমূহ			
বিলম্বিত কর দায়		৭১৯	৭৬৩
মোট স্থায়ী দায়সমূহ		**৭১৯**	**৭৬৩**
চলতি দায়সমূহ			
অগ্রীম বিক্রয়		৯৯৩	৯৯৩
পাওনাদার ও বকেয়াসমূহ		৩,০০,৯৮৮	১,৯০,৯৩০
ঘুর্ণীয়মান তহবিল		১২,১০৭	১২,১০৭
লভ্যাংশ খাতে দায়		১,৫৯৯	১,৪১৯
আয়কর খাতে দায়		৬,২৩৬	৩,০০৩
মুনাফার শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব ও কল্যান তহবিল		৮৫১	৭৫১
মোট চলতি দায়সমূহ		**৩,২২,৭৭২**	**২,০৯,২০৩**
মোট দায়সমূহ		**৩,২৩,৪৯১**	**২,০৯,৯৬৬**
মোট মালিকানাসত্ব ও দায়সমূহ		**৫,৫৫,৩৬৮**	**৪,৩৩,৬৩৯**
শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তির মূল্য (এনএভি) (টাকা) নোট-১১.০০		**১৭৬.৭২**	**১৮৭.৫১**

লাভ লোকসান ও অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

৩১ শে মার্চ ২০২৩ ও ৩০ শে জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

		হাজার টাকায়	
	টাকা	৩১ শে মার্চ ২০২৩	৩০ শে জুন ২০২২
মোট রাজস্ব	২০	৩,০৩,৫৯৭	১,২১,৪১০
প্রকৃত খরচ	২১	(২,৯৩,৯৮৮)	(১,১১,৭৫৯)
মোট মুনাফা / (ক্ষতি)		**৯,৬০৯**	**৯,৬৫১**
প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	২২	(৬,৫৬২)	(১৩,৩৪০)
পরিচালন লাভ / (ক্ষতি)		**(৩,০৪৭)**	**(৩,৬৮৯)**
অপরিচালন আয়	২৩	১৩,৮০২	১৮,৪৪০
বিনিয়োগ ক্ষতি	৬.০১	১৬৩	২৬২
ব্যবসায়িক মুনাফা		**১৭,০১৩**	**১৫,০১৩**
মুনাফার শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব ও কল্যাণ তহবিলে দেয়	১৯	(৮৫১)	(৭৫১)
করপূর্ব মুনাফা		**১৬,১৬৩**	**১৪,২৬২**
আয়কর বাবদ বরাদ্দ			
চলতি বছর	১৮	(৩,২৩৩)	(৩,০০৩)
পূববর্তী বছর	১৮	-	-
বিলম্বিত কর	১৪	৪৪	৬৯
		(৩,১৮৯)	**(২,৯৩৪)**
কর পরবর্তী মুনাফা		**১২,৯৭৪**	**১১,৩২৮**
অবচয় তহবিলে স্থানান্তর	১৩.০১	(১৪)	(৯৮)
মোট সামগ্রিক আয়		**১২,৯৬০**	**১১,২৩০**
শেয়ার প্রতি আয় (ই পি এস- প্রাথমিক (বেসিক)) টাকায়	**২৯**	**৯.৮৯**	**৯.৫০**

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

দপ্তর সংস্থার পরিচিতি ও কার্যাবলী

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতিত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিস্কার, মূল্যায়ন এবং ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মনিক বিষয়ক গবেষণাগার সমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট, কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিস্কৃত হয়েছে। জিএসবি কর্তৃক আবিস্কৃত কয়লা ও পিট বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনবল কাঠামো

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) ২০২২-২৩ (৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)	৬৫৩	৪৬০	১৯৩	০১.০৭.২০২২ থেকে ৩০.০৬.২০২৩ পযন্ত ১ম ও ২য় শ্রেনির ০৬ জন কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনির ১০ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন।
মোট	৬৫৩	৪৬০	১৯৩	

কর্মরত পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		১০৯	১০	২২৫	১১৬	৪৬০

শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৬৭	১৯	৮৩	২৪	১৯৩

অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ শূন্য থাকলে তার তালিকা: উপ-মহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) ২ টি।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬	৩৫	৪১	১	৬৯	৭০	১ম ও ২য় শ্রেণির পদগুলো পূরণের জন্য পিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি'র) বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় রাজস্ব খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৩ টি বহিরঙ্গন কর্মসূচির মাধ্যমে ২,০৩১ বর্গ কি.মি. ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন, ২০৫ বর্গ কি.মি. ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়ন, ৫০ বর্গ কি.মি. রাসায়নিক মৌলের অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈশ্লেষিক রসায়ন গবেষণাগারে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭৩১ টি নমুনা প্রাপ্ত হয় ও ৬১৫ টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও নগর প্রকৌশল গবেষণাগারে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪২৩ টি হাইড্রোমিটার টেস্ট, ২৪৪ টি সিভ এনালাইসিস টেস্ট, ১১৬ টি এটারবাগ লিমিট টেস্ট, ২৪৪ টি স্পেসিফিক গ্রাভিটি টেস্ট ও ৬৩৭ টি ময়স্চার কনটেন্ট টেস্ট করা হয়। শিলা ও মণিকবিদ্যা শাখার গবেষণাগারে মোট ২২৮ টি নমুনা সিভ বিশ্লেষণ, মোট ৩৬ টি স্লাইড (গ্রেইন ও থিন সেকশন) এবং মোট ১৩ টি ভারী মণিক বিশ্লষণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (যেমন এনএপিডি, বিআইএম, আরপিএটিসি ,বিপিআই ইত্যাদিতে) ৩০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১০৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি কারিগরি ও দাপ্তরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। জিএসবিতে ৩২ টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ১০৬০ জন (কর্মকর্তা/কর্মচারির প্রতি প্রশিক্ষণকে ১ টি ধরে) কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। অধিদপ্তরে ২০টি সেমিনার ও ২ টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৯৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জিএসবির গবেষণা খাতের আওতায় ৬টি গবেষণা প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হয় এবং ১৬টি প্রবন্ধ/প্রতিবেদন জমা হয়। বিদেশে ১১ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। বরিশাল, খুলনা সিটি করপোরেশন, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় "জিও ইনফরমেশন ফর আরবান প্লানিং এন্ড এ্যডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি)" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। ডিসেম্বর ৭ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে প্রকল্পের উপর একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ এলাকার আওতায় অবকাঠামো নিমার্ণকারী/অনুমোদনকারীদের জন্য মাটির ভূগঠন বিষয়ক Subsurface Suitability Map প্রণয়ন করা হয়েছে। জিএসবির ২৭টি ক্যাটাগরীর বিপরীতে ৭৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা হয়। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং-এ ডাউকি নদীর পাড়ে অবস্থিত বাংলাদেশের Eocene যুগের ভূতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক জাদুঘর, গবেষণা ও আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ আঞ্চলিক অফিস স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন এবং জমি অধিগ্রহণ" এর জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট এর মাধ্যমে জমির সীমানা নির্ধারণ ও অধিগ্রহণের কাজ তদারকি করা ও সম্পন্ন হয় এবং গেজেট নোটিফাই এর কাজ করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন কর্মসূচি

- খুলনা জেলার অন্তর্গত কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলার ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আনুষঙ্গিক উপকূলবর্তী দুর্যোগসমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ণ।
- চট্রগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ণ।
- বাংলাদেশের পদ্মা নদীর বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় অর্থনৈতিক মূল্যয়ন।
- টেকনাফ ও কক্সবাজার সংলগ্ন এলাকার সমুদ্র সৈকত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে সংগৃহীত নমুনার প্যালিনোলজিক্যাল বিশ্লেষণ এবং প্রত্নপরিবেশ চিহ্নিতকরণ।
- গোপালগঞ্জ পৌরসভা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার টেকসই নগরায়ন পরিকল্পনার জন্য প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ণ ও ত্রিমাত্রিক মডেলিং।

- সুনামগঞ্জ জেলার উত্তরাঞ্চলের পরিবেশ বির্পযয় এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং বির্পযয় প্রশমনে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিরুপণ।
- গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় প্রবাহিত যমুনা নদীর গতিপথের পরিবর্তন ও পরিবর্তনের গতিশীলতা নির্ধারণ এবং উপজেলার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ণ ।
- ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলা এলাকায় হাইড্রোলজিক্যাল অনুসন্ধানের মাধ্যমে পানির আধারের অবস্থান,গুনগত মান, পরিবেশ মূল্যায়ণকরণ এবং ভূ-রাসায়নিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ ।
- সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার পলল ও পাললিক শিলার মনিকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- ঢাকা শহরের মাতুয়াইলে বর্জ্য ফেলার স্থান সংলগ্ন এলাকায় অগভীর বিশুদ্ধ পানির আধারের দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে লিচেট এর বিস্তৃতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তড়িৎ প্রতিবন্ধকতা জরিপ ।
- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিস্তারিত চুম্বকীয় ও অভিকর্ষীয় প্রোফাইলিং জরিপ ।
- বহিরঙ্গনে ভূপদার্থিক যন্ত্রপাতিসমূহের (অভিকর্ষিয়, চুম্বকীয়, ভূবৈদ্যুতিক ও ভূকম্পন) কার্যকারিতা পরীক্ষণ কর্মসূচি-২০২২।
- মোংলা উপজেলার বন্দর শিল্প এলাকা এবং তৎসংলগ্ন মাটি এবং পানিতে স্থানীয় শিল্পের দূষণের পরিমাণ নির্ণয়।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২
রাজস্ব : ৩৫৯২.৫৮ (সংশোধিত বাজেট)	৩৪২৫.৯৩ (৯৫.৩৬%)
GeoUPAC প্রকল্পে: ২০০.০০ (সংশোধিত বাজেট)	২৫২.৫৫ (১২৬.২৭%)

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

বরিশাল, খুলনা সিটি করপোরেশন, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় "জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান প্লানিং এন্ড এ্যডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি)" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। জিএসবি ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে জিওইউপিএসি প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। ০৭ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে প্রকল্পের উপর একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের অর্জন: ০৪ টি প্রকল্প এলাকায় বিজিআর জার্মানি কর্তৃক বিল্ডিং গ্রাউন্ড সুইটেবিলিটি ম্যাপিং, ভূ-প্রকৌশল মানচিত্র, জিও-মরফোলজিক্যাল মানচিত্র, DTM, নদীর গতিপথ পরিবর্তন মানচিত্র, জলাবদ্ধতা মানচিত্র ও ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য ISEG ডিজিটাল ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইনহাউজ/স্থানীয়, অনলাইন প্রশিক্ষণ ও কমিউনিটি প্রশিক্ষণসহ মোট ৩৯ টি প্রশিক্ষণ ও ১৩টি সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে। বিজিআর জার্মানিতে ৫ টি ওভারসিস প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে ০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩০ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ১০৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। জিএসবিতে ৩২টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ১০৬০ জন (কর্মকর্তা/কর্মচারির প্রতি প্রশিক্ষণকে ১ টি ধরে) কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। অধিদপ্তরে ২০টি সেমিনার ও ২ টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৯৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিদেশে ১১ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ডিসেম্বর ০৭ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে জিওইউপিএসি প্রকল্পের উপর একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যাতে সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

০৭ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে জিএসবির জিও- ইনফরমেশন ফর আরবান প্লানিং এন্ড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি) প্রকল্পের জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠানে মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী।

০৭ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে জিএসবির জিও- ইনফরমেশন ফর আরবান প্লানিং এন্ড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি) প্রকল্পের জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- অনুমোদন সাপেক্ষে "বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের খনন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা।
- অনুমোদন সাপেক্ষে জার্মান সরকারের আর্থিক অনুদানে "জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নগরায়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার (জি.আই.সি.ইউ)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা।
- অনুমোদন সাপেক্ষে "বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে প্রাকৃতিকভাবে জমা হওয়া পাথর ও সিলিকা বালু এবং কক্সবাজার জেলার সমুদ্র সৈকত ও চরে খনিজ বালু (Heavy Mineral) অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ মজুদ নির্ণয় ও মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা।
- উপকূলীয় নদী, মোহনা ও উপকূল সন্নিকটে অগভীর এবং গভীর সাগর বক্ষের ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন; ভূমিক্ষয়, ভূমিগঠন এবং অবক্ষেপিত পললের প্রকৃতি ও অন্তঃস্থ গুনাগুন নির্ণয়; ভূমি অবনমনের কারণ ও হার নির্ণয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির প্রভাব বিশ্লেষনের লক্ষ্যে "বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরুপন"।
- এছাড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বগুড়ায় বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং ঢাকার মিরপুরে একটি আধুনিক ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

ভূমিকা

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট' নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৬ সময়ব্যাপী দুই পর্যায়ে ইউএনডিপি, নোরাড ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় এবং উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নিজস্ব ভবনটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন-২০০৪' দ্বারা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও পেশাজীবীদের কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, উচ্চতর গবেষণা, পেট্রোলিয়াম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় উপাত্তের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা ডাটা ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের মূল ভবনটি কিছুটা সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে অধিকতর মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত আয়, সরকারের রাজস্বখাত, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বিপিআই এর পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এছাড়া অন্যান্য খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাও বিপিআই এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে কর্মরত পেশাজীবীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যাদি এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালনা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কার্যাদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিপিআই গভর্নিং বোর্ডের ৭৮ (আটাত্তর) টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (Centre of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন

২. ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন

৩. তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর উপর অর্পিত কার্যাবলি

(ক) তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তার উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা ও ক্রমান্বয়ে এই সকল কার্যক্রমের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে উপযোগী স্থাপনাদি উন্নয়ন ও সুযোগ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা;

(খ) তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা;

(গ) বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ঘ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে তেল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউট-কে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা;

(ঙ) জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও বিক্রয় করা;

(চ) ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ও ইন্সটিটিউট পরিচালিত যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ও অনুমোদিত হারে ''ফি'' গ্রহণ করা;

(ছ) ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ, ডরমিটরি ও অন্যান্য সুবিধাদি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বের অন্যত্র পরিচালিত অনুরূপ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা।

জনবল কাঠামো

বিপিআই-এর বিদ্যমান জনবলের চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১।	মহাপরিচালক	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
২।	পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
৩।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিএসও)	০২	--	০২	
৪।	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৩	০২	০১	
৫।	উপ-পরিচালক	০২	০০	০২	
৬।	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসও)	০৮	০৫	০৩	
৭।	সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	০০	
	২য়-৯ম গ্রেড মোট	**২১**	**১৩**	**০৮**	
৮।	হিসাব রক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার	০১	--	০১	
৯।	টেকনিশিয়ান (ল্যাব/কম্পিউটার)	০২	০২	--	
১০।	পিএ	০৩	০১	০২	
১১।	নকশাকার	০১	০১	--	
১২।	সহকারী (স্টোর/হিসাব/প্রশিক্ষণ/লাইব্রেরি)	০৪	০৪	--	
১৩।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩	০১	০২	
১৪।	গাড়িচালক	০৪	০২	০২	২ জন আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত
	১৩-১৬তম গ্রেড মোট	**১৮**	**১১**	**০৭**	
১৫।	ম্যাপ কপিয়ার/এমোনিয়া প্রিন্টার/পিপিসি অপারেটর	০২	০২	--	
১৬।	ল্যাব এটেনডেন্ট	০১	০১	--	
১৭।	দপ্তরী	০১	০১	--	
১৮।	অফিস সহায়ক	০৬	০৫	০১	
১৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩	০৩	--	১ জন আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত
২০।	ঝাড়ুদার	০১	--	০১	
২১।	মালী	০১	০১	--	১ জন আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত
	১৭-২০তম গ্রেড মোট	**১৫**	**১৩**	**০২**	
	সর্বমোট:	**৫৪**	**৩৭**	**১৭**	

বিপিআই-কে একটি আন্তজার্তিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বর্তমান জনবল কাঠামোর পুনর্গঠন এবং প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিপিআই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন ভবন নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার (Training related equipments software) ও আসবাবপত্র সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডারে ২২ (বাইশ) টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৬ (ছয়) টি কর্মশালা আয়োজনের সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু অর্থ বিভাগ কর্তৃক ৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয় করার আদেশ জারি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিপিআই প্রশিক্ষণার্থীর অভাবে ৫টি প্রশিক্ষণ ও ২টি কর্মশালাসহ মোট ০৭টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা স্থগিত করতে বাধ্য হয়। তদুপরি, বিপিআই ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থার অনুরোধে আয়োজিত ৭টি প্রশিক্ষণসহ মোট ২৪টি প্রশিক্ষণ ও ৪টি কর্মশালা সফলভাবে আয়োজন করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়াও উক্ত অর্থবছরে দুই মাসব্যাপী ২টি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে মোট ৫২ (২৫+২৭) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। সর্বমোট ৩০টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় ৪৯৭ (চারশত সাতানব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিপিআই কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১৩ (তের) টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিপিআই কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের খন্ডচিত্র।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিপিআই কর্তৃক আয়োজিত দুই মাস ব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের খন্ডচিত্র। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার, চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা।

বিপিআই এর ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় বাংলাদেশের স্বনামধন্য ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে জনাব ম. হুমায়ুন কবীর, সাবেক রাষ্ট্রদূত / সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; অধ্যাপক আবু আহসান মোহম্মদ সামসুল আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মোঃ মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; জনাব শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পরিসংখ্যান বিভাগ; জনাব মোঃ মোস্তা গাওসুল হক, প্রিন্সিপাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, সিপিটিইউ, আইএমইডি; জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), সিপিটিইউ, আইএমইডি প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (The Annual Performance Agreement)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর সঙ্গে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর বার্ষিক ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বিপিআই এর কার্যসম্পাদনের মান অত্যন্ত ভালো।

শুদ্ধাচার

বিপিআই, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়ন কাঠামো প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য়-৯ম গ্রেডভুক্ত জনাব আসাদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক এবং ১০ম-১৬তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ এনামুল হক, সহকারী হিসাব ও ১৭তম-২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান, নিরাপত্তা প্রহরী মোট ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আর্থিক কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্থ বিভাগের অনুমোদিত বরাদ্দ ৩,১৩,০০,০০০/- (তিন কোটি তেরো লক্ষ) টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিপিআই-এর নিজস্ব ফান্ড/তহবিল হতে বরাদ্দ ৪,৯৬,৫৫,০০০/- (চার কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিপিআই-এর মোট বাজেট ৮,০৯,৫৫,০০০/-(আট কোটি নয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিপিআই-এর অনুমোদিত সংশোধিত বরাদ্দ ৫,০৭,১১,৩৮২/- (পাঁচ কোটি সাত লক্ষ এগার হাজার তিনশত বিরাশি) টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিপিআই-এর অনুমোদিত সংশোধিত বাজেটে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫,২৭,০৪,০০০/-(পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ চার হাজার) টাকা যার বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিপিআই-এর মোট প্রকৃত আয় হয় ৪,৭৯,৬৮,৪২৩/১০ (চার কোটি ঊনআশি লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশত তেইশ টাকা দশ পয়সা) টাকা।

সরকারী খাতে অনুমোদিত সংশোধিত বরাদ্দ ৩.১৩ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয় হয় ২.৭২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিপিআই-এর নিজস্ব ফান্ড/তহবিল হতে বরাদ্দকৃত অর্থের অনুমোদিত সংশোধিত বরাদ্দ ১.৯৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয় হয় ১.০৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিপিআই-এর মোট ব্যয় ৩.৭৮ কোটি টাকা।

বিপিআই এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিপিআইকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান জনবল কাঠামোর উৎকর্ষ সাধন ও যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতকরণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনা ত্বরান্বিত হবে এবং বিপিআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ:

- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন ভবন নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার (Training Related Equipments Software) ও আসবাবপত্র সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ এবং বর্তমান জনবল কাঠামোকে পুণর্গঠন করা।
- বিপিআই কে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে এর জনবল কাঠামো সংস্কার ও অর্গানোগ্রাম পুণর্গঠনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।
- বিপিআই-কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের বিখ্যাত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ।

উপসংহার

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। অপ্রতুল জনবল, ভৌত সুবিধাদি, প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ও আসবাবপত্রের যে সংকট বিপিআই এ ছিল তা ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে সমাধান করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর কমকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট কর্মচারী (অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২৩" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করার কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ সকল উদ্যোগের ফলে আশা করা যায়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। জ্বালানি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে এ ইন্সটিটিউট তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত ২টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের Technical Arm/কারিগরি ইউনিট হিসেবে সৃজনের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরি সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকাণ্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। প্রথম প্রর্যায়ের কর্মকান্ড সফল সমাপ্তির পর নরওয়ে সরকারের আগ্রহ এবং আর্থিক অনুদানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের এ আর্থিক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সরকার বিগত মে ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। এ ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটে জনবল নিয়োগের বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয় এবং গত ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তারপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেছে।

সার্বিক কার্যাবলী

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানি সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারি খাতের সহিত যোগাযোগসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- Gas and Coal Reserve and Production শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- Gas Production, Distribution and Consumption শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো

সাংগঠনিক কাঠামো

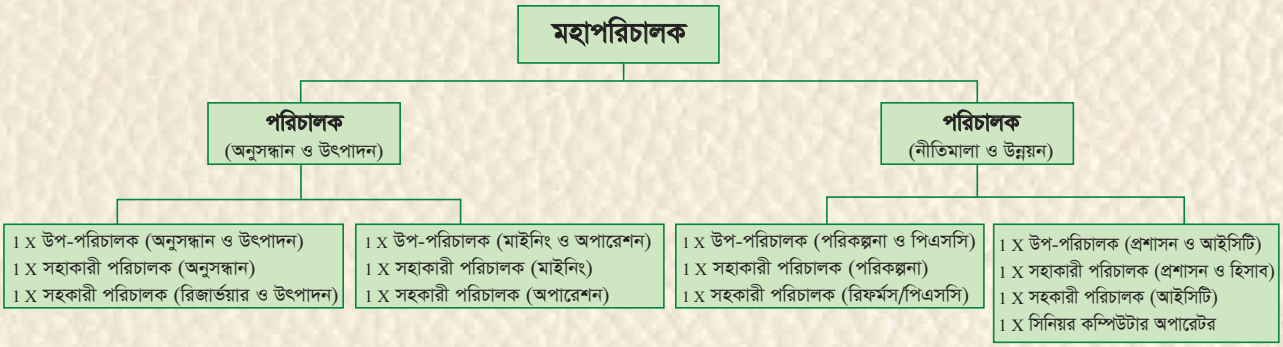

সংস্থা	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
হাইড্রো কার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	০৯ জন	৩৫ জন	০৯ জন	০১ জন	০৩ জন	০৯ জন	২২ জন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জন্য সাফল্যমন্ডিত বছর। এই অর্থবছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সকল লক্ষ্য সফলভাবে অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত প্রতিবেদনসমূহ

- গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল ২০২২- মার্চ ২০২৩)
- গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২)
- Energy Scenario of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২)
- "Determining the Nature and cost of household fuel in rural areas" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- "Analysis of Fuel Adulteration Consequences of Bangladesh" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- "Assessing of UCG potential for coal fields of Bangladesh" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- "Energy Connectivity and Regional Cooperation: Bangladesh" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- HCU Seminar Compilation ২০২২-২৩

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়াম

- "সরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহে Asset Re-valuation" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- "Seminar On LPG: An Alternate Energy Solution for the Industrial Segment in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

- "Prospects of Gas Hydrates in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- "Prospect of Petrochemical Industries in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- "Prospect and Challenges of Hydrogen Energy in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- "Energy Scenario of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- "Smart Energy Planning of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- "স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জ্বালানি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং যথাযথভাবে কর্মসম্পাদন।
- শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ যথাযথ বাস্তবায়ন।
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাপ্তরিক, আর্থিক ও কারিগরি বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন।

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

- উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১.৪ নং কার্যক্রমের ১.৪.১ সূচক বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জ্বালানি সেক্টরের করণীয় সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন।
- Smart Grids and Energy Management: How 4IR technologies like Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and data analytics are revolutionizing energy distribution and management system" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন।
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের লাইব্রেরী সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে।
- উদ্ভাবন ও সেবা-সহজিকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

COVID-19 মোকাবেলায় কার্যক্রম গ্রহণ

- সরকারি বিধি-নিষেধ প্রতিপালন
- No Mask, No Entry কঠোরভাবে বাস্তবায়ন
- কুইক রেসপন্স টিম গঠন

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য তৈরিকৃত অন্তবর্তীকালীন ড্যাশবোর্ড আপগ্রেড করার কার্যক্রম গ্রহণ।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের চলমান কার্যক্রম

- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জ্বালানি খাতের উন্নয়নে গবেষণা সংক্রান্ত MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক মহোদয়কে আহবায়ক করে মন্ত্রণালয়, BUET এবং দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- Hydrogen energy policy formulation with TA from World Bank
- Integrated Energy And Power draft Master Plan (IEPMP) প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
- Piloting of Blue Hydrogen/CCUS with TA from US Department of State ERD এর মধ্যস্থতায় এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।
- UNIDO- এর তত্ত্বাবধানে একটি Council on Ethanol-Based Clean Cooking (CECC) গঠিত হয়েছে। উক্ত কাউন্সিলে সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে যোগদানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবটির উপযুক্ততা

- যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা অথবা পাইলটিং করার উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত status, intervention, business model, etc. যাচাই করে দেখার জন্য UNIDO team -এর সাথে যোগাযোগ রয়েছে।
- Biomass scenario in Bangladesh সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাপী একটি full-scale সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য মেথডলজি ডেভেলপ করার কাজ চলমান রয়েছে।
- Hydrocarbon Reserve Estimation and Management বিষয়ক TAPP – প্রাথমিক ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Smart Energy Sector Master Plan এর প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে, হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক মহোদয়কে আহবায়ক করে মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- EMRD Dashboard আপগ্রেডেশন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দপ্তর/সংস্থা থেকে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

লক্ষ টাকা

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (জিওবি)	সংশোধিত মোট বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যয় (জিওবি)	উদ্বৃত্ত (জিওবি)
২০২২-২৩	৪৪৪.০০	২৪৩.৫৪ (*)	১৭৪.০৯	৬৯.৪৫

(*) সরকারি বিধিনিষেধের কারণে ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের পরিমাণ= ২২৬.৮৯ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত Hydrocarbon Reserve Estimation শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলমান।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে স্থায়ী ১২ টি অস্থায়ীভাবে ১৪ টি এবং চতুর্থ শ্রেণির (আউট সোর্সসিং এর মাধ্যমে) ০৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে । রাজস্ব খাতে মোট ২৬ টি পদের মধ্যে ১ টি পদে প্রেষণে ০১ টি অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং ১১টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩টি পদের মধ্যে ৭ টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন মামলা দাখিল করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ৬ টি পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ, দেশীয় প্রশিক্ষণ

- দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময় = ১৮০ ঘন্টা
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মোট সময় =৭৮৯ ঘন্টা
  - ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময় = ৯৬৯ ঘন্টা।
  - ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জনবলের প্রশিক্ষণের সময় (৯৬৯/১৩)= ৭৪ জনঘন্টা।

পরিবেশ সংরক্ষণ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য জ্বালানি নিশ্চয়তা বিধানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা/স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত থাকবে ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক "Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resources Management" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি ২০৩০ এবং ভিশন-২০৪১ অর্জনের জন্য একটি দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠা করা;
- Impact of salinity on natural gas pipeline and black powder issue in GTCL operated pipelines বিষয়ে গবেষণা করা।
- AC interference on pipeline বিষয়ে গবেষণা করা।
- জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশব্যাপী স্ট্র্যাটেজিক স্টোরেজ ক্যাপাসিটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আপদকালীন মজুদের ব্যবপস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা করা।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিমার্ণে জ্বালানি খাতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী উদ্যোগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত গবেষণা করা।
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;
- জ্বালানি ও খনিজ সেক্টরে যুগোপোযোগী বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

পরিচিতি

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ মূলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, বিরোধীয় বিষয়ে সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ। স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) ভোক্তাকে সঠিক মান এবং পরিমাণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঙ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(চ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(ছ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(জ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঝ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঞ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ট) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করা;

(ঠ) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

(ড) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

কমিশনের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুমোদিত বিদ্যমান সাংগাঠনিক কাঠামোতে ৮১টি পদ রয়েছে। চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। বর্তমানে কমিশনে ১ জন সচিব, ৩ জন পরিচালক (১ জন প্রেষণে, ২ জন সংযুক্তিতে), ৮ জন উপপরিচালক (১ জন প্রেষণে, ১ জন সংযুক্তিতে), ১ জন চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, ১২ জন সহকারী পরিচালক (১ জন সংযুক্তিতে), ১৭ জন অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/ব্যক্তিগত সহকারী/হিসাব সহকারী, ১৫ জন গাড়িচালক (৫ জন

চুক্তিভিত্তিক, ২ জন দৈনিক মজুরীভিত্তিক), ১৯ জন অফিস সহায়ক (৩ জন দৈনিক মজুরীভিত্তিক), ২ জন গার্ড এবং ২ জন ক্লিনার (দৈনিক মজুরীভিত্তিক) কর্মরত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের কার্যপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় কমিশনকে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগি করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৭৬টি পদ সৃষ্টি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ধারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আইন অনুযায়ী কমিশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স/সার্টিফিকেট প্রদানসহ লাইসেন্সিদের সেবার মান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ১৫৮ টি, সংশোধিত ১১৫ টি ও নবায়ন ৯৭৮ টিসহ মোট ১২৫১ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও মজুদকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। আইন অনুযায়ী গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কমিশন হতে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে গ্যাস বিপণন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৪২৮ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য কমিশন হতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ/প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশনের পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ৭৯ টি, সংশোধিত ১১৩ টি ও নবায়ন ২৭৫ টিসহ মোট ৪৬৭ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

কমিশনের নিকট নিষ্পত্তির জন্য যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশিরভাগই অবৈধ সংযোগ, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, মিটার টেম্পারিং, ন্যূনতম বিল আরোপ, বিল বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ইভিসি মিটারে বিল না করা, Excess Fuel এবং Lequidated Damage আরোপ ইত্যাদি সংক্রান্ত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৮৩ টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জমা হয়। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ১০২ টি বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ৩৮ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ৫১ টি এবং গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ১৩ টি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬১ ও ৩১২ টি।

ট্যারিফ নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ ও ট্যারিফ প্রবিধানমালা অনুসরণে লাইসেন্সীর নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে শুনানির মাধ্যমে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) মূল্যহার এবং গ্যাস সঞ্চালন মূল্যহার (চার্জ), গ্যাস বিতরণ মূল্যহার (চার্জ) ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। কমিশন কর্তৃক আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী/নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীকে স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন (১-৫০ ইউনিট) ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকের কথা বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ন্যূনতম বিল প্রত্যাহার করা হয়েছে। দেশে বৈদ্যুতিক যানবাহনে ব্যাটারী চার্জিং সহজিকরণের নিমিত্ত ব্যাটারীর চার্জিং স্টেশনের জন্য

এবং মাঝারি সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পের স্বল্পমূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সাশ্রয়ী সুপার অফ-পিক মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। রীট পিটিশন নং-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ভোক্তাপর্যায়ে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র মূল্য প্রতিমাসে সমন্বয় করা হচ্ছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল: গ্যাস সেক্টর উন্নয়নে টেকসই অর্থায়ন

দেশে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কারের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারীকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদনের নিমিত্ত দেশীয় কোম্পানীসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য ভোক্তার অর্থে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৭,৫৩০.২২ কোটি (সতেরো হাজার পাঁচশত ত্রিশ কোটি বাইশ লক্ষ) টাকা। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৪৩ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩২ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল: বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল' গঠন করে। পরবর্তীতে কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত তহবিলে জমার হার ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। উক্ত তহবিলে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ১৪,১৯৮.৯৮ কোটি (চৌদ্দ হাজার একশত আটানব্বই কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা। এ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ১০টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১১,৯৯৬.৭৬ কোটি (এগারো হাজার নয়শত ছিয়ানব্বই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ) টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিলের অর্থায়নে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) কর্তৃক বাস্তবায়িত "আপগ্রেডেশন অব সিলেট ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি" প্রকল্পটি ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখে উৎপাদনে এসেছে। এছাড়া বাবিউবো'র মালিকানায় সিলেটে শাহজিবাজার ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিবিয়ানায় ৩৮৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফেব্রুয়ারি ২০২১ এ উৎপাদনে এসেছে। তহবিলের আংশিক অর্থায়নে (নওপাজেকো এর ইক্যুইটি অংশ) নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো) এবং চায়না মেশিনারিজ কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটির দু'টি ইউনিটই ইতোমধ্যে উৎপাদনে এসেছে। "যমুনা ও পদ্মা নদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশন সংশ্লিষ্ট ৪০০ কেভি ও ২৩০ কেভি রিভার ক্রসিং সঞ্চালন লাইন নির্মাণ" প্রকল্পে এই তহবিল থেকে ১,২৫০.০০ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল: জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে সৃজনশীল অর্থায়ন

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহার হতে ঘনমিটার প্রতি ১.০১ টাকা (ভোক্তা কর্তৃক প্রদেয়) পরিমাণ অর্থ দ্বারা ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৩,৫৪৩.৯৩ কোটি (তেরো হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে Revolving ফান্ড হিসেবে এ তহবিল হতে ১৩,২২৭.৪৪ কোটি (তেরো হাজার দুইশত সাতাশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিইআরসি গবেষণা তহবিল

ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সংক্রান্ত ০৪ জুন ২০২২ তারিখের আদেশসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনের ধারা ২২ এ উল্লিখিত দায়িত্বাবলী যথা:- জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ, এনার্জির দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন, এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার, এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" গঠন করা হয়েছে। কমিশনের বর্ণিত আদেশ অনুসারে উক্ত গবেষণা তহবিলটি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হচ্ছে। তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা পদ্ধতি

সম্পর্কিত 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, ২০২২' ২৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সরকারি গেজেটে জারী হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ মাসে উক্ত তহবিলে ৪৭.৩২ কোটি টাকা সংস্থান হয়েছে।

বিল মাস জুন'২০২২ থেকে জানুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত সময়ে গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ প্রান্তে বিইআরসি গবেষণা তহবিলে সংস্থানকৃত অর্থের বিপরীতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক পরিচালিত "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" এর নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক জমাকৃত ১৭,৮৫,০৪,০৬২ টাকার বিপরীতে ২,৩২,৮৩,১৩৯ টাকা মূসক কমিশন কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে।

গ্রীড কোড প্রণয়ন

গ্রীড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, ব্লাকআউটের সময় সিস্টেম রিকভারি, ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যেকোন ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রীডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড' রেগুলেশনস আকারে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রাক-প্রকাশনা করে মতামত আহ্বান করা হয়েছে। কোনো মতামত পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত গ্রীড কোডটি চূড়ান্ত করে গেজেটে প্রকাশের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন

সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সীসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ নম্বর ২০১৮/০১ জারি করেছে এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণের গাইডলাইন্স; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রভিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিষ্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালিসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শীট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফট্ওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ন্যায় কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে ই-লাইসেন্সিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। কমিশনের সেবা গ্রহীতাগণ সকল প্রকার লাইসেন্স অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে সহজে পাচ্ছেন। এর ফলে সেবা গ্রহীতাগণ কমিশন কার্যালয়ে না এসে ঝামেলা ও হয়রানিমুক্ত সেবা গ্রহণ করছেন। কমিশনের অধিকাংশ নথি বর্তমানে ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। ই-নথি কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে এনার্জি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রীন বিল্ডিং (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেকটস (আইএবি) এর সহযোগিতায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭-২১ এর বিধান এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুরেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের আয়ের প্রধান উৎস লাইসেন্স ফি, আবেদন ফি, ফরম ও শিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, সিস্টেম অপারেশন ফি, আরবিট্রেশন ফি, ব্যাংক সুদ ইত্যাদি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশনের অনিরীক্ষিত সর্বমোট আয়ের পরিমাণ ৩৭.১৩ (সাইত্রিশ কোটি তেরো লক্ষ) টাকা এবং অনিরীক্ষিত আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ২৮.৮০ (আটাশ কোটি আশি লক্ষ) টাকা। ব্যয়িত টাকার মধ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন 'কর্মচারী' অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত তহবিলে স্থানান্তরকৃত ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। কমিশন কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট মোতাবেক ১২.০০ (বারো কোটি) টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে অর্থ বিভাগের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজন করা হয়েছে:

(ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ২৩ অক্টোবর ২০২২, ২১ জুন ২০২৩ তারিখ এবং ২৫ জুন ২০২৩ তারিখ আয়োজন করা হয়েছে।

(খ) কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে ১২, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে iBAS++ System Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ পদ্ধতি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ আয়োজন করা হয়েছে।

(ঘ) কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ডি-নথির ব্যবহার এবং বাস্তবায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ৭, ৮, ১০, ১৪, ১৫ এবং ১৭ মে ২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।

(ঙ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি (APA) এর উপর প্রশিক্ষণ গত ০৫ জুন ২০২৩ তারিখ কমিশনের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(চ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে কর্মরত গাড়ি চালক এবং অফিস সহায়কদের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ১৪ জুন ২০২৩ তারিখ আয়োজন করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী কমিশন এনার্জি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এসব লাইসেন্স ইস্যু করার পূর্বে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC) গ্রহণ করা হয়। কমিশন চূড়ান্ত লাইসেন্স অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ও জেনারেটরের অবস্থানগত বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে।

কমিশনের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে:

- সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কোডস এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;
- লাইসেন্সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

- জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করা;
- সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা;
- এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার করা;
- কমিশনের সালিশ মীমাংসা কার্যক্রম গতিশীল ও অব্যাহত রাখা;
- আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ও এলপিজি'র ট্যারিফ নির্ধারণ অব্যাহত রাখা;
- Performance Management System চালু করা;
- এনার্জি অডিটের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা;
- জ্বালানি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির (Prepaid meter, EVC meter ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- আগারগাঁওস্থ শেরে-ই-বাংলানগরে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা;
- কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তন করা;
- কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা;
- কমিশনের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং এনার্জি খাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন Tools এবং Equipments এর Standardization নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।
- রেগুলেটরী কাজে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করা;
- কমিশনের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা;
- ই-লাইসেন্সীং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;
- কমিশনের কার্যক্রমে সৃজনশীলতার প্রয়োগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি;
- কমিশনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ৩২ টি কমিশন সভা, ৫৪ টি বিশেষ কমিশন সভা, ৯ টি সমন্বয় সভা, ২ টি উন্মুক্ত সভা এবং ৩ টি গণশুনানি সম্পন্ন করেছে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে ২০ মে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ খনিজ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্স, এবং উত্তোলন/আহরণের লক্ষ্যে খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর প্রধান কার্যাবলি

(ক) দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান।

(খ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজসমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(গ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(ঘ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা।

(ঙ) মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(চ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধি বিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা।

(ছ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানির (যদি থাকে) রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঝ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।

(ঞ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো: কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু ইত্যাদি। বর্তমানে এ সকল খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক প্রদান করা হয়।

জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	মহাপরিচালক	০১	০১
২	পরিচালক	০১	১
৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	০
৪	উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	০১
৫	উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	০
৬	সহকারী পরিচালক	০১	০
৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১
৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১
৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	০১

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	০১
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	০১
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
১৩	হিসাবরক্ষক	০১	০১
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১
১৫	ড্রাফ্‌টসম্যান	০১	০১
১৬	সার্ভেয়ার	০১	০১
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	০১
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৫	০৩
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	০৩
২০	ড্রাইভার	০২	০২
২১	এম.এল.এস.এস	০২	০২
২২	জারীকারক	০১	০১
২৩	এম.এল.এস.এস/ফিল্ডম্যান	০৫	০৩
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	০২
২৫	সুইপার/ক্লিনার	০১	০১
	মোট	**৩৮**	**৩১**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য নিম্নরূপ

- খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬.৫০ (ছাপান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি টাকা। বিএমডি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটিসহ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং সিলিকাবালু কোয়ারির ইজারাবাবদ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১১৪.৯০ (একশ চৌদ্দ কোটি নব্বই লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।
- জব্দকৃত পাথর/সিলিকাবালু হতে নিলামকৃত রয়্যালটি বাবদ গত বছরের তুলনায় ৭.০০ কোটি টাকা অধিক আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও সেডিমেন্টারি কয়লা খাত হতে ও প্রায় ৪৫.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।
- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ০১ টি সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও হবিগঞ্জ জেলায় ০৭ টি সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অনুমোদন প্রদান করেছে। ইজারা চুক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশীয় উৎস হতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার উৎস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলার সদর ও নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় অবস্থিত জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গ.কি.মি (১৫০০ হেক্টর) এলাকায় খনি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।
- সেপ্টেম্বর/২০২০ তারিখে বিএমডি কর্তৃক গাইবান্ধা জেলার সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর চর এলাকার ৪০০০ (চার হাজার) হেক্টর ভূমিতে খনিজ বালু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড এর অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদার করা হয়। অনুসন্ধান শেষে তারা প্রতিবেদন দাখিল করে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় ০৩ (তিন) টি ব্লকে সর্বমোট ২৩৯৫ হেক্টর এলাকা খনি ইজারার জন্য আবেদন করে।
- বিএমডির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের অর্জন সন্তোষজনক;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এ অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে;
- মানবসম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির

মাধ্যমে বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এপিএ'র আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

- বিএমডির জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পূরণের নিমিত্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩য় শ্রেণীর ০৬ (ছয়) জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)-এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে রাজস্ব (আবেদন ফি, রয়্যালটি, বার্ষিক ফি, নিরাপত্তা জামানত, নিলামকৃত রয়্যালটি, পরীক্ষা ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডির রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডির মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ৩৮৮.৭৮ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডির মোট ব্যয় ছিল মাত্র ১০.৪১ কোটি টাকা। বিএমডির জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আদায়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৮-২০১৯	৪৬.০৩	১.৮০
২০১৯-২০২০	৭১.৭১	২.১০
২০২০-২০২১	৭৬.৯৩	২.১০
২০২১-২০২২	৭৯.২১	২.৪৩
২০২২-২০২৩	১১৪.৯০	১.৯৮
মোট	**৩৮৮.৭৮**	**১০.৪১**

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ জনবল হিসাবে গড়ে তুলতে বছরব্যাপী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে বিএমডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের তারিখ	বিষয়বস্তুর বিবরণ
১	২৭ সেপ্টেম্বর/২০২২	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ১ম প্রশিক্ষণ
২	০৩ অক্টোবর /২০২২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন
৩	১২ অক্টোবর /২০২২	ই-নথি (লগইন, প্রোফাইল ও ডাক ব্যবস্থাপনা)
৪	১৭ অক্টোবর /২০২২	''সরকারি চাকুরির সাধারণ শর্তাবলী, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং দাপ্তরিক শিষ্টাচার''
৫	২০ অক্টোবর /২০২২	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
৬	০১ নভেম্বর /২০২২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত
৭	০৬ নভেম্বর /২০২২	লার্নিং সেশন (১) : চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপর সম্যক ধারণা ও করণীয়
৮	০৭ নভেম্বর /২০২২	"সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমলা,২০১৮''
৯	২৩ নভেম্বর /২০২২	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার ২.১ সূচকের আওতায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
১০	২৮ নভেম্বর /২০২২	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ২.২ সূচকের আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত
১১	০৫ ডিসেম্বর /২০২২	"গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২০"
১২	১৩ ডিসেম্বর /২০২২	ই-নথি (নথি ব্যবস্থাপনা, পত্রজারি, সেটিং)
১৩	২০ ডিসেম্বর /২০২২	সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮
১৪	২৬ ডিসেম্বর /২০২২	লার্নিং সেশন (২) : "সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় আমাদের করণীয়"
১৫	২৭ ডিসেম্বর /২০২২	ই-গভর্ণেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (২)
১৬	০২ জানুয়ারি /২০২৩	সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪
১৭	০৫ জানুয়ারি /২০২৩	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক (২) প্রশিক্ষণ : "প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা এবং রিট পিটিশন মামলা"।
১৮	২৪ জানুয়ারি /২০২৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (২) : পটভূমি এবং গুরত্ব, কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবয়নের দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচারের ভূমিকা
১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি /২০২৩	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (২)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে বিএমডিকে একটি আধুনিক ও গতিশীল রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা রয়েছে :

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র সকল নাগরিক সেবাকে (অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও

কোয়ারি ইজারা) E-Licence and lease Management system সফটওয়্যার প্রণয়ন করে অনলাইন/ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত সফটওয়্যারে স্মার্ট প্রযুক্তি সংযোজন করে আরও যুগোপযোগী ও নাগরিকবান্ধব করার লক্ষ্যে মডিফিকেশন/আপগ্রেডেশনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(খ) **শাখা অফিস স্থাপন** খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন/আহরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে নিজস্ব শাখা অফিস স্থাপন।

(গ) **মানব সম্পদ উন্নয়ন** জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

দপ্তর পরিচিতি, দায়িত্ব, কার্যপরিধি ও জনবল কাঠামো

দপ্তর পরিচিতি এবং দায়িত্ব

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর একটি সংযুক্ত দপ্তর।

নিম্নোক্ত আইন এবং উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে বিস্ফোরক (খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে ব্যবহার্য), গ্যাস, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, পেট্রোলিয়াম, পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রজ্জ্বলনীয় রাসায়নিক পদার্থসহ আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত বিপজ্জনক পদার্থ সৃষ্ট বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা রোধকরণে বিস্ফোরক পরিদপ্তর দায়িত্ব পালন করে।

বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা

- বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪
- গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১
- গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫
- তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪
- সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫
- এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮

পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা

- পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮
- কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩
- প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১

দপ্তরের কার্যপরিধি

বর্ণিত বিধিমালা অনুসারে বিস্ফোরক পরিদপ্তর নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করে:

(ক) **লাইসেন্স প্রদান**

- বিস্ফোরক (খনিজ সম্পদ আহরণ এবং অনুসন্ধানে ব্যবহার্য) অধিকারে রাখা, আমদানিকরণ এবং পরিবহণ
- আতশবাজি জাতীয় বিস্ফোরক অধিকারে রাখা এবং জনসাধারণের নিকট প্রদর্শন

- অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপাদন, দখলে রাখা, রূপান্তর, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, পরিবহণ এবং রপ্তানিকরণ
- স্থাপনায় তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম মজুদ ও হস্তান্তরযোগ্য সিলিন্ডারে ভর্তিকরণ, স্থাপনায় এলপিজি মজুদ এবং মোটরযান সংযুক্ত এলপিজি সিলিন্ডারে ভর্তিকরণ
- স্থাপনায় সিএনজি সিলিন্ডার মজুদপূর্বক সিলিন্ডার হতে যানে স্থাপিত সিএনজি সিলিন্ডারে সিএনজি ভর্তিকরণ
- গ্যাস ভর্তি বা খালি সিলিন্ডার অধিকারে রাখা
- গ্যাসধারণকৃত আধার (সিএনজি ধারণকৃত গ্যাসাধার ব্যতীত) অথবা খালি গ্যাসাধার অধিকারে রাখা, আমদানি এবং পরিবহণ
- পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়াম শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত প্রজ্জ্বলনীয় রাসায়নিক পদার্থ আমদানি, মজুদ এবং পরিবহণ
- ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদ এবং আমদানিকরণ

(খ) পারমিট

- স্থলপথে বিস্ফোরক আমদানি
- বিস্ফোরক শর্ট ফায়ারিং
- স্থলপথে গ্যাসাধার আমদানি

(গ) পূর্বানুমতি এবং ছাড়পত্র

আমদানি নীতি আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত বিপজ্জনক পদার্থসমূহ (আমদানির ক্ষেত্রে)

(ঘ) অনুমতি

- গ্যাসাধার নির্মাণ গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাস সিলিন্ডারের ভাল্‌ভ নির্মাণকরণ
- পাইপলাইনে প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহন
- পাইপলাইনে পেট্রোলিয়াম পরিবহন
- অনুমোদন
- উচ্চচাপ সম্পন্ন প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইনের নকশা
- পেট্রোলিয়াম পরিবহণের পাইপলাইন
- শোধনাগার ও পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট
- এলপিজি কনর্ভাশন সেন্টার
- এলপিজি সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার পরীক্ষণকেন্দ্র
- এলপিজি সিলিন্ডারের রং, কলার, ফুট রিং, সিলিন্ডারের নিম্নাংশ এবং লেভেল নির্ধারণকরণ
- এলপিজি পরিবাহী পাইপের ডিজাইন, পথপরিকল্পনাম্যাপ এবং পাইপলাইনে এলপিজি পরিবহণ
- এলপিজি সিলিন্ডার, আধার এবং ভালভের এর পরীক্ষণ ও পরিদর্শনে নিয়োজিত নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবং সক্ষমতা
- গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধারের নির্মাণ স্পেসিফিকেশন
- গ্যাস সিলিন্ডারের ভাল্‌ভের স্পেসিফিকেশন
- পেট্রোলিয়াম পাইপলাইনের পথ -পরিকল্পনা এবং ডিজাইন
- সিলিন্ডারের পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষার মেয়াদ নির্ধারণ

(চ) মতামত প্রদান

মহামান্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হলে 'বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮' এবং 'আর্মস অ্যাক্ট, ১৮৭৮' এর বিধান অনুসারে বিস্ফোরক অথবা বোমাজাতীয় আলামত (আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্ক্রিয়কৃত) পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ।

(ছ) পরীক্ষণ

পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ ধারণকারী আধারে মানুষ প্রবেশ নিরাপদ নিশ্চিতকরণার্থে গ্যাসমুক্ত মর্মে নিশ্চিতকরণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

উপরোল্লিখিত আইন এবং বিধিমালা নিয়ন্ত্রিত বিপজ্জনক পদার্থ সৃষ্ট বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা হতে মানবজীবন, সম্পদ এবং পরিবেশ রক্ষার নিমিত্তে বিস্ফোরক পরিদপ্তর নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

বিস্ফোরক এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এর ব্যবহার

খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে ব্যবহার্য বিস্ফোরক এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহারকারী সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা, বিদেশী প্রতিষ্ঠান এবং জীবন রক্ষাকারী গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহার্য অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানিকারক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে আমদানির লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান কার্যক্রমে ব্যবহৃত আমদানিকৃত বিস্ফোরকের সংখ্যা নিম্নরূপ:

(ক) ডেটোনেটরের সংখ্যা: ১০০৩৫,
(খ) শেইপড চার্জ এর সংখ্যা: ৯০০
(গ) ডেটোনেটিং কর্ড এর সংখ্যা: ১৯৬০
(ঘ) ইমালশন এক্সপ্লোসিভস এর পরিমাণ: ১১০ মেট্রিক টন

উক্ত পরিসংখ্যান পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অধিক যা খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ এবং জীবনরক্ষাকারী গ্যাস উৎপাদনের অগ্রগতি নির্দেশ করে।

এলপিজি ব্যবহার

পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি'র ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ১,৫০,৪২৬ টি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স এবং এলপিজি ভর্তি সিলিন্ডার অধিকারে রাখার জন্য ২৬০ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

এ পরিসংখ্যানটি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অধিক যা পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি'র ব্যবহারের জনপ্রিয়তার অগ্রগতি নির্দেশ করে।

পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত স্ক্যাপ জাহাজে মানুষ প্রবেশ এবং অগ্নিকার্যের উপযোগিতা পরীক্ষণ

দেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্টিল রি-রোলিং শিল্পে পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত স্ক্যাপ জাহাজের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত স্ক্যাপ জাহাজে মানুষ প্রবেশ এবং অগ্নিকার্য এর উপযোগিতা নির্ণয়ের জন্য ৭,৩১৫টি পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। এ সংখ্যাটি পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংখ্যার তুলনায় বেশি।

শিল্প-কারখানায় পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগের অনুমতি

আলোচ্য অর্থবছরে ৯৮টি শিল্প-কারখানায় পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ সংখ্যাটি পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংখ্যার তুলনায় বেশি।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর সরকারের একটি রেগুলেটরী দপ্তর যা বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এবং পেট্রোরিয়াম আইন, ২০১৬ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা অনুসারে লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন, অনুমোদন ও অনুমতি প্রদান এবং পরীক্ষণ ফি এর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে থাকে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত আদায়কৃত রাজস্ব আয় এবং ব্যয়-এর হিসাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অর্থবছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	৬,১৫,১২,০০০/-	১,৮২,০০,০০০/-
২০১৬-২০১৭	৬,৮৮,৭৬,০০০/-	২,০৫,৩৯,৮০০/-
২০১৭-২০১৮	৮,০১,৮৯,০০০/-	৫,৮৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৭,৫১,৬৯,০০০/-	১,৮৯,০৫,০০০/-
২০১৯-২০২০	৭,৫০,৩০,০০০/-	২,৮০,৫১,০০০/-
২০২০-২০২১	৭,২৩,৫৩,০০০/-	৩,২৪,৮৯,০০০/-
২০২১-২০২২	৬,৯৪,০২,০০০/-	৩,৫০,১১,০০০/-
২০২২-২০২৩	৬,৮৬,০৯,০০০/-	৩,৪৩,২০,০০০/-

মানবসম্পদ উন্নয়ন

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তুর বিবরণ
০১	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ১ম প্রশিক্ষণ
০২	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ২য় প্রশিক্ষণ
০৩	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক ১ম কর্মশালা
০৪	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক ২য় কর্মশালা
০৫	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১ম প্রশিক্ষণ
০৬	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২য় প্রশিক্ষণ
০৭	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৩য় প্রশিক্ষণ
০৮	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪র্থ প্রশিক্ষণ
০৯	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ১ম প্রশিক্ষণ
১০	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ২য় প্রশিক্ষণ
১১	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়্যার বিষয়ক ১ম প্রশিক্ষণ
১২	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়্যার বিষয়ক ২য় প্রশিক্ষণ
১৩	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ম প্রশিক্ষণ
১৪	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় প্রশিক্ষণ
১৫	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩য় প্রশিক্ষণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের ৮৫৯ জনবল বিশিষ্ট প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রেজেন্টেশন

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- ইতঃপূর্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৬৯ হতে ১০৪ এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন সৃজিত পদগুলো ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নতুন নিয়োগ বিধিমালা জারি হয়েছে। জারিকৃত নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে দ্রুত জনবল নিয়োগ করার মাধ্যমে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্য-পরিধির আওতাধীন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন নিশ্চিতকরণ।
- দপ্তরের দায়িত্ব ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দপ্তরটি পুনর্গঠন এবং সেবা প্রদানে আধুনিকায়নের জন্য ৮৫৯ জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে এর দ্রুত বাস্তবায়নকরণ।
- আধুনিক পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি সংযোজন করে দপ্তরের পরীক্ষাগার আধুনিকায়নকরণ।
- আইটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স সিস্টেম কার্যকরকরণ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.emrd.gov.bd